ওয়েস্টার্ন

সংঘাত

শওকত হোসেন

www.allbdbooks.com

সেবা প্রকাশনী

সংঘাত

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭

এক

ঝম ঝম করে বৃষ্টি ঝরছে। হাঁটু গেড়ে বসে স্লিকোরের আড়ালে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সামনে ঝুঁকল মাইকেল ব্লেইন। ম্লান আলোয় কবরের নামফলকের লেখাটা পড়ল:

এলি প্যাটারসন
১৮১১–১৮৭৬

কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়! কিন্তু নির্বিরোধী, শান্তিপ্রিয় এলির এই পরিণতি হয় কীভাবে? কেন 'বুটহিলে' কবর হলো তার?

এলি প্যাটারসন নীতিবান লোক ছিল; কোনওদিন অস্ত্র স্পর্শ করে নি। অস্ত্রধারী লোকদের পছন্দ করত না। অথচ সে-ই অস্ত্রের শিকার হয়ে খুনে-ডাকাতদের সঙ্গে পাহাড়ের গোড়ায় শুয়ে আছে। গুজবটা সত্যি হলে, পিস্তল হাতেই মারা গেছে এলি প্যাটারসন।

নিভে গেল দেশলাইয়ের কাঠি, ভেজা মাটিতে পড়তেই ছ্যাঁৎ করে শব্দ হলো।

'বুড়ো এলি গানফাইটে মরেছে,' বিড়বিড় করে বলল ব্লেইন, 'আমি বিশ্বাস করি না।'

হঠাৎ পেছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে সতর্ক হয়ে গেল সে। কানে এল একটা ভরাট কণ্ঠস্বর। 'খামোকা বৃষ্টিতে ভিজছ কেন?'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ব্লেইন। স্লিকারের বোতাম খোলা আছে, প্রয়োজনে অনায়াসে পিস্তল বের করা যাবে। সময় নিয়ে, আগন্তুকের সন্দেহের উদ্রেক না করে সাবধানে ঘুরল ব্লেইন।

বৃষ্টির ভেতর অন্ধকারে দীর্ঘদেহী এক লোকের আবছা কাঠামো দেখা গেল। বিদ্যুৎ চমকাল, ঝিলিক মারল গোরস্থানের অসংখ্য ক্রস, চমকে উঠল ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে-থাকা ছোট ছোট পাথর। কিন্তু সামনে দাঁড়ানো লোকের চেহারা দেখা গেল না।

স্লিকারের কলার আর টুপির কিনারার আড়ালে মুখ ঢাকা আছে বলে আগন্তুকও ওর চেহারা দেখতে পেল না।

'লোকের পিছু নেয়াই তোমার স্বভাব?' জিজ্ঞেস করল ব্লেইন।

'এত রাতে বৃষ্টি মাথায় করে সাধারণত কেউ গোরস্থানে আসে না।'

'এখানে বৃষ্টির ভেতর অতীতেও মানুষ কবর দিয়েছি–প্রয়োজনে আরও অনেকবার দেয়া যাবে।'

'তাহলে ঠিক ধরেছি–এখানে নতুন নও তুমি।' বিদ্যুতের আলো আগন্তুকের বুকে-আঁটা ব্যাজে প্রতিফলিত হলো।

কড়া কথা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ব্লেইন। শেরিফ ম্যাককাউন

নয়; একে আগে র‍্যাফটার ক্রসিংয়ে দেখে নি, তাই ঝামেলা এড়ানোর জন্যে বলল, 'হ্যাঁ, বলতে পারো, এখানে আগেও এসেছি।'

নড়েচড়ে দাঁড়াল শেরিফ। 'তুমি রেক্স ফেন্টন?'

'রেক্স ফেন্টনকে যখন চেনো না,' জবাব দিল ব্লেইন, 'তার মানে র‍্যাফটারে নতুন এসেছ তুমি।'

'হ্যাঁ, দুবছর আগে। আমি এসে তাকে পাই নি।'

অস্বস্তি বোধ করছে ব্লেইন। মন বলছে, রেক্স ফেন্টন হলে এতক্ষণে ওকে গুলি করত শেরিফ।

কবরে-ভরা টিলার গায়ে যেন চাবুকের বাড়ি মারছে দমকা হাওয়া। অস্থির হয়ে উঠেছে গাছের ডালপালা। ডানে, খানিক দূরে, শহরের আলো দেখা যাচ্ছে—আগের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। শহরের ওপাশে একটা খনির দালান-কোঠা আর যন্ত্রপাতির কাঠামো চোখে পড়ছে, রাতের শিফটে কাজ চলছে ওখানে।

'এত বৃষ্টির ভেতর দাঁড়িয়ে খোশগল্প করা যায় না,' বলল ব্লেইন। 'কী বলতে চাও, বলে ফেলো।'

'প্যাটারসনের কবর দেখছিলে তুমি। প্রায় দু'বছর আগে এক গানফাইটে মারা গেছে লোকটা।'

খেপে উঠল ব্লেইন। 'যে-ই বলে থাকুক,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল ও, 'ডাঁহা মিথ্যে কথা বলেছে।'

'তাহলে করোনার, ফস্টার, ট্রিম নিউহল—সবাইকে মিথ্যুক বলতে হয়।'

'কার হাতে মারা গেছে ও?'

'নিউহল মেরেছে—আত্মরক্ষার খাতিরে। ফস্টার সাক্ষী ছিল। লোকজন এসে প্যাটারসনের হাতে পিস্তল দেখেছে।'

হঠাৎ ব্লেইন উপলব্ধি করল, আজ রাতে এ শহরে ওকে স্বাগত জানাবে না কেউ। ওই তো বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছে শহরের বাড়িঘর, ভেতরে উষ্ণ আশ্রয়। কিন্তু ওখানে গেলে যে উদ্দেশ্যে এতদূর আসা, সেটা পূরণ হবার আগেই ফেঁসে যাবে ও।

নিউহল? অসম্ভব। ক্ষিপ্র পিস্তলবাজ হলেও সে কিছুতেই এলি প্যাটারসনকে গুলি করতে পারে না।

'আগের করোনারদের এই গল্প বিশ্বাস করার কথা নয়। এলিকে ওরা খুব ভাল করে চিনত।'

ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল শেরিফ। এরকম কিছু ঘটতে পারে জানত ব্লেইন, প্রস্তুত ছিল, চট্ করে হাত তুলে টুপির কার্নিস আরেকটু নামিয়ে আনল ও। ম্যাচের আলোয় শেরিফের কঠিন চেহারাটাই শুধু ফুটে উঠল।

এই চেহারা আগে কোথায় দেখেছে ও?

'সময় বদলে গেছে,' বলল শেরিফ, 'আগের লোকদের অনেকেই এখন নেই। তুমি এখানে কী করবে?—চলে যাও?'

'কেন?'

শেরিফের কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ছোঁয়া লাগল। 'কারণ ঝামেলার গন্ধ পাচ্ছি

তোমার গায়ে, সেটা সামাল দেয়াই আমার কাজ। এখানে কোনওরকম ঝামেলা করলে আমাকে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।'

'সাবধান করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল ব্লেইন। 'এবার আমার পরামর্শ শোনো। আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না, তার ফল ভাল নাও হতে পারে।'

হাত নেড়ে উপত্যকার ওধারে, মাইন-ভবনগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল শেরিফ। 'শুনেছি, র‍্যাফটার-এইচ হেডকোয়ার্টার নাকি ওখানেই ছিল। পুরোনো বার্ন-হাউসকে এখন সান-স্ট্রাইক মাইনের হোয়েস্ট-হাউস বানানো হয়েছে। এটা মাত্র একটা নমুনা। র‍্যাফটার ক্রসিং এখন আর ক্যাটল্-টাউন নেই, পুরো-দস্তুর মাইনিং টাউন হয়ে গেছে। এখানে কেউ চিনবে না তোমাকে, কোথাও সমাদর পাবে না। ভাল চাইলে ঘোড়ায় চেপে ভাগো।'

লোক চিনতে মাইকেল ব্লেইনের ভুল হয় না; স্পষ্ট বুঝতে পারছে, বিপজ্জনক এক লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ও। আনাড়ি লোকের মতো জবরদস্তি করার চেষ্টা করছে না শেরিফ, শান্তভাবে নিচু গলায় কথা বলছে, আগেভাগে ঝামেলা এড়াতে চাইছে। কোথায় কখন অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতে হয়--ভালো করে জানে।

একসঙ্গে গেটের দিকে এগোল দুজনে। পেছনে না ফিরেই গেট আটকে দিল ব্লেইন। হাতের ঝাপ্টায় জিন থেকে পানি মুছে লাগাম গুছিয়ে নিল। শেরিফের দিকে পেছন ফেরার ঝুঁকি নিতে চাইছে না, তাই ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে স্যাডলে উঠে বসল। ব্যাপারটা লক্ষ্য করল শেরিফ, প্রশংসা ফুটে উঠল তার দৃষ্টিতে। এবার নিজের ঘোড়ায় চেপে বসল সে।

অল্প কয়েক মিনিটেই ব্লেইন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে শেরিফের। আগন্তুকের হাবভাবে আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া রয়েছে; কোনওরকম ঝুঁকি নেয় নি সে; তার নিশ্চিত ভঙ্গির চালচলনে মনে হচ্ছে, চোর ডাকাত নয়, হয়তো সে আইনের পক্ষের লোক।

'একটা কথা না বলে পারছি না,' কৈফিয়ত দেয়া ব্লেইনের রীতিবিরুদ্ধ হলেও শেরিফের কাছে নিজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করল সে। 'এই শহরের একটা মানুষ প্রতিদান আশা না করে একবার আমার খুব উপকার করেছিল। সেই মানুষটার নাম এলি প্যাটারসন।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল।

'তাহলে থাকছ তুমি?' প্রশ্ন করল শেরিফ।

'হ্যাঁ।'

আরও একবার চেষ্টা করল শেরিফ। 'দেখো,' ধৈর্যের সঙ্গে বলল সে, 'এলি প্যাটারসনের কী হয়েছিল জানার জন্যে খোঁচাখুঁচি শুরু করলে শহরের প্রতিটি লোক তোমার বিরুদ্ধে খেপে উঠবে।'

প্রধান সড়কের দিকে ঘোড়া ঘোরাল মাইকেল ব্লেইন, কাঁধের ওপর দিয়ে শেরিফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শহরটা ছোট।'

এগোতে এগোতে ভাবছে ব্লেইন। এখানে আবার ফিরে আসা কি ঠিক হয়েছে? একজন মৃত লোকের কী সাহায্যে আসতে পারবে ও?

যখন কোনও বন্ধু ছিল না, ছিল না কোনও আশ্রয়, তখন সাহায্যের উদার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এলি প্যাটারসন নামের বুড়ো মানুষটা। তাকে হত্যা করে আজ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হত্যাকারীরা, তাদের কোনও বিচার হয় নি। এদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেই ফিরে এসেছে ও—না, ভুল হয় নি।

রাস্তা ধরে এগোচ্ছে কালো ঘোড়া। বৃষ্টির ফোঁটা বাজনা বাজাচ্ছে ব্লেইনের টুপির ওপর। অন্ধকার থেকে আলোকিত জানালায় উঁকি দিচ্ছে ও। অচেনা দরজাগুলো পেছনে চলে যাচ্ছে। এখানে আজ কেউ চিনবে না ওকে, স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসবে না। আজ রাতে ঘুমোতে হলে, পেট পুরে খেতে চাইলে, টাকার বিনিময়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাঝ রাস্তায় হঠাৎ রাশ টেনে ঘোড়া থামাল ব্লেইন। কাঁধে পিঠে খোঁচা মারছে বৃষ্টির ফোঁটা। দীর্ঘ পথ-চলায় ক্লান্ত ও। জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে নতুন করে অনুভব করল নিঃসঙ্গতাকে।

এখানে, কিংবা অন্য কোথাও আপন বলতে কেউ ছিল না ওর। অপবাদ মাথায় নিয়ে অন্ধকার কবরে শুয়ে আছে যে মানুষটা, একমাত্র সে-ই, অনেক দিন আগে, আকাশছোঁয়া আত্মসম্মান নিয়ে সামনে এসে-দাঁড়ানো এক কিশোরকে কাছে টেনে নিয়েছিল।

শুধুমাত্র একারণেই হাজার মাইল বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে তিক্ত স্মৃতিময় এই শহরে আবার ফিরে এসেছে ও। বুড়ো মানুষটার মৃত্যুর আসল কারণ খুঁজে বের করে তার অপবাদ ঘোচাতে হবে, যাতে বাকি দিনগুলো তার আত্মা শান্তিতে থাকতে পারে।

রেক্স ফেন্টন তাহলে র‍্যাফটার ছেড়ে চলে গেছে। তার অনুপস্থিতিতে শহরটা অনেক বদলে গেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু শহরবাসীরা যে তার প্রত্যাবর্তন চায় না সেটা শেরিফের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায়।

রেক্স ফেন্টনকে শহরবাসীরা কেন পছন্দ করে না, জানে ব্লেইন। ও নিজেও লোকটাকে পছন্দ করত না, কারণ খুদে র‍্যাঞ্চার হয়েও নিজেকে বিরাট কিছু ভাবত সে। উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াত, চাইত র‍্যাফটার ক্রসিংয়ের ভাগ্যবিধাতাদের একজন হিসেবে ওকে দেখুক সবাই। কিন্তু ফেন্টনের সম্পদ তাকে কাঙ্ক্ষিত সম্মানের আসন পাইয়ে দেয় নি। ফলে এই শহরের প্রতিটি লোকের ওপর খেপে গিয়েছিল সে।

স্যাডলে বসে ভেজা রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় নজর বোলাল ব্লেইন। ও যখন শহর ছেড়ে যায়, মাত্র দুটো স্যালুন ছিল এখানে, এখন কমপক্ষে ছ'টি হয়েছে। হুকার হাউসের নাম হয়েছে নেভাদা হাউস, নতুন করে রঙ পড়েছে দেয়ালের গায়ে। হারনেস শপের জায়গা দখল করেছে অ্যাসে অফিস; এলি প্যাটারসনের দোকানের উল্টোদিকে নতুন আরেকটা জেনারেল স্টোরের ছায়া দেখা যাচ্ছে।

জানালা গলে চৌকো আলো এসে পড়ছে কর্দমাক্ত রাস্তায়। নেভাদা হাউস থেকে টিন-প্যানি পিয়ানোর সুর ভেসে আসছে। পাহাড়ের গায়ে মাথা কুটে মরছে বজ্রের হুঙ্কার। আলোকিত জানালাগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে আবার এগোল ব্লেইন।

বদলে গেছে র‍্যাফটার, এখন সম্পূর্ণ মাইনিং-টাউনে পরিণত হয়েছে, কাউ-টাউনের কোনও চিহ্ন অবশিষ্ট নেই কোথাও।

এলি প্যাটারসনের কথা আবার ভাবতে শুরু করল ব্লেইন। ট্রিম নিউহল নাকি হত্যা করেছে ওকে, বিশ্বাস করে না ও। ফস্টারের সাক্ষীর কোনও মূল্য নেই; মিথ্যাবাদী, ছিঁচকে চোর লোকটা।

ব্লেইনের বন্ধু ছিল ট্রিম নিউহল, অন্তত সবাই তাই ভাবত। দুজন একসঙ্গে কাজ করেছে, বিপদের মুখোমুখি হয়েছে, শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায় তেমন সম্পর্ক বোধ হয় ওদের ছিল না। একসাথে থাকত, তাই সবাই ভাবত ওরা বন্ধু।

ওদের দুজনের স্বভাব প্রায় একই রকম: বুনো, দুরন্ত, দুঃসাহসী; কোনও পিছুটান ছিল না কারও। সামান্য কারণে মারপিট শুরু করত, কখনও হয়তো নিজেরাই গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে বসত। পিস্তলের চালু হাত ছিল দুজনেরই।

তবে ব্লেইনের চেয়ে ট্রিমের ক্ষিপ্রতা ছিল অনেক বেশি। প্রায় আট বছরের বড় নিউহল বিকটদর্শন একটা পিস্তল নিয়ে ঘুরত। কিন্তু তারপর অনেক দূর গড়িয়েছে নদীর জল। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার মোকাবিলা করে অন্য এক মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে ব্লেইন।

বাতাসের দাপট বাড়ছে, বৃষ্টির ছাঁট লাগছে চোখে-মুখে। এই তো ওর জীবন, তিক্ত মনে ভাবল ব্লেইন—আশ্রয়ের সন্ধান করে ফিরছে দিনরাত। তিরিশ বছর কেটে যাবার পর, ঘোড়া, জিন আর একজোড়া পিস্তল—এই হলো ওর সম্পত্তি।

শহরের শেষ দালানটাও পেছনে ফেলে এল ব্লেইন। হঠাৎ ব্রাশ ক্যানিয়নের পুরোনো মিলটার কথা মনে পড়ল। এতদিনে ভেঙে সাফ করে ফেলা হয়েছে কিনা কে জানে। তা না হলে আপাতত ওখানেই আশ্রয় নেয়া যাবে। পুরোনো মিল, নবাগতদের ওটার কথা না জানাই স্বাভাবিক।

আশ্রয় নেবার মতো আর কোনও জায়গা নেই। লিভারি স্ট্যাবলের পাশ ঘেঁষে চলে-যাওয়া ট্রেইলে ঘোড়া ঘুরিয়ে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ব্লেইন। গাছের ডালের খোঁচা লাগছে মুখে, স্লিকারে। তবু মাথা নিচু করে এগিয়ে চলল।

চূড়ায় পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে নীচে, শহরের দিকে তাকাল একবার। মাথায় বুদ্ধি থাকলে এতদিনে এখানে একটা র‍্যাঞ্চ কিংবা কোনও ব্যবসায়ের মালিক হতে পারত ও। অথচ চরকির মতো ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কিছুই করা হয় নি।

ব্রাশ ক্যানিয়নে পৌঁছে ঘোড়ার আচরণে পরিবর্তন ধরা পড়ল ব্লেইনের চোখে। পশ্চিমের যে কোনও রাইডারের মতো নিজের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার আচরণের ওপরও নির্ভর করতে শিখেছে ও। ঘোড়ার ভাবভঙ্গি, শরীরের পেশীতে সূক্ষ্মতম পরিবর্তন—কিছুই দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। স্যাডল থেকে নেমে অন্ধকারে কাদাময় ট্রেইলে হাত বোলাল ব্লেইন।

বৃষ্টির মধ্যেও ঘোড়ার খুরের টাটকা ছাপ আবিষ্কার করল ও। অল্প কিছুক্ষণ আগে এ-পথে গেছে কেউ একজন।

ঘোড়ার কেশরে হাত মুছে আবার স্যাডলে চাপল ও। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে পুরোনো মিলভবন পেছনে ফেলে আস্তাবলের সামনে এসে নেমে পড়ল। ঘোড়া

নিয়ে আস্তাবলে ঢুকে দরজা আটকে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল।

আস্তাবলের দুপাশে প্রায় দু'ডজন স্টল, কাঠের গুঁড়ি আর তক্তা আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহৃত বিশালাকায় ক্লাইডেসডেল ঘোড়াগুলো রাখা হত এখানে। চারটে ঘোড়া দেখা যাচ্ছে, বড় বড় চোখে ওকে জরিপ করছে।

ঘোড়া নিয়ে একটা খালি স্টলের দিকে এগোল ব্লেইন। যাবার পথে অন্যগুলোর গায়ে হাত বোলাল। দুটোর শরীর একেবারে শুকনো। অল্প অল্প ভেজা একটার শরীর, আর চার নম্বরটা ওর ঘোড়ার মতোই ভিজে চুপচপে হয়ে আছে। তার মানে, দুজন রাইডার প্রায় সারাদিনই এখানে কাটিয়েছে, একজন বৃষ্টি শুরুর পরপর এসেছে, আর অন্যজন মাত্র কিছুক্ষণ আগে এসে পৌঁছেছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন, লাগাম খুলে দেয়ালের হুক থেকে একটা শুকনো বস্তা নিয়ে ওটার শরীর মুছতে শুরু করল ব্লেইন। যা হবার হোক, আজ রাতে আর কোথাও যাচ্ছে না ও। কাজ শেষ করে এবার ঘোড়াগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল।

প্রথমটা কাউ-হর্স, যে কোনও র‍্যাঞ্চেই পাওয়া যায়, গায়ে টার্কি-ট্র্যাক ব্র্যান্ড—তার মানে এটা স্টিভ ফরেস্টের আউটফিটের ঘোড়া। দু'নম্বরটা ধূসর মেয়ার, গায়ে থ্রি-সেভ্‌ন ব্র্যান্ড। নিঃসন্দেহে কোনও মেয়ের ঘোড়া, কাউহ্যান্ডরা আর যা-ই হোক মেয়ারে চাপবে না কিছুতেই। অবশিষ্ট দুটো ঘোড়াই গেল্ডিং—ওপেন এভি ব্র্যান্ডের, অপরিচিত।

আবার দেশলাই জ্বেলে মেঝেয় পড়ে-থাকা নাদি পরীক্ষা করল ব্লেইন। কাউহর্স আর একটা গেল্ডিং গতকালও এখানে ছিল। কিন্তু তার আগে এখানে কয়েক মাসের মধ্যে কোনও ঘোড়া থাকার আভাস পাওয়া গেল না। অর্থাৎ, এটা একটা অস্থায়ী আস্তানা।

স্বভাবসুলভ নিঃশব্দ পায়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে আস্তে করে দরজা ভিড়িয়ে দিল ব্লেইন। হঠাৎ মিলভবনের জানালার কাছে কী যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। আস্তাবলের এক কোণে একহাতে ঠেস দিয়ে নিজেকে সামলে রেখে অন্যহাতে স্লিকারের বোতাম খুলে ফেলল ও।

আরেকজন লোকের স্লিকারে আলোর প্রতিফলন দেখতে পেয়েছে ব্লেইন। মিলের দরজার কাছে অন্ধকারে অপেক্ষা করছে কেউ একজন।

পিস্তল বের করে বিদ্যুৎ চমকে ওঠার অপেক্ষা করতে লাগল ব্লেইন। হঠাৎ ফর্সা হয়ে উঠল চারদিক, ভেঙে গেল ছায়াগুলো। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল লোকটা, ব্লেইনের হাতের মাত্র কয়েক ইঞ্চি তফাতে আস্তাবলের দেয়ালে এসে লাগল বুলেট।

তৈরি ছিল ব্লেইন, নিমেষে আগুনের উৎস লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল।

দেয়ালের পাশে দড়াম করে আছড়ে পড়ল লোকটা, ছিটকে গেল তার পিস্তল। ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে, পরক্ষণে একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে টলমল পায়ে গাছপালার দিকে দৌড় দিল। নীরবতা নেমে এল চারদিকে। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ শোনা যাচ্ছে কেবল।

আগন্তুকের পিস্তল যেখানে পড়েছে, সেখানে এসে দাঁড়াল ব্লেইন। একটু খুঁজতেই অস্ত্রটা পেয়ে গেল।

জানালার ওপাশের আলো নিভে গেল, মৃদু শব্দের সঙ্গে সামান্য ফাঁক হলো

দরজা, একটা রাইফেলের নল বেরিয়ে এসে কাভার করল ওকে।

'নড়ো না, মিস্টার,' একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'পিস্তল হোলস্টারে ঢোকাও।'

পয়েন্ট ফোর-ফাইভ পিস্তল বেল্টে গুঁজে রাখতে রাখতে গলাটা কার হতে পারে মনে করার চেষ্টা করল ব্লেইন। তারপর সহজ ভঙ্গিতে কথা বলে এগোল দরজার দিকে। 'আলোতে বসে কথা বললেই বোধ হয় ভাল হত, অ্যামিগো। টার্কিট্র্যাক ব্র্যান্ড আমার অপরিচিত নয়।'

'নড়ো না!'

এ ধরনের হুমকির সঙ্গে ব্লেইন পরিচিত, দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

'টার্কিট্র্যাকের কাকে কাকে চেনো?' অন্ধকার থেকে প্রশ্ন এল।

'ফোরম্যান জেনকিনস, বাবুর্চি লেমন আর,' হঠাৎ কণ্ঠস্বরের মালিককে চিনতে পারল ও, 'ওলফার উইংকলারের নাম এখনও মনে পড়ে।'

আরও বড় হলো দরজার ফাঁক। 'সাবধানে, খালিহাতে ভেতরে ঢোকো।'

'লেমনের অসুখ হলে,' বলে চলল ব্লেইন, 'একবার রান্নার দায়িত্ব নিয়েছিল নেকড়ে শিকারী; তার হাতে তৈরি কফি আর বিস্কুটের তুলনা হয় না।'

অন্ধকার একটা ঘরে ঢুকল ব্লেইন। এককালে এটা স'মিলের মূল অংশ ছিল। ঘরের দূর-প্রান্তে ফায়ারপ্লেসে লাল আগুন জ্বলছে, আলো পড়ে চকচক করছে করাতের বিশাল ব্লেড।

দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে পড়ল ও। সতর্ক। দুহাতে আলগাভাবে স্লিকারের কিনারা ধরে অপেক্ষা করতে লাগল।

'বাতি জ্বালো, ইভ।'

ফস্ করে জ্বলে উঠল একটা ম্যাচের কাঠি। ম্লান আলোয় অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ের চেহারা দেখতে পেল ব্লেইন। কাঠিটা কোল-অয়েল ল্যাম্পের সলতেয় ছোঁয়াল মেয়েটা। চিমনি লাগিয়ে, ল্যাম্পটা উঁচু করে ধরে ব্লেইনের চেহারা দেখার চেষ্টা করল।

চওড়া কাঁধ আর বলিষ্ঠ গড়নের বিশালদেহী ব্লেইনকে ভেজা স্লিকার আর কালো লেদারচ্যাপসে আরও বিশাল দেখাচ্ছে। ছ'ফুট দীর্ঘ ব্লেইনকে দেখে বোঝার উপায় নেই, ওর ওজন প্রায় দুশো পাউন্ডের কাছাকাছি। রোদে পুড়ে তামাটে রঙ ধারণ করেছে ওর তীক্ষ্ণ চেহারা।

বাঁ-হাতে ঠেলে টুপি সরিয়ে মুখ দেখার সুযোগ করে দিল ব্লেইন। এতদিনে চেহারা কতটা বদলেছে কে জানে, উইংকলার কি চিনতে পারবে?

'ব্লেইন!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'মাইকেল ব্লেইন! কোত্থেকে এলে! আমরা শুনেছি, নসেসের ওদিকে মারা গেছ তুমি।'

'তা প্রায় মরতেই বসেছিলাম।'

রাইফেল নামায় নি উইংকলার। কেন, জানে ব্লেইন, তাই ও নিয়ে কিছু বলল না।

'কী ঘটেছে বাইরে?'

'তোমাদের কথা আড়ি পেতে শুনছিল কেউ। আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে সে।'

বিরাট কামরাটিকে একেবারে ফাঁকাই বলা যায়। এখানে বিশাল করাতে গাছের গুঁড়ি চিরে তক্তা বানানোর তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ উঠত এক সময়, গমগম করত চারদিক; অথচ এখন আগুন আর হালকা বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বুড়ো নেকড়ে-শিকারী আর মেয়েটা ছাড়া কেউ নেই এঘরে, কিন্তু বাইরে চারটে ঘোড়া দেখেছে ও।

আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই এখানে। একটা আংশিক চেরাই করা প্রায় ষোল ফুট লম্বা পাইনের গুঁড়ি পড়ে আছে, একই সঙ্গে চেয়ার-টেবিলের কাজ করছে ওটা। ফায়ারপ্লেসের কাছে লাকড়ির স্তূপ। পাশেই আগুনের ধারে কালি-পড়া পুরোনো কফিপট দেখতে পেল ব্লেইন।

মেয়েটা কম বয়সী, বড়জোর বিশ-একুশ বছর হবে হয়তো, কিন্তু চালচলনে কর্তৃত্বের একটা ভাব ঠিকরে বেরুচ্ছে যেন। সরাসরি ব্লেইনের মুখের দিকে তাকিয়ে ওকে জরিপ করল সে। 'পিস্তলে সবসময় এরকম হাত চলে তোমার?'

'মনে হয়।'

এখনও সন্দিহান উইংকলার। 'ফিরে এসেছ কেন? কে ডেকে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

স্লিকার খুলে রেখে ফায়ারপ্লেসের কাছে এসে দাঁড়াল ব্লেইন। হাত মেলে ধরল জ্বলন্ত কয়লার ওপর। কী ঘটছে এখানে? আতঙ্ক আর সন্দেহে কুঁকড়ে-থাকা একটা শহরে যেন ফিরে এসেছে ও। খনির ব্যবসা কোনও শহরের এ অবস্থা করতে পারে? নাকি আর কোনও ব্যাপার?

'ফিরে এসেছ কেন?' আবার জানতে চাইল উইংকলার।

'এলি মারা গেছে বলে।'

'এলি?'

'এলি প্যাটারসন।'

'সে তো পুরোনো কথা। কিন্তু তাতে তোমার কী? নিজের কথা ছাড়া আর কারও কথা ভাবো বলে তো শুনি নি! ওই বুড়োর সঙ্গে তোমার সম্পর্কই বা কী?'

'তাকে আমার ভালো লাগত।' দুহাতের তালু ঘষল ব্লেইন। 'সনোরায় ছিলাম। মাত্র সপ্তাহকয় আগে শুনলাম, এলি বেঁচে নেই।'

'আর অমনি ছুটে এলে? আমার পরামর্শ শোনো, এক্ষুণি কেটে পড়ো এখান থেকে। সবকিছু পাল্টে গেছে, তোমাকে ছাড়াই প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে আমাদের।'

'এলির কী হয়েছিল আমি জানতে চাই।'

নাক কোঁচকাল উইংকলার। 'যদ্দূর জানি, গরুচোরদের সঙ্গে বুড়ো মেলামেশা করত না।'

এ ধরনের কথা শুনতে হবে, জানত ব্লেইন। 'হয়তো আমাকে ওভাবে দেখত না সে,' নরম গলায় বলল ও।

মেয়েটা কথা বলল এবার। 'এখানে তোমাকে কে পাঠিয়েছে?'

'ভেবেছিলাম এখানে আরামে ঘুমোতে পারব, আর কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে মাথায় আসে নি।'

এই মেয়েটা নিশ্চয়ই থ্রি-সেভ্নের?

'শহরে তোমার বন্ধুদের কাছে গেলে না কেন?' বলল উইংকলার। 'হোটেলেও তো উঠতে পারতে?'

'এলি প্যাটারসনই এখানে আমার একমাত্র বন্ধু ছিল।'

'নিউহল, যার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে তুমি, বেন হলেনবেক—ওরা?'

বৃষ্টির বাজনা বাজছে ছাদে। কিন্তু ব্রেইনের সন্দেহ নেই, চিলেকোঠায় অস্পষ্ট নড়াচড়ার শব্দ পেয়েছে ও। তাহলে ওখানে আশ্রয় নিয়েছে ওরা!

'লোকটা মনে হয় স্পাই,' বলল ইভ।

'যা ইচ্ছে ভাবতে পারো। এখানেই ঘুমাব আমি আজ।' একটু থেমে আবার বলল, 'ছোটবেলায় এলি আমাকে কাজ দিয়েছিল।'

'কস্মিনকালেও তার কোনও গরু-বাছুর ছিল না,' উইংকলার বলল।

'আমাকে দিয়ে ওয়্যাগনের মাল খালাস করায় সে। পরে ফরেস্টকে আমার কথা জানালে সে আমাকে টার্কিট্র্যাক র‍্যাঞ্চে কাজ দিয়েছিল।'

'নিউহলদের দলে ছিলে তুমি,' বলল ইভ, 'তোমার কোনও কথা অজানা নেই আমার।'

'কারও সব কথা জানা কী অত সহজ? আর নিউহলদের কথা যদি বলো, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ওদের সঙ্গে মিশে বোকামি করেছিলাম আমি।'

আসলে সারা জীবন বোকামি করে এসেছে ও। অর্থের বিনিময়ে দক্ষতার সঙ্গে অন্যের লড়াই করে দেয়। কিন্তু তারপর? লড়াই শেষ হওয়ামাত্র ওকে বিদায় করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে ওরা। এভাবেই চলে আসছে। এর শেষ কোথায়? হয়তো কোনও বক্স-ক্যানিয়নে গুলি খেয়ে কিংবা আর কোথাও ফাঁসিতে প্রাণ হারাতে হবে একদিন!

হঠাৎ বড্ড ক্লান্ত বোধ করল ব্রেইন। কেমন যেন ফাঁকা লাগছে বুকটা। প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এসব কথা ভাবার উপযুক্ত সময় এটা নয়, সশস্ত্র সংঘাতের পর্যায়ে এসে দাঁড়ানো একটা শহরে ফিরে এসেছে ও।

এখানে কী ঘটছে ওর জানা নেই; তবে এটুকু বুঝতে পারছে, সতের বছর আগে যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমনি প্রতিকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছে র‍্যাফটার ক্রসিং শহরে।

দুই

হাড় জিরজিরে একটা বাকস্কিনে চেপে তের বছর বয়সে প্রথম র‍্যাফটার ক্রসিংয়ে এসেছিল মাইকেল ব্রেইন।

একটা শার্পস সিঙ্গেল-শট পয়েন্ট ফাইভ-জিরো বাফেলো গান, ছেঁড়া কম্বল, আর নেভী কোল্ট—এই ছিল ওর সম্পত্তি। দুর্বল বাকস্কিনের পিঠে সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত ম্যাকক্লেলানের তৈরি স্যাডল্।

একা একা দোকানে কাজ করছিল এলি প্যাটারসন, এই সময় হাজির হলো ছেলেটা। বৃষ্টিতে ভিজে চুপ্ চুপ্ করছে সারা শরীর। উদ্ধত ভঙ্গি। কাজের খোঁজ করছে নিঃস্ব, অসহায় এক কিশোর।

'একটা কাজ কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?' শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে, প্রাণপণ চেষ্টায় কণ্ঠকে স্থির রেখে জিজ্ঞেস করল।

'আমার নিজেরই লোক লাগবে,' মিথ্যে কথা বলল এলি প্যাটারসন। 'ঠাণ্ডায় একেবারে জমে আছি। এদিকে দোকানের পেছনে এক ওয়াগন ভর্তি মাল এখনও খালাস করা বাকি।'

'আমি খুঁজছি র‍্যাঞ্চের কাজ,' গর্বের সঙ্গে জবাব দিল কিশোর।

কাঁধ ঝাঁকাল প্যাটারসন। 'করো, নইলে ভাগো।'

খিদের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে হার মানল অহঙ্কার। 'করব,' বলল ছেলেটা। 'কিন্তু কেউ জানতে চাইলে বলবে আমি রাইডার, দিনমজুর নই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে একটা রূপার মুদ্রা বের করে বাড়িয়ে দিল প্যাটারসন। 'খাবার সময় হলো, যাও, আগে খেয়ে এসো।'

শীতল দৃষ্টিতে এলি প্যাটারসনের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ছেলেটা।

'ওই টাকা এখনও আমার হয় নি। আমি পরে খাব।'

পরদিন এলির দোকানে এল বুড়ো স্টিভ ফরেস্ট। কথা প্রসঙ্গে ব্লেইনকে ইশারায় দেখিয়ে এলি প্যাটারসন তাকে বলল, 'আমার বন্ধু, স্টিভ। এমনি বেড়াতে এসেছে। তবে তোমার লোক লাগলে বলো, ও একজন রাইডার।'

ঘাড় ফিরিয়ে ব্লেইনকে একবার দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল স্টিভ ফরেস্ট। 'ঘোড়া চালাতে পারো তো, বয়?' জানতে চাইল সে।

'জ্বি, স্যার। গরু ধরে বাঁধতেও পারি। এ-তল্লাটের সেরা ঘোড়া আছে আমার কাছে।' হিচরেইলে-বাঁধা করুণ চেহারার বাকস্কিনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ব্লেইন।

'ওই আধমরা ঘোড়াটা?' বিদ্রূপ ঝরল ফরেস্টের কণ্ঠে। 'ওটাকে আমার ঘরে নিতে দেব ভেবেছ?'

'তাহলে থাকুক তোমার কাজ,' রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিয়ে বসল মাইকেল ব্লেইন। স্বাস্থ্য দিয়ে যারা ঘোড়া বিচার করে তাদের কাজ করি না আমি।'

বিস্মিত চোখে এলি প্যাটারসনের দিকে তাকাল স্টিভ ফরেস্ট, ভাবটা, 'বলে কী!' অবশেষে বলল, 'দুঃখিত, কিছু মনে করো না। ঘোড়া নিয়েই র‍্যাঞ্চে চলে এসো। অল্প কিছু দানাপানি পেটে পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে ওটা।'

স্টিভ ফরেস্টের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর দু'টি বছর টার্কিট্র্যাক র‍্যাঞ্চে কাজ করেছে মাইকেল ব্লেইন, শক্তিতে, স্বাস্থ্যে বেড়ে উঠেছে। ছোট বলে ওকে দয়া দেখায় নি কেউ, ঝামেলা থেকে সে-ও কখনও পিছিয়ে আসে নি। একদিন হঠাৎ এক গরু-চারের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল ও, টার্কিট্র্যাকের বাছুর ধরে ব্র্যান্ড বদলাচ্ছিল সে। সেদিনও ছেড়ে কথা কইল না ব্লেইন।

ওর মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনতে সেদিনই হর্সক্যাম্পে চলে এসেছিল স্টিভ ফরেস্ট। গরু-চোরের লাশ স্যাডলে ফেলে হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসেছিল ব্লেইন।

ওর হাতে গুলির আঘাত নিজের চোখে দেখল ফরেস্ট।

'আমাকে চুপচাপ কেটে পড়তে বলেছিল ব্যাটা, তাহলে নাকি জানে বেঁচে যাব। আমি বললাম, "তুমি টার্কিট্র্যাকের গরু চুরি করবে আর আমি চুপ করে থাকব?"

'অমনি পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে। কিন্তু তাড়াহুড়োয় ফসকে গেল তার বুলেট। আমার গুলি ফসকায় নি।'

'আশ্চর্য'–স্যাডলে নড়েচড়ে বসল স্টিভ ফরেস্ট– 'প্রথম দিনও তোমার সঙ্গে দেখেছি পিস্তলটা, তখন ভেবেছিলাম ওটা তোমার হাতে পড়া উচিত হয় নি। তারপর দু'বছর কেটে গেল, এই প্রথম পিস্তল ব্যবহার করলে তুমি। এখন বলতে দ্বিধা নেই, ওটা আসলে ঠিক লোকের হাতেই পড়েছে।'

পনের বছর বয়স তখন ব্লেইনের, আরও লম্বা হয়ে উঠেছে, প্রচণ্ড শক্তি গায়ে। দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করছে, প্রশংসা কুড়োচ্ছে সহকর্মীদের।

দশ থেকে তের বছর বয়স পর্যন্ত মাইনিং ক্লেইমে চাচার সঙ্গে কাজ করেছে ও, সিঙ্গেল-জ্যাক, ডাবল-জ্যাক আর ভারি ভারি স্লেজ ঠেলে দুহাতে শক্তি সঞ্চয় করেছে।

ফলাফল, টার্কিট্র্যাকের কাউহ্যান্ডরা রক স্প্রীংস স্কুল হাউস বা হর্সহলোতে ফুর্তি করতে এলে খালি হাতে মারপিটে ব্লেইনের গলাতেই প্রতিবার জয়ের মালা পড়ত। পরপর ছ'টি মারপিটে জেতার পর একবার হেরে গিয়েছিল ও, তবে পরের হপ্তাতেই পরাজয়ের শোধ তুলে নেয়।

ফরেস্ট আউটফিট থেকে বেরিয়ে ব্লেইন যখন ট্রিম নিউহল আর বেন হলেনবেকের দলে যোগ দিল, এলি প্যাটারসনই সতর্ক করে দেয় ওকে। 'এসব আজেবাজে লোকের সঙ্গে মিশো না, মাইকেল। তুমি ওদের মতো নও।'

এখন, বাইরে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে আরও একবার উপলব্ধি করল ব্লেইন, সত্যি কথাই বলেছিল বুড়ো। নিউহল আর হলেনবেক সব সময় বদলোকের সঙ্গে চলাফেরা করত; সঙ্গ দেখে লোক চেনা যায়, মাইকেল ব্লেইনকেও সেভাবে বিচার করা হয়েছে।

'বুটহিলে কবর হওয়ার মতো মানুষ ছিল না বুড়ো এলি,' বলল ও, 'এর চেয়ে লজ্জার ব্যাপার আর কী হতে পারে! কেন এমন হলো আমি জানতে চাই।'

'তোমার বন্ধু নিউহলকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো,' বলল ইভ।

'আমার কথা শোনো,' বলল উইংকলার, 'বৃষ্টি থামলেই চলে যাও। সময় থাকতে বিদায় নেয়াই তোমার জন্যে মঙ্গল হবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে ইভের দিকে তাকাল মাইকেল ব্লেইন। 'তোমার পুরো নামটা কিন্তু এখনও জানতে পারি নি।'

'ইভ বেনক্রফট। আমি থ্রি-সেভ্ন র‍্যাঞ্চের মালিক।'

কিন্তু ভুলল না উইংকলার। 'চলে যাও তুমি, ব্লেইন। তোমাকে, তোমার সঙ্গীদের খুব ভালো করে চিনতাম আমি। তুমি চলে যাবার পরও তোমার অনেক কাহিনী কানে এসেছে–সেগুলোর একটাও ভালো কিছু নয়। ভাগো এ তল্লাট ছেড়ে, নইলে আমরাই কবর দেব তোমাকে।'

বুড়ো নেকড়ে-শিকারীকে আমল না দিয়ে একটা কাপ ধুয়ে কফি ঢেলে নিল

ব্লেইন। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ওর কাপও স্যাডলে রয়ে গেছে।

এরা সবাই র‍্যাঞ্চের লোক। কিন্তু শহরের দালান-কোঠা—অ্যাসে অফিস, মাইনারস্ সাপ্লাইজ—এমনকী স্যালুনের নামে পর্যন্ত মাইনিং ব্যবসার পরিচয় বহন করছে। তাহলে র‍্যাঞ্চের লোকগুলো কী উদ্দেশ্যে সংগোপনে মিলিত হয়েছে এখানে?

রেঞ্চ ফিউড আর ক্যাটল-ওঅরে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে এসেছে মাইকেল ব্লেইন। এই মিটিংয়ে সেরকম কিছুরই আভাস পাওয়া যাচ্ছে; তা না হলে ইভ বেনক্রফটের মতো একটা সুন্দরী মেয়ে, র‍্যাঞ্চের মালিক, বুড়ো উইংকলার আর চিলেকোঠায় লুকিয়ে থাকা লোকদু'টোর সঙ্গে দেখা করতে এখানে আসবে কেন?

উত্তপ্ত কড়া কফিতে চুমুক দিল ব্লেইন। 'চিলেকোঠায় শুয়ে থাকব আমি,' বলল ও, 'তোমাদের ব্যাপারে নাক গলাব না।'

কফি শেষ করে কাপ রেখে মইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল ও। সিঁড়িতে হাত রাখতেই আঙুলের নীচে নরম কাদার অস্তিত্ব অনুভব করল। নিশ্চয়ই কেউ আছে ওপরে, অপেক্ষা করছে।

কথা বলতে গিয়েও চুপ করে রইল ইভ বেনক্রফট। নীরবে তাকিয়ে আছে উইংকলার, ভাবলেশহীন চেহারা।

মই বেয়ে উঠে বাঁ-হাতের ধাক্কায় ট্র্যাপডোর খুলল ব্লেইন। হঠাৎ আলো এসে পড়ল ওর চোখে, সহজ কণ্ঠে কথা বলে উঠল ও। 'ট্রিগার টিপলে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করবে তুমি, রেক্স।'

ট্র্যাপডোর একপাশে সরিয়ে ফোকর গলে চিলেকোঠায় উঠে এল ব্লেইন। তারপর অপেক্ষারত লোক দু'টোর ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই আবার দরজা আটকে দিল।

অনেক বয়স্ক আর রোগা লাগছে রেক্স ফেন্টনকে, চেহারায় হতাশার ছাপ, ব্লেইনের কাছে নতুন। নিজের সম্পর্কে উঁচু ধারণা ভেঙে গুড়িয়ে গেছে রেক্সের, কিন্তু সেটা বোধ হয় মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তার।

ছিপছিপে গড়নের অপর লোকটার নাম হকিন্স। রেক্স ফেন্টনের বিশ্বাসী লোক, র‍্যাঞ্চ আর গরুই তার একমাত্র সাধনা। এদের মধ্যে হকিন্সকেই সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক বলে মনে করে ব্লেইন। জানতে পারলে একই সাথে চমকিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠত ফেন্টন।

'আমি এখানে আছি কার কাছে শুনেছ?' জানতে চাইল ফেন্টন। 'ইভ?'

'শহরে সবাই জানে তুমি আসছ। এখানে এসে আস্তাবলে চারটে ঘোড়া দেখে বুঝলাম, এখানে লুকিয়ে আছে কেউ, ব্যস দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিলাম।'

'লুকিয়ে আছি? বলে কী!'

'কাকে গুলি করলে?' জিজ্ঞেস করল হকিন্স।

'ওকে যে অনুসরণ করেছে,' ফেন্টনের দিকে ইঙ্গিত করল ব্লেইন, এখনও কাদা লেগে আছে তার বুটের ডগায়। 'লোকটা যেই হোক ধরা পড়ার ভয়ে আমাকে গুলি করেছে।'

'কেউ আমাকে অনুসরণ করে নি!' কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রেক্স ফেন্টন 'আমি এদিকে এসেছি কেউ জানলে তো!'

'নিউহল জানে,' মনে করিয়ে দিল হকিন্স।

'তাতে কী, নিউহল তো আমাদের দলে।'

'তাই?' বিদ্রূপ করে বলল হকিন্স। 'কে বলতে পারে?'

বদমেজাজি ফেন্টন ঝগড়া বাধানোর তালে আছে, ভাবল ব্লেইন। সারা জীবন দুহাতে টাকা উড়িয়ে, জুয়া খেলে আর তার চেয়ে শক্তিশালী লোকদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় নেমে নিজের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে এসেছে সে। অচিরেই অনেক লোকের মৃত্যুর কারণ হবে এই লোক, নিজেও মরবে। এর কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল।

'শুনলাম নিউহলই নাকি এলি প্যাটারসনকে হত্যা করেছে?' প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে বলল ব্লেইন।

চিলেকোঠার পরিবেশ যেন হঠাৎ বদলে গেল। বুঝতে পারল ব্লেইন, নরম জায়গায় টোকা দিয়ে ফেলেছে।

'ব্যাপারটা আজও আমার মাথায় ঢোকেন নি,' হকিন্সকে সত্যি সত্যি বিভ্রান্ত দেখাল। 'সঙ্গে পিস্তল রাখার মানুষ ছিল না এলি।'

'ওর কাছে পিস্তল ছিল যারা বলে,' সংক্ষেপে বলল ব্লেইন, 'তারা সবাই মিথ্যুক। নিজের ব্যবসা ছাড়া অন্য কিছুতে কোনওদিন কৌতূহল দেখায় নি সে।'

'উল্টোটিও তো হতে পারে!' প্রতিবাদ জানাল ফেন্টন।

'আমি ওকে ভালো করে চিনতাম।'

'ধেত্তের! কোণঠাসা না হওয়া পর্যন্ত কাউকে চেনা যায় না। যাকগে, ঘুমোতে এসেছ যখন, ঘুমোও। তোমার সঙ্গে তর্কে যেতে চাই না।'

খড়ের গাদার কাছে এসে কিছু খড় বিছিয়ে বিছানা তৈরি করে ফেলল ব্লেইন। তারপর স্লিকার বিছিয়ে শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে।

শুয়ে শুয়ে এলি প্যাটারসনের কথা ভাবতে লাগল ও। আপন বিশ্বাস নিয়ে বেঁচেছিল প্যাটারসন; ওদের দুজনের বিশ্বাসে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু ওকেও ওর বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। চূড়ান্ত বিচারে একমাত্র বিশ্বাসই হচ্ছে কোনও মানুষের বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন। এলি প্যাটারসনের মতো শান্তিপ্রিয় মানুষকে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাতে হয়েছে, এতেই পরিষ্কার বোঝা যায় ব্লেইনের মরণ কোন পথে আসবে। ভাবতে ভাবতে ঘুম নেমে এল ওর চোখে। এই চিন্তা মাথায় নিয়েই সকালে ঘুম থেকে উঠল ও। চিলেকোঠায় কাউকে দেখতে পেল না।

মই বেয়ে নীচে নেমে এল ব্লেইন। কয়লা ফেলে উস্কে দিল আগুনটা। কফিপট দয়া করে আগুনের ওপর রেখে গেছে ওরা। আগুনের মতো গরম কড়া কফি।

তারপর, এখানে তো পৌঁছুনো গেল, এখন কী করা যায়? চিরদিন যেমন করে এসেছে তার বাইরে আর করবেই বা কী? ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে খোঁচাখুঁচি শুরু করতে হবে, ফলে কারও কিছু লুকোনোর থাকলে দিশেহারা হয়ে পড়বে ওরা, তাড়াহুড়ো করে সামাল দিতে গিয়ে ভুল করবে...

ফস্টারকে দিয়েই শুরু করতে হবে।

ঘোড়ায় স্যাড্‌ল চাপিয়ে শহরে ফিরে এল ব্লেইন।

বেতের চেয়ারে বসে পুরোনো একটা পাইপের গোড়া চিবুচ্ছিল তীক্ষ্ণ চেহারার অসল্যার—দুচোখে ধূর্ত দৃষ্টি। তাকে উপেক্ষা করে ঘোড়া আস্তাবলে তুলে রাখল ও।

এবার আস্তাবলের দরজায় এসে দাঁড়াল ব্লেইন, একটা স্প্যানিশ সিগার ঠোঁটে ঝোলাল। ওটা ধরাতে ধরাতে দুহাতের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ঘাড় না ফিরিয়েই কথা বলল ও। 'ঘর ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছ তুমি, পিকো।'

'এখানে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছি আমি, দয়া করে কেড়ে নিয়ো না!'

'আমি শুধু কয়েকটা তথ্য জানতে চাই।'

'এখানে? এই শহরে কোনও তথ্যই জানতে পারবে না। ভয়ে কুঁকড়ে আছে পুরো শহর। টাকায় গড়াগড়ি যাচ্ছে শহরের প্রতিটি লোক, অথচ কারও মনে স্বস্তি নেই।'

'স্টিভ ফরেস্টের নাম শুনেছ কখনও?' জিজ্ঞেস করল ব্লেইন।

'এ নামটাই ভয়ের একটা কারণ। এক রাতে রাস্তার ওপর ওকে খুন করেছে কেউ। কিন্তু ব্যাপারটা যেহেতু দেখে নি কেউ, তাই বিশ্বাসও করে না।'

'কানাঘুষো শোনা যায় না এনিয়ে?'

'উঁহুঁ। তবে কেউ মদ গিলে বেসামাল হয়ে পড়লে অবশ্যি অন্য কথা। র‍্যাফটারের প্রতিটি লোক যেন চট করে ধনী হওয়ার জন্যে খেপে উঠেছিল তখন, যে দুজন ভালোমানুষ বাদ সেধেছিল, ফরেস্ট তাদের একজন—ফলে তাকে মরতে হয়েছে···সহজ ব্যাপার।'

'আরেকজন কে, প্যাটারসন?'

'ইনকোয়েস্টে ঘটনাকে ফেয়ার শুটিং বলে রায় দেয়া হলেও,' বলল পিকো, 'কেউ বিশ্বাস করে নি। সাক্ষী দিতে আসে নি কেউ, সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এ নিয়ে কোনওরকম প্রশ্নও ওঠে নি। যার যার ধান্দায় ব্যস্ত ছিল সবাই।'

'লোকে বলে, নিউহল নাকি মেরেছে,' বলল ব্লেইন।

'ও-হ্যাঁ, ইনকোয়েস্টের সময় হাজির হয়ে দোষ স্বীকার গিয়েছিল নিউহল।'

'কিন্তু কাজটা সে করে নি বলছ?'

'অসল্যার বারটেন্ডার বা ওয়েটারদের মতো মনে করে সবাই,' জবাব দিল পিকো। 'আমাদের সামনে সবাই এমনভাবে কথা বলে যেন আমাদের কোনও অস্তিত্বই নেই, আমরা কানেও শুনি না। আশপাশে আমাদের উপস্থিতি খেয়াল পর্যন্ত করে না।'

'প্যাটারসনকে গুলি করার শব্দ আমি শুনেছি,' বলে চলল পিকো। 'সেদিন বিকেলে একটাই গুলির শব্দ হয়েছিল—পরিষ্কার মনে আছে। তখন এটাকে কোনও মাতালের ফাঁকা গুলি বলেই ধরে নিয়েছিলাম।

'ইচ্ছে থাকলেও খোঁজ খবর নেয়ার উপায় ছিল না আমার। ঠিক তখনই ট্রিম নিউহল হাজির হলো, ক্রুস বক্সলেইটনারের একটা পাগলা ঘোড়াকে বশ মানাবে। আস্তাবলে ঢুকেই কোট আর গানবেল্ট খুলে স্টলের দেয়ালে হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে বেরিয়ে যায় সে।

'সবাই যখন কোরালে ব্যস্ত, এই সুযোগে নিউহলের নতুন পিস্তলজোড়া

উল্টেপাল্টে দেখলাম। দুটোই স্মীথ অ্যান্ড ওয়েসন—অনেক নামডাক শুনলেও এই প্রথম নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য হলো। মনে রেখো, আমি কিন্তু তখনও জানতাম না কেউ খুন হয়েছে।

'নিউহলের দু'টো পিস্তলই লোড করা ছিল, মাইকেল। চাঁদের মতো চকচক করছিল। গুলি হওয়ার বড়জোর মিনিটখানেক পরেই আস্তাবলে এসেছিল নিউহল···তাকে আসতে দেখেছি···অত অল্প সময়ে পিস্তল পরিষ্কার করে আবার গুলি ভরা অসম্ভব। এর প্রায় মিনিট দশেক পরে কে যেন দৌড়ে এসে আমাকে বলে গেল, প্যাটারসন মারা গেছে।'

'তখন কার নাম শোনা গিয়েছিল?'

'কারও না। পরে সন্ধ্যার দিকে সবাই জানতে পারল নিউহলই গুলি করেছে। শেরিফের কাছে নিজেই স্বীকার গেছে। শুনানি হলো, ফস্টার সাক্ষী দিল, ঘটনা নিজের চোখে দেখেছে সে, আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করতে বাধ্য হয়েছে নিউহল।'

'ধন্যবাদ, পিকো। চোখ-কান একটু খোলা রেখো, কেমন?'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই বাকবোর্ডে চেপে একটা মেয়ে আস্তাবলের দিকে বাঁক নিয়ে এগিয়ে এল।

'তুমিও সাবধানে থেকো,' বলল পিকো, 'কঠিন মাটিতে পা দিয়েছ।'

জিনিসপত্র হাতে করে রাস্তা পেরিয়ে নেভাদা হাউসের দিকে এগোল ব্রেইন, একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। তাকালে দেখত, ওর দিকে ইঙ্গিত করে মেয়েটাকে কী যেন বলছে পিকো।

'ম্যা'ম,' মেয়েটাকে বাকবোর্ড থেকে নামতে সাহায্য করার সময় বলল পিকো, 'কখনও কোনওরকম সাহায্যের দরকার হলে সোজা ওর কাছে চলে যেয়ো। বিপদে পড়লে সবার আগে ওর কাছেই যাব আমি। ওকে ঠেকানোর সাধ্য নেই কারও।'

অপরিচিত ক্লার্কের সামনে নেভাদা হাউসে নাম লেখাল ব্রেইন। দোতালায় নিজের কামরায় এসে মালপত্র নামিয়ে রাখল। দাড়ি কামিয়ে আবার পোশাক পরে তৈরি হচ্ছে, হঠাৎ দরজায় মৃদু টোকার শব্দ হলো।

টেবিলের ওপর-রাখা পয়েন্ট ফোর-ফোর স্মীথ অ্যান্ড ওয়েসন রাশান তুলে নিয়ে তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিল, যেন মুখ মুছতে যাচ্ছে; তারপর বলল, 'ঠিক আছে, খালি হাতে ভেতরে এসো।'

বাকবোর্ডের সেই মেয়েটা ভেতরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দিল।

লম্বা, ছিমছাম গড়ন, ত্রিকোণাকার চেহারায়, একটু যেন উঁচু হয়ে আছে চোয়ালের হাড়; শুধু সুন্দরী বললে যেন সবটা বলা হয় না—অপ্সরী!

'আমার নাম ক্রিস টেনিসন, মিস্টার ব্রেইন। বিশেষ কাজে তোমার কাছে এসেছি।'

'বসো,' বলল ব্রেইন, 'তারপর বলো কী ব্যাপার।'

'পিকো আমার বন্ধু, মিস্টার ব্রেইন। যাদের বাসায় আছি ওদের কথা বাদ দিলে ও-ই র‍্যাফটারে আমার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী।'

কিছু বলল না ব্রেইন, অপেক্ষা করছে, কিছুটা বিস্মিত হয়েছে ও। ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে জীবনে খুব একটা সাক্ষাৎ হয় নি, তবুও এই মেয়ে যে সম্ভ্রান্ত ঘরের

বুঝতে অসুবিধে হয় না। চেহারা, চালচলন, পোশাকআশাক–সবকিছু তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। কেন এখানে এসেছে ও?

'কিছু লোক সানস্ট্রাইক মাইনটা আমার কাছ থেকে কিনে নিতে চাইছে। কিন্তু কেন, তাই জানতে চাই আমি–তোমার সাহায্য দরকার।'

কোমরের বেল্টে পিস্তল গুঁজল ব্লেইন, ওকে লক্ষ্য করল ক্রিস। এবার তোয়ালে ভাঁজ করে টেবিলের পাশে বারে তুলে রাখল।

'খনিটার মালিক যে আমি কেউ জানে না, মিস্টার ব্লেইন, জানাজানি হোক তা-ও চাই না। আসল লোকেটরের কাছ থেকে আমার দাদা কিনেছিল খনিটা। একটা কোম্পানীর নামে খনি কেনায় তার নাম জানতে পারে নি কেউ। উত্তরাধিকার সূত্রে ওটার মালিকানা এখন আমার হাতে।'

ঢেউ খেলানো সোনালি চুল মেয়েটার, টানাটানা একজোড়া সবুজ চোখ।

'খনিটা তোমার, কারওই জানা নেই?' জানতে চাইল ব্লেইন।

'পিকো জানত…আর এখন তুমি জানলে।'

'যাদের বাসায় থাকছ বললে, ওরা?'

'ডরোথি ক্রুস আমার পুরোনো বন্ধু–ফিলাডেলফিয়াতে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি; ও জানে এখানে হাওয়া বদল করতে এসেছি আমি।'

'ক্রুস?'

'ওর স্বামী ডাক্তার রবার্ট ক্রুস এখানকার ডাক্তার।'

'ক্রুস বক্সলেইটনারের আত্মীয়?'

'দূর সম্পর্কের ভাই। মিস্টার বক্সলেইটনারের উৎসাহেই র‍্যাফটারে এসেছে ওরা।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে শুরু করল ব্লেইন। এখানে কী ঘটছে না ঘটছে জানা নেই ওর। মনে হচ্ছে বেখাপ্পা সাইজের অদ্ভুত সব জিনিসে ভর্তি অচেনা একটা ঘরে চোখ বেঁধে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ওকে। বিচিত্র অনুভূতি।

ক্রুস বক্সলেইটনার এলি প্যাটারসনের অংশীদার ছিল, অবশ্য আরও অন্তত ডজনখানেক ব্যবসাতে টাকা খাটিয়েছে সে। এই হোটেলের মালিক ছিল সে, হয়তো এখনও আছে। গরুর ব্যবসাও করতে দেখা গেছে তাকে।

ধোপদুরস্ত পোশাক পরা দীর্ঘদেহী সুদর্শন লোকটার চেহারা মনে পড়ে গেল ব্লেইনের। নিঃশব্দে কাজ করে যেত লোকটা, বোঝা যেত না।

'এত সাবধানতার পেছনে কারণ আছে নিশ্চয়ই?' বলল ব্লেইন।

সবুজ চোখ তুলে সরাসরি ওর দিকে তাকাল ক্রিস। 'তোমার কাছে কিছুই লুকোব না, মিস্টার ব্লেইন। এর আগেও একজন লোককে তদন্ত করতে এখানে পাঠিয়েছিলাম। হত্যা করা হয়েছে তাকে। ব্যাপারটাকে দুর্ঘটনা বলে ধামাচাপা দেয়া হয়। খনিতে কাজ করছিল সে। মই বেয়ে ওঠার সময় কে যেন ম্যানওয়ে দিয়ে ড্রিলস্টিল গড়িয়ে দেয়।'

শিউরে উঠল ব্লেইন। বড় করুণ মৃত্যু। সংকীর্ণ ম্যানওয়েতে ওপর থেকে ছুটে আসা ড্রিলের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার সাধ্য নেই কারও। কিন্তু ওভাবে দুর্ঘটনা ঘটার কথা নয়। মই বেয়ে যখন উঠছিল, লোকটার ল্যাম্পের আলো ওপর থেকে

দেখা যাওয়ার কথা; তাছাড়া, কিছু ফেলার সময় 'টিম্বার!' বলে চিৎকার করার নিয়ম। ব্লেইন যেসব খনিতে কাজ করেছে, সব জায়গায় এই নিয়ম চলতে দেখেছে।

'কিন্তু ওকে হত্যা করার কারণ?'

ব্যাগ খুলে রুমালে প্যাঁচানো একটা জিনিস বের করে আনল ক্রিস টেনিসন। রুমাল থেকে একটুকরো ওয়র বের করে ব্লেইনের হাতে দিল।

টুকরোটা হাতে নিয়ে দেখল ব্লেইন, বেশ ভারি, আক্ষরিক অর্থেই সোনায় মোড়া! সোনা…খাঁটি সোনা। 'খনিতে এরকম জিনিস আরও থাকলে তোমাকে তো রীতিমত টাকার কুমীর বলতে হয়,' বলল ব্লেইন।

'আমারও একই কথা, মিস্টার ব্লেইন। অথচ কোনওমতে খরচা পুষিয়ে দিচ্ছে খনিটা–মাঝে কয়েকমাস লোকসানও হয়েছে। বেনামী একটা প্যাকেটের সঙ্গে ওই টুকরোটা আমার হাতে আসে, এই তো কিছুদিন আগে, তারপরই খোঁজ-খবর করতে লোক পাঠিয়েছিলাম।'

একটু ইতস্তত করল ক্রিস টেনিসন। 'মিস্টার ব্লেইন, ক্যালিফোর্নিয়া আর নেভাদায় অনেকদিন ছিলাম আমি। ওসব জায়গায় অনেক মাইনিং আর ক্যাটল-টাউন দেখেছি–এখানে আসার পথেও এরকম অনেক শহর পড়েছে; কিন্তু এটার মতো সমৃদ্ধ শহর আর একটাও দেখি নি।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'আমার বিশ্বাস, এখানকার খনিতে প্রচুর সোনা পাওয়া যাচ্ছে…কিন্তু আমার সব সোনাই চুরি হয়ে যাচ্ছে। তেমন কিছু সত্যিই ঘটছে কিনা বের করতে হবে তোমাকে। যদি সত্যি হয়, চোরাই-সোনা কে কিনছে, কোথায় লুকিয়ে রাখছে তা-ও জানতে হবে। তারপর'–চোখ তুলে তাকাল ক্রিস–'চুরি বন্ধ করে–চোরাই সোনা উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে।'

অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল ব্লেইনের ঠোঁটে। 'পিকো তোমাকে আমার সম্পর্কে কী বলেছে জানি না, মিস টেনিসন, কিন্তু একা কারও পক্ষে একাজ সম্ভব নয়।'

'তুমি পারবে।'

জানালার কাছে এসে শহরের দিকে তাকাল ব্লেইন। ক্রিস বলার আগে শহরের উন্নতির কথা ভেবে দেখে নি ও। এখানে আসার পর একদিকে ক্লান্তি আর অন্যদিকে প্যাটারসনের চিন্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ওকে। তারপরও কেন যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল–এখন তার কারণ বুঝতে পারল।

পিকো চমৎকার বলেছে : টাকায় গড়াগড়ি যাচ্ছে শহরের প্রতিটি লোক, অথচ কারও মনে স্বস্তি নেই।

কিন্তু শহরের সবাই দুর্নীতিবাজ হলে সেটা ঠেকানোর উপায় কী?

জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে ক্রিসের দিকে তাকাল ব্লেইন। 'তোমার কাছ থেকে আর কেউ কিনে নিতে চেয়েছে খনিটা?'

'হ্যাঁ, প্রথমে ফেন্টন অ্যান্ড ইভান্স নামে এক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাব এল, বেশ কিছুদিন আগের কথা এটা; প্রত্যাখ্যান করলাম। এর মাস কয়েক পর ফস্টার বলে কে একজন প্রস্তাব পাঠাল–খনি বন্ধ করে আবার র‍্যাফটার-এইচ ক্যাট্‌ল কোম্পানী চালু করা নাকি তার ইচ্ছে।

'অল্প ক'দিন আগে ফস্টারের প্রস্তাবটাই আবার পেয়েছি। কিন্তু এবার চিঠিটা পাঠিয়েছে র‍্যাফটার মাইনিং কোম্পানী। চিঠিতে বলা হয়েছে, ফস্টার নাকি তাদেরই লোক। এই প্রস্তাব আসলে হুবহু আগেরটার মতোই।'

'শেষের চিঠিটা কে পাঠিয়েছে?'

'বেন হলেনবেক।'

বেন হলেনবেক!

ব্লেইন শেষবার যখন হলেনবেককে দেখে, পরিত্যক্ত একটা ঘরে থাকত, বদলোকদের সঙ্গে গরু চুরি করে বেড়াত। সেই বেন সোনার খনি কেনার প্রস্তাব দিয়েছে!

'ঠিকই বলেছ,' মৃদু কণ্ঠে বলল ব্লেইন। 'শহরের রমরমা ভাব দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে। খনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি লোকই সম্ভবত চুরি করছে—অবশ্যি সত্যি যদি ওখানে সোনা থেকে থাকে। শহরের দোকানপাটগুলো হয় সোনা কিনছে, নয়তো সোনার বদলে কেনাবেচা চালাচ্ছে। কিন্তু তোমার সোনা উদ্ধার করা একদম অসম্ভব। এতদিনে নিশ্চয়ই শহরের বাইরে চলে গেছে সব।'

'আমার তা মনে হয় না।'

সামনে ঝুঁকল মেয়েটা, হাত দুটো কোলের ওপর ফেলে রেখেছে। 'মিস্টার ব্লেইন, র‍্যাফটার ছেড়ে সোনা কোথাও যায় নি বলেই আমার বিশ্বাস। পয়সাঅলা কেউ—যারা খনি কিনতে চাইছে হয়তো তারাই—চোরাই সোনা কিনে জমিয়ে রাখছে। আমার খনির সোনা দিয়েই খনি কিনে বাকি সোনা বিক্রি করার ফন্দি করছে ওরা।'

উঠে দাঁড়াল ক্রিস টেনিসন। 'সোনা লুকোনো কঠিন কাজ, মিস্টার ব্লেইন। জানো বোধ হয় যে কোনও দুটো খনির সোনা কোনওদিনই একরকম হয় না। লুকিয়ে সোনা বিক্রি করা সম্ভব নয়—তাছাড়া এই এলাকা থেকে সোনা বিক্রি হওয়ার কোনও খবর পাওয়া যায় নি। বাজারে নতুন সোনাও আসে নি।

'আমাকে হয়তো বোকা ভাবছ, কিন্তু বিশ্বাস করো, মিস্টার ব্লেইন, আমার দাদা আমাকে ছেলেদের মতই সব কাজ শিখিয়েছে—তার কাছ থেকেই সোনার ব্যবসা শিখেছি আমি।

'যদ্দূর পেরেছি, নিজে খোঁজ-খবর করেছি আমি, পিংকারটনও আমার হয়ে কাজ করেছে। কিন্তু এখানে আসলে কী ঘটছে পিংকারটন সেটা বের করতে পারবে না। সেজন্যে এমন একজন লোক দরকার যে এই শহরটা ভাল করে চেনে।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে ক্রিসের দিকে তাকাল ব্লেইন। সত্যি কথাই বলেছে মেয়েটা!

খনি থেকে ওর চুরি ঠেকানো খুবই কঠিন। আলাদা ঘরে মাইনারদের পোশাক পাল্টে কাজে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা করে চুরি কিছুটা হয়তো কমানো যায়; লাঞ্চ-বক্স আর পানির ক্যান্টিন তল্লাশি করলেও কাজ দেয়। কিন্তু খনিতে মূল্যবান ওর থাকলে চুরি হবেই, ঠেকানো যাবে না।

এই মেয়েটার কথা সত্যি হলে, খনির অপারেটররা ইচ্ছে করেই মাইনারদের চুরি করার সুযোগ দিয়ে পুরো সমাজকে দুর্নীতিতে ডুবিয়ে ফেলেছে। এই কৌশলে প্রায় সব সোনাই নিজেদের কাছে রেখে দিচ্ছে অপারেটররা। বৈধ পথে নগণ্য পরিমাণ সোনা বাজারে এলেও দোকানিদের কাছ থেকে সেসব কিনে নিচ্ছে ওরা।

ফলে শহরের বাইরে যেতে পারছে না কোনও সোনা।

সন্দেহ নেই, বিরাট পুঁজি, কড়া নিয়ন্ত্রণ আর ধূর্ত কোনও মস্তিষ্ক কাজ করছে এর পেছনে। খনির মালিকানা হাতে এলে অপারেটররা নিশ্চয়ই অন্যকোনও ব্যবস্থা নেবে, ওদের জানা থাকার কথা, এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না।

'তোমাকে আমি ন্যায্য পারিশ্রমিক দেব, মিস্টার ব্লেইন,' আবার বলল মেয়েটা। 'দেখো, ঠকবে না। সোনা উদ্ধার করতে পারলে তার শতকরা দশভাগ পাবে তুমি। আমার হিসেব ভুল না হলে, প্রায় পাঁচ লাখ ডলারের সোনা পাওয়ার কথা।'

'আমাকে বিশ্বাস কী, সোনা উদ্ধার করে সেটা নিয়ে পালিয়ে যাই যদি?'

হাসল ক্রিস টেনিসন। 'মিস্টার ব্লেইন, জানি, তোমার অনেক দুর্নাম, সবাই তোমাকে রাসলার বলে জানে, গানফাইট করেছ, অনেক লড়াইতে জড়িয়েছ নিজেকে, যারা আজ আমাকে সর্বসান্ত করতে চাইছে, ওরা একসময় তোমার বন্ধু ছিল। তবু তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।'

স্কার্ট ধরে দরজার দিকে এগোল ক্রিস টেনিসন। 'বুঝতেই পারছ, মিস্টার ব্লেইন, শুধু পিকো নয়, আরও কেউ বলেছে, তোমাকে বিশ্বাস করা যায়। অনেকদিন আগে, আমার সামনেই দাদাকে চাচা বলেছিল, র‍্যাফটারে একটা লোকের ওপর অনায়াসে বিশ্বাস রাখা যায়। যে যত খারাপ কথা বলুক না কেন, মাইকেল ব্লেইনের মতো ভালোমানুষ খুব কমই আছে।'

বাহ্, ওর সম্পর্কে এসব কথা কে বলল? আবার বাইরে তাকাল ব্লেইন, যাতে ওর চেহারার পরিবর্তন মেয়েটা খেয়াল করতে না পারে।

'তোমার চাচা তাহলে আমাকে চিনত না,' বলল ও।

'চাচার ধারণা কিন্তু অন্যরকম ছিল, মিস্টার ব্লেইন। তোমাকে সে বিশ্বাস করত। তুমিও হয়তো চেনো তাকে। আমার চাচার নাম এলি প্যাটারসন।'

তিন

বৃষ্টি থেমে গেছে। টুকরো টুকরো মেঘ ভাসছে আকাশে। ফাঁকে ফাঁকে দূরের কোনও শহরের আলোর মতো তারাগুলোকে দেখা যাচ্ছে।

বৈরী শহরে, রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে আছে ও। মাঝরাত্রি পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। হাতে গোনা কয়েকটা ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। জানালার ফাঁক গলে আলো এসে পড়ছে দেয়ালে, কর্দমাক্ত রাস্তায়, ফল্‌স ফ্রন্টেড স্টোরের সামনে।

পশ্চিমের আর দশটা সাধারণ শহরের মতো নয় এই শহর। প্রতারণা আর দুর্নীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দুর্নীতির পাঁকে ডুবে আছে এখানকার প্রতিটি লোক, অথচ জানে না, অধঃপতনের কোন্ স্তরে নেমে এসেছে তারা।

কালো টুপির কার্নিসের আড়াল থেকে সামনে পেছনে তাকাল ব্লেইন। এই শহরে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অপরাধে গলিপথে নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ওর একজন প্রিয় মানুষকে। ব্লেইন খুব ভালো করে জানে, কত

সহজে একজন মানুষ অন্যায়ের পথে পা বাড়াতে পারে, অবৈধ উপার্জনের পেছনে কত যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা চলে।

কেউ হয়তো বলবে, মাটি থেকেই যখন সোনা আসছে আমি এক-আধটু নিলে ক্ষতি কী? সবাই যেখানে নিচ্ছে আমিই বা ছাড়ব কেন?—এরকম অন্তত হাজারটা অজুহাত দেখানো যায়। কিন্তু একবার অন্যায়ের পিচ্ছিল পথে পা বাড়ালে আর থামা যায় না। ছোটখাট অন্যায় একবার মেনে নিলে আস্তে আস্তে একসময় অনেক মারাত্মক অপরাধও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। যেমন, এই শহরে এখন পাইকারী হারে ডাকাতি হচ্ছে…চক্রান্তকারীরা ছাড়া বোধহয় আর কেউ এমন ডাকাতির কথা শোনে নি কোনওদিন। নরহত্যাকেও স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছে এরা।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই সবার মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ হত্যা হত্যাই ডেকে আনে। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে একবার যে খুন করে, প্রয়োজনে আরও খুন করতেও তার হাত কাঁপে না। নিজেদের অন্যায় ধামাচাপা দেয়ার জন্যে কিংবা সম্পদ রক্ষা করতে যারা একটা হত্যাকাণ্ডকে মেনে নিয়েছে; প্রয়োজনে তারা আবার একই পথ অবলম্বন করবে—এ তো সাধারণ কথা!

এক সময় অপরাধ জগতের বাসিন্দা ছিল ব্লেইন, সেজন্যেই এসব কথা জানে। শহরে এসে মদ গেলার পয়সা যোগাড়ে গরু-বাছুর চুরি করে বিক্রি করে দিতে কত মজাই-না লাগত! কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রশ্ন জাগল মনে, গরু-বাছুরগুলো ওরও হতে পারত, অন্য কেউ চুরি করলে কেমন লাগত?

প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা সময় আসে যখন তাকে নিজের পথ বেছে নিতে হয়; মাইকেল ব্লেইনও নিজের পথ বেছে নিয়ে ট্রিম নিউহল, বেন হলেনবেক আর র‍্যাফটার ক্রসিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। আজ আবার এখানে ফিরে এসেছে ও, কিন্তু র‍্যাফটার ক্রসিং আর আগের মতো নেই, বদলে গেছে। আতঙ্ক, সন্দেহ আর অবিশ্বাসে ভরে আছে গোটা পরিবেশ। আর যাকেই হোক, ওকে অন্তত কেউ স্বাগত জানাবে না এখানে।

এই শহরের নারী-পুরুষ সবাই ওর শত্রু। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসা; যে-জন্যে অনুরোধ এসেছে—দুটোই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এলি প্যাটারসনের হত্যাকারীকে চিনতে পারলেই সোনাচুরির চক্রান্তকারীদের পরিচয় বেরিয়ে যাবে। তবে সোনাচুরি বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে মৃত্যু ঘটবে হয়তো সম্ভাবনাময় এ-শহরের।

এখানকার উন্নতির পথে বাধা হবার কোনও অধিকার কি আছে ওর? অন্যান্য শহরের তুলনায় এখানে লোকেরা ভালো খাচ্ছে, ভালো পরছে। হোটেল রেস্তরাঁ, বার কিংবা দোকানে প্রচুর টাকার লেনদেন হচ্ছে। তবে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোকের হাতে বিশেষ ক্ষমতাও এসেছে। মঞ্চের নেপথ্যচারীরা দুর্নীতিকে বৈধ করে নিয়েছে; প্রয়োজন হলে আরও বড় অপরাধও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বৈধ করে নিতে পারবে—কেউ ঠেকাতে পারবে না।

অবশ্য এই পরিস্থিতির পরিবর্তন চায়, আতঙ্কের হাত থেকে নিস্তারের পথ খুঁজছে, এমন মানুষও নিশ্চয়ই এখানে আছে। কিন্তু তাদের চেনে না ব্লেইন। চিনলেও জানা কথা, ওরা মাইকেল ব্লেইনকে বিশ্বাস করবে না। একাই এগোতে হবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছে ব্লেইন।

রাস্তার উল্টোদিকে সামনের একটা ঘরের বারান্দা থেকে রাস্তায় নেমে ব্লেইনের দিকে তাকাল এক লোক। এই দৃষ্টি, এই ভঙ্গি ব্লেইনের চেনা—সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে লোকটা।

এখানে কোনও অচেনা আগন্তুকের পক্ষে আতঙ্ক সৃষ্টি করা খুব সহজ মাইকেল ব্লেইনের সমগ্র অস্তিত্ব সতর্ক করে দিচ্ছে, শহরটা প্রতিমুহূর্তে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এরা প্রত্যেকে চুরির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, একবার হত্যাকাণ্ডকে মেনে নিয়েছে...আবারও মেনে নেবে বৈকি!

প্রাচুর্যে ভাসছে পুরো শহর। সবার কাছে নতুন বুট, নতুন স্যাডল, এমনকী নকশা তোলা হাতির দাঁতের বাঁটঅলা পিস্তল পর্যন্ত আছে। কেউ একজন নিপুণ হাতে শহরের সবাইকে দুর্নীতির অংশীদার করে রেখেছে। মাইনাররা সোনা চুরি করার সময় অপারেটররা চোখ বন্ধ করে থেকেই ওদেরকে চুরির সহযোগী বানিয়ে নিয়েছে।

ক্রেতা-বিক্রেতা প্রত্যেকেই কেনাবেচার সময় মুনাফার একটা অংশ পাচ্ছে। সোনাটা চুরির মাল জানা থাকায় স্বাভাবিকভাবেই বেশ উঁচু হচ্ছে মুনাফার অঙ্ক।

এলি প্যাটারসন আর স্টিভ ফরেস্ট দুজনেই মারা গেছে, ওদের দুজনকে সম্মান করত মাইকেল ব্লেইন। রোগা, দুর্বল ঘোড়ায় চেপে শহরে আগত অসহায়, অর্ধভুক্ত এক কিশোরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ওরা...আজ এতদূর আসার পেছনে ওদের অবদানই সবচেয়ে বেশি। এসব কথা কখনও কাউকে বলে নি ব্লেইন।

সত্যি কথা, চাচার সঙ্গে একটা মাইনিং ক্লেইমে কাজ করত ও; সেই খনির আয়ে কোনওমতে খেয়েপরে বেঁচে ছিল তারা। কিন্তু একদিন সর্বনাশ হলো, টানেলের ছাদ ধসে পাহাড়ের নীচে চাচার জ্যান্ত কবর হয়ে গেল—সেইসঙ্গে আশ্রয়হীন হলো ব্লেইন।

তারপর নিজের ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও পাহাড়ী পথে। কারণ ওকে পিঠে নেয়ার ক্ষমতা ঘোড়াটার ছিল না। খনির সুড়ঙ্গের কবরে শুয়ে রইল চাচা—তার অনেক স্বপ্নই অপূর্ণ রয়ে গেল।

বাবার কথা কারও কাছে কখনও বলে না ব্লেইন। ইন্ডিয়ানদের কাছে হুইস্কি বিক্রি করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিল ওর বাবা। তার কয়েক বছর পর, এখান থেকে বহুদূরের এক কাউ-টাউনে এক ভাঙা কুটিরে মা-ও ওকে ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু মায়ের কাছে ও শিখেছিল: পৃথিবীতে নিজের চেষ্টাতেই বাঁচতে হয়; কারও কাছে সাহায্যের জন্যে হাত পাতা অসম্মানজনক।

কিন্তু চাচার ক্লেইম ছেড়ে র‍্যাফটারে এসে এলি আর ফরেস্টের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত মায়ের সেই শিক্ষা বেঁচে থাকার জন্যে তুচ্ছ বলে মনে হত। সেই ধারণা পাল্টে দেয় ওরা। এই দু'জন লোককে স্বাভাবিকভাবেই শ্রদ্ধা করত ব্লেইন। ওদের কথা খুব মনে পড়ছে।

সামনেই বোন-টন রেস্তরাঁ এখনও খোলা আছে দেখে সেদিকে পা বাড়াল ব্লেইন, রাস্তা পেরিয়ে বারান্দায় উঠে এল। তারপর দরজা খুলে পা রাখল ভেতরে।

রিফ্লেক্টর লাগানো কোল-অয়েল ল্যাম্পের আলোয় ফর্সা হয়ে আছে ঘরের প্রতিটি কোণ। বেশ কয়েকটা শূন্য টেবিল দেখা যাচ্ছে। শাদা টেবিলক্লথে ঢাকা দুটো লম্বা সাইজের টেবিলও আছে। দেয়ালের এক পাশে শেল্‌ফ, তাতে প্লেট আর গ্লাস সাজিয়ে রাখা। শেল্‌ফের পাশ দিয়েই কিচেনে যাবার দরজা।

সবচেয়ে কাছের টেবিলের একপ্রান্তে তিনজন লোক বসে, বোঝা যাচ্ছে মাইনার। অন্য টেবিলের এক ধারে আরও দুজন লোককে দেখতে পেল ব্লেইন। একজনের পরনে পশ্চিমের সাধারণ পোশাক, অন্যজন পরেছে নিখুঁত ছাটের ধূসর রঙের স্যুট।

ব্লেইন একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়ল। প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল মসৃণ শাদা লিনেনের চাদরটার দিকে। আগে অয়েলক্লথে ঢাকা থাকত এখানকার টেবিলগুলো।

ওয়েট্রেস কফি দিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিতে দিতে পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাবতে শুরু করল ব্লেইন। ফস্টারের সঙ্গে আলাপ করাটা জরুরি; সুযোগ পেলেই তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এদিকে নিউইহলের সঙ্গে দেখা করতে কেন যেন সঙ্কোচ হচ্ছে! এককালে ওর সঙ্গী ছিল নিউহল; একসঙ্গে পরিশ্রম করেছে, লড়েছে—সেই নিউহল হয়তো শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, সেটা চায় না ব্লেইন।

কিন্তু নিউহল যে কাউকে আড়াল করছে তাতে সন্দেহ নেই। এলি প্যাটারসনকে সে হত্যা না করলে—পিকোর কথায় সেরকমই মনে হচ্ছে—হত্যাকারীর পরিচয় সে অবশ্যই জানে।

আরেকজনকে রক্ষা করার জন্যে খুনের দায় নিজের কাঁধে নেবে কেন নিউহল? কে এই গুরুত্বপূর্ণ লোক? ব্যাপারটা নিউহলের চরিত্রের সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খায় না…এলি প্যাটারসনের হত্যার দায়িত্ব স্বীকার করা তার বেলায় অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

কাপে চুমুক দেয়ার ফাঁকে অপর টেবিলের লোক দুজনকে দেখছে ব্লেইন। স্যুটপরা লোকটাকে চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু মনে করার আগেই ওর টেবিলের এক মাইনার মনোযোগ কেড়ে নিল। গাট্টাগোট্টা লালচুলো লোকটা কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরেই নজর কাড়ার চেষ্টা করছিল।

'ভুল জায়গায় পা দিয়ে ফেলেছ, ফ্রেন্ড,' হঠাৎ করে বলে উঠল সে। 'এখান থেকে অনেক আগে র‍্যাঞ্চারদের ভাগিয়ে দিয়েছি আমরা।'

ঠোঁটে সহজ হাসি ফুটিয়ে তুলল ব্লেইন। 'র‍্যাঞ্চ কিংবা খনি—দুজায়গার কাজই আমি জানি।'

'কোথায় খনিতে কাজ করেছ?'

'সিলভারটন…কলোরাডো…অ্যারিজোনার কারব্যাট রেঞ্জ… পিয়োচি, ফ্রিসকো—কোথায় নয়?'

'কিন্তু এখানে কাজ মিলবে না। চাকরি বন্ধ।'

'দুর্ভাগ্য আরকী।'

গোলমাল বাধানোর তাল করছে লালচুলো। এইসব লোকের স্বভাব-চরিত্র জানা আছে ব্লেইনের। প্রায় সব শহরেই এরকম এক বা একাধিক লোককে পাওয়া যাবে…শক্তি আর সাহস দেখানোর জন্যে খেপে আছে সারাক্ষণ…কিন্তু খুব কম

ক্ষেত্রেই এদের সত্যিকার সাহসী হতে দেখা যায়…বড় বড় বুলি কপ্‌চানো ছাড়া সাধারণত আর কোনও গুণ থাকে না।

যেচে ঝামেলা করতে চায় না বলে ইচ্ছে করেই নরম গলায় কথা বলছে ব্লেইন। গোলমাল করতে চাইলে সে চেষ্টা লালচুলোকে একাই করতে হবে। এমনিতে ওর নিজেরই অনেক ঝামেলা।

অপর টেবিলে সাধারণ পোশাক পরা লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। 'মাইনার হলে আমি একটা কাজ দিতে পারি,' বলল সে। 'আমার নাম বার্ট রেনাল্ড–কটনউড ক্যানিয়নে আমার একটা মাইনিং ক্লেইম আছে। কাজ করতে রাজী থাকলে কাল সকাল ঠিক সাড়ে ছটায় এখানে আমার সঙ্গে দেখা করো। নাশতা সেরে একসঙ্গে রওনা দেয়া যাবে।'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল রেনাল্ড। 'ঠিক হিসেবটা কাল সকালেই জানিয়ে দেব, মিস্টার বক্সলেইটনার,' ধূসর স্যুটের উদ্দেশে বলল সে। 'তবে কাল যদি না পারি, পরশু।'

বেরিয়ে যাবার পথে ব্লেইনের সামনে মুহূর্তের জন্যে থামল রেনাল্ড। 'তাহলে কাল সকাল সাড়ে ছ'টায়, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' বলল ব্লেইন। 'আমি এখানে থাকব।'

এক প্লেট খাবার এনে ওর সামনে নামিয়ে রাখল ওয়েট্রেস। ছুরি-কাঁটাচামচ তুলে নিল ব্লেইন। লোকটা নিশ্চয়ই ব্রুস বক্সলেইটনার। প্রায় সময়ই শহরের বাইরে থাকত বলে দুই-এক বারের বেশি তাকে দেখার সুযোগ হয় নি ওর। তাছাড়া আগের চেয়ে এখন অনেক ভারি হয়েছে ও। চেহারায় কাঠিন্য এসেছে, প্রথম দেখায় তাই চিনতে পারে নি। নিষ্প্রাণ হাসি ঝুলছে বক্সলেইটনারের ঠোঁটে।

ব্লেইনের সামনে বসল লালচুলো। 'নিজের নামটা কিন্তু ওকে বলো নি,' বলল সে।

'জিজ্ঞেস করেনি তাই,' বলল ব্লেইন।

'বেশ, এখন আমি জিজ্ঞেস করছি।'

'তোমাকে জানাতে আমি বাধ্য নই,' সহজ কণ্ঠে বলল ব্লেইন। কথাটার মানে বুঝে উঠতে কয়েক মুহূর্ত সময় লেগে লাল-চুলোর।

মানে যখন বুঝতে পারল, চিকন হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। শার্টের বুকে আস্তে আস্তে দু'হাতের তালু মুছল। ঠোঁটে হাসি নিয়েই উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে; তারপর ব্লেইনের শার্টের কলার ধরার জন্যে হাত বাড়াল সামনে।

ছুরি-চামচ রেখে চট করে লালচুলোর কব্জি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল ব্লেইন। টেবিলে একটা মাংসের বাটি ছিল। ডানহাতে লোকটার মাথা ঠেসে ধরল তাতে। এবার ওর বাঁ হাত শক্ত করে ধরে রেখে মাংসের ঠাণ্ডা ঝোল মুখে মাখিয়ে দিল।

পরমুহূর্তে আচমকা ওকে ছেড়ে দিল ব্লেইন। ক্রোধে খিস্তি করতে করতে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল লোকটা। ডানহাতের কব্জি তার চিবুকের নীচে রেখে ধাক্কা দিল ব্লেইন। ডিগবাজি খেয়ে, পেছনের টুলের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে সশব্দে মাটিতে পড়ল সে। এতকিছু করতে টুল ছেড়ে ধরতে গেলে ব্লেইনকে উঠতেই হয় নি।

এক মুহূর্ত বোকার মতো স্থির হয়ে পড়ে রইল লালচুলো, তারপর চিৎকার করে উঠে আসতে গেল। কিন্তু একটা কণ্ঠস্বর থামিয়ে দিল তাকে।

'থামো, রেড! এবার ভুল লোকের গায়ে হাত দিয়ে ফেলেছ। মেরে তোমাকে তক্তা বানিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে ও!'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ব্লেইন। ও-ই তো দাঁড়িয়ে আছে–বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভারি হয়েছে তার শরীর–থলথলে চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, সুখে আছে–সেই পুরনো ট্রিম নিউহল সম্পর্কে এমন কথা বলত না কেউ।

'হাউডি, ট্রিম,' বলল ব্লেইন, 'অনেকদিন পর দেখা, তাই না?'

বিশাল হাত বাড়িয়ে দিল নিউহল। 'মাইকেল! মাইকেল ব্লেইন!' নিউহলের কণ্ঠে কোন ভান নেই। 'কী যে খুশি লাগছে তোমাকে দেখে!'

হাত মেলাল ব্লেইন। কিছুতেই হতে পারে না, ভাবল ও, আর যা-ই করুক এলির মতো মানুষকে খুন করবে না নিউহল। কঠিন মানুষ সে, সময় সময় নিষ্ঠুরও, কিন্তু শক্তিতে সমান না হলে কারও সঙ্গে সংঘর্ষে যায় না।

বুঝতে পারছে ব্লেইন, রেস্তরাঁর লোকগুলো চেয়ে আছে ওদের দিকে। নির্লিপ্ত চেহারায় ওদের লক্ষ্য করছে ক্রুস বক্সলেইটনার। মুখ থেকে আস্তে আস্তে ঝোল মুছছে রেড।

'বাইরে চলো, মাইকেল,' বলল ট্রিম নিউহল, 'তোমাকে মদ খাওয়াব আজ।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল মাইকেল ব্লেইন। মদ খাবার ইচ্ছে নেই; কিছু খাবার আর কয়েক গ্যালন কফি হলে এ মুহূর্তে আর কিছু চায় না ও।

'শহরটা বদলে গেছে,' রাস্তায় নেমে নিউহলকে বাজিয়ে দেখার জন্যে বলল ব্লেইন। 'আগের অনেককেই দেখছি না।'

'চলে গেছে···গরুর ব্যবসা বিদায় নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও বিদায় নিয়েছে।'

নীরবে কয়েক কদম এগোল দু'জন। তরপর ব্লেইন জিজ্ঞেস করল। 'রেক্স ফেন্টন কোথায়?'

নিউহলের হাসি মুছে গেল। 'রেক্স? টিকতে না পেরে সময় বুঝে দেশ ছেড়েছে।'

'সব সময় বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করত লোকটা।'

'ঠিক!' পরিষ্কার স্বস্তি ফুটে উঠল নিউহলের কণ্ঠে। 'রক স্প্রীংসে তোমাদের মারপিটের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে তো তোমার বনিবনা হত না।'

নিউহল বেশ খুশি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। 'গোল্ড মাইনারস্ ডটারে'র দরজায় পৌঁছুতেই ওর কাঁধে ভারি একটা হাত তুলে দিল নিউহল। বিরক্তি চেপে রাখল ব্লেইন। গায়ে হাত দেয়া মোটেই পছন্দ নয়–পিঠের ওপর নিউহলের আন্তরিক চাপড়ে বিরক্ত হচ্ছে ও।

এবার আসল কথায় এল ব্লেইন। 'এখন কী করছ, ট্রিম, র‍্যাঞ্চিং?'

'আমি?' দরজা খুলে কথা বলতে বলতেই ভেতরে পা রাখল ওরা। 'র‍্যাঞ্চের ব্যবসা এখানে বাতিল হয়ে গেছে। আমি আছি ফ্রেইটিং ব্যবসায়। খনির সাপ্লাই পৌঁছে দিচ্ছি, আর সোনা বের করে আনছি। প্রায় বিশ-তিরিশটা রিগ কাজ করছে অনবরত।'

স্যালুনে পরিচিত কাউকে দেখল না ব্লেইন। নিউহল ইশারা করতেই একটা বোতল আর দু'টো গ্লাস ছুঁড়ে দিল বারটেন্ডার। অনায়াস ভঙ্গিতে সেগুলো লুফে নিল নিউহল। বিশাল শরীরের তুলনায় দ্রুত চলাফেরা করতে পারে সে।

ব্লেইন বুঝতে পারছে, কথা বলার মুডে আছে ট্রিম নিউহল। শুনতে আগ্রহী ও। নিউহল জানাল, খুঁটি গাড়ার গর্ত খুঁড়তে গিয়ে এক কাউহ্যান্ড র‍্যাফটার-এইচে প্রথম সোনার খোঁজ পায়, কাউকে কিছু না জানিয়ে সোজা সানফ্রান্সিস্কোতে চলে যায় সে, টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে ফিরে আসে, র‍্যাফটার-এইচ কিনে নেয়।

'মিলের দূষিত পানি ক্রিকের পানিতে মেশার ফলে সবগুলো র‍্যাঞ্চের জন্যে বিপদ দেখা দিল। র‍্যাঞ্চাররা একজোট হয়ে হামলা চালাল, ফলে বাধল সংঘর্ষ, অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হলো, সোনার খনির আবিষ্কর্তা সেই কাউহ্যান্ডও মারা গেল অনেকের সঙ্গে।

'প্রথমে সবাই ভেবেছিল ভালোই হয়েছে,' আবার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে মন্তব্য করল ট্রিম নিউহল। 'কিন্তু আসলে কোনও লাভ হলো না। শেষে দেখা গেল, খনিটা আগেই ফ্রিস্কো আউটফিটের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে ওই কাউহ্যান্ড। তারপরও র‍্যাফটার-এইচ আর টার্কিট্র্যাকের মধ্যে কিছুদিন পর পর সংঘর্ষ চলতেই থাকল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সবই সামলে নিয়েছি আমরা।'

'আমরা?'

চোখ মটকাল নিউহল। 'আরে, মাইকেল, তুমি তো আমাকে চেনো, আমি বেকার বসে থাকার লোক নই। যেই দেখলাম র‍্যাঞ্চ ব্যবসার চেয়ে সোনাদানার কারবারে আয় বেশি—সানস্ট্রাইক মাইনের গার্ডের চাকরি নিয়ে নিলাম। ঝামেলার শুরু তারপরেই।'

'ঝামেলা?'

'গোলাগুলি, মাইকেল। বেন হলেনবেক ছিল গার্ডদের বস, বেনকে মনে আছে তো? প্যানহ্যান্ডল থেকে কয়েকজন শক্ত লোক যোগাড় করে আনল সে। তারপর দু'চারজনের কবরের ব্যবস্থা করতেই সব ঝামেলা চুকে গেল।'

কাকে সরিয়ে দিতে হবে, ভাল করে জানার কথা হলেনবেকের। যে কোনও আউফিটের মূল শক্তি নির্ভর করে দু'চারজন মানুষের ওপর, বাকিরা ওদেরই অনুসরণ করে। এই দু'চারজনকে সরিয়ে দাও, ব্যস, বাকি সবাই সাহস হারিয়ে কাদা হয়ে যাবে। এই কৌশলের আশ্রয় নিতে আগেও বিভিন্ন জায়গায় দেখেছে ব্লেইন।

'এখন এখানকার শেরিফ কে, ট্রিম?'

'ফেরার নাকি তুমি?'

'কী নাম লোকটার?'

'দূর, ওকে নিয়ে ভাবতে না। পশ্চিমের শহরগুলোর আইন কীভাবে চলে জানো না? শহরের আইন শহরের ভেতরেই, নিজের সমস্যা নিয়েই কাহিল, অন্যের ঝামেলায় মাথা ঘামাতে যায় না শেরিফরা। ডেনভার কী শাইয়্যানে দশ-বারজন লোক খুন করে আস, চুপচাপ থাকলে আর কোথাও তোমাকে কেউ বিরক্ত করবে না...ও, হ্যাঁ, শেরিফের নাম জিজ্ঞেস করছিলে না? ওর নাম ইয়ান অগিলভি।'

ইয়ান অগিলভি! এত লোক থাকতে ইয়ান অগিলভি! বিশালদেহী, কিছুটা রুক্ষ প্রকৃতির লোকটা অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় মানুষ হত্যা করতে পারে। আইনের পক্ষে প্রায় সতেরজনকে সে হত্যা করেছে বলে শোনা যায়। এই শহরে ও-ই সবচেয়ে বেশি জানবে ওর সম্পর্কে।

হলেনবেক, ফস্টার, নিউহল, ওরা অল্প বয়সে বিদায় নিতে দেখেছে ওকে, তারপর দীর্ঘ তেরটি বছর পেরিয়ে গেছে। এতগুলো বছরে একটা মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন আসতে পারে। মাইকেল ব্লেইন কেমন মানুষ ইয়ান অগিলভি যে কারও চেয়ে ভাল বুঝবে। সে দেখেছে, এলি প্যাটারসনের কবর দেখতে গিয়েছিল ব্লেইন। ওর উদ্দেশ্য বুঝতে তাকে বেগ পেতে হবে না।

প্রথম গ্লাসটাই এখনও হাতে ঘোরাচ্ছে ব্লেইন। ওদিকে চতুর্থবারের মতো গ্লাস পূর্ণ করে নিয়ে একনাগাড়ে কথা বলে চলেছে ট্রিম নিউহল। পুরনো দিনের গল্প করছে ট্রিম। এখনও ওকে বন্ধু বলেই ভাবছে সে।

'আসলে সব কিছুর জন্যে ফেন্টনই দায়ী,' জোরের সঙ্গে বলল নিউহল। 'লোকটার চোখ সবসময় উপরের দিকে ছিল; যেই সোনার সন্ধান পাওয়া গেল, ব্যস্, অমনি সুযোগটা লুফে নিতে চাইল সে।

'কিন্তু সামলে উঠতে পারল না। এদিকে র‍্যাঞ্চাররা কিন্তু জানতেই পারে নি সে দল বদলেছে। তারপর যখন গণ্ডগোল বাধল—আমার মতে ওর বড় বড় বুলিই গণ্ডগোলের কারণ—ফ্রিস্কোর মালিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে আলোচনা চালানোর দায়িত্ব নিতে চাইল। 'ফেন্টন অ্যান্ড ইভানস' নামে একটা ল-ফার্ম খুলে বসল, কাজের সুবিধার জন্যে। কিন্তু বেনকে তো চেনো। ফেন্টন তাকে দলে নিতেই সব গোলমাল মিটিয়ে দিল সে।

'তারপর কয়েকজন মাইনার যখন সোনা চুরি করতে শুরু করল, ফেন্টনকে চোখ বন্ধ করে থাকতে বলল বেন; কিন্তু সে যে আবার গোপনে চোরাই-সোনা কিনে নিয়ে ওগুলোর বাইরে যাবার পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা নিয়েছে, সেটা বেমালুম চেপে গেল।'

'অত টাকা বেন পেল কোথায়?'

চোখ মটকে ব্লেইনের দিকে তাকাল নিউহল। 'সেটা বেনই জানে। কিন্তু ওকে ছোট করে দেখো না। চোরাই-সোনা কিনে ফেলায় স্যানস্ট্রাইক মাইনটা যে বিরাট সে খবর গোপন রয়ে গেল।'

আবার গ্লাসে হুইস্কি ঢালল নিউহল।

'চমৎকার—দারুণ বুদ্ধি,' বলল ব্লেইন।

'মিথ্যে বলো নি,' বলল নিউহল।

এই ধরনের কাণ্ডকারখানা এলি প্যাটারসন কিংবা স্টিভ ফরেস্টের মেনে নেবার কথা নয়। শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটানো ছাড়াও টার্কিট্র্যাক র‍্যাঞ্চের মালিক ছিল স্টিভ। সে-জন্যেই প্রাণ দিতে হয়েছে ওদের।

বেন হলেনবেক জানত এলির সঙ্গে সানফ্রান্সিস্কোর মালিকদের সম্পর্ক আছে? না জানার সম্ভাবনাই বেশি। এলির সঙ্গে ব্লেইনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল; কিন্তু ওকে কখনও সানফ্রান্সিস্কোতে আত্মীয় বা বন্ধু থাকার কথা বলতে দেখে নি। ইলিনয়

থেকে এখানে এসেছিল এলি, ওখানকার গল্পই করত সবসময়।

এখন আর ট্রিমের কথা ব্লেইনের কানে যাচ্ছে না। পুরনো দিনের কথা আবার বলতে শুরু করেছে নিউহল—সেই ব্র্যান্ডিং, রাউন্ডআপ আর ক্যাটলড্রাইভের কথা

'র‍্যাট্‌ল স্নাপ দেখে একবার তোমার জেব্রা ডানটা কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল, মনে আছে? তোমাকে পিঠে নিয়েই পাহাড় থেকে সোজা নদীতে গিয়ে পড়ল বেচারা! নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না!'

নেশায় ধরেছে নিউহলকে···এতক্ষণ যা বলেছে কাল সকালেই হয়তো সব ভুলে যাবে। পেটে পানি পড়াতেই মুখ খুলেছে সে, বুঝতে পারছে ব্লেইন। হঠাৎ ও উপলব্ধি করল, নিউহল আসলে একজন নিঃসঙ্গ মানুষ।

একটা মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে, ফ্রেইটিং ব্যবসায় আছে ট্রিম নিউহল। চোরাই-সোনা ওকে দিয়েই পাচার করা হবে—সুতরাং কোথাও কোনও প্রশ্ন ওঠার সুযোগ থাকবে না।

প্ল্যানটা যদি হলেনবেকের মাথা থেকে বেরিয়ে থাকে, বলতে হয়, চমৎকার বুদ্ধি বের করেছে সে। সবদিকে নজর দিয়েছে—কোথাও কোনও ফাঁক রাখে নি—শুধু বেসামাল নিউহলের জিভটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়ে গেছে।

'বার্ট রেনাল্ড লোকটা কেমন?' জানতে চাইল ব্লেইন।

'ভালোই। কটনউড ক্যানিয়নে একটা ক্লেইম আছে, তার ধারণা ওখানে প্রচুর সোনা পাবে—আসলে আছে ঘণ্টা।'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল ব্লেইন। 'নাহ্‌, এবার যেতে হয়।' মুহূর্তের জন্যে নিউহলের কাঁধে হাত রাখল ও। 'তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগল। সাবধানে থেকো।'

'ঠিক আছে।' আরও কী যেন বলতে চাইল নিউহল, একটু ইতস্তত করে শেষে বলল, 'আবার দেখা হবে, ফ্রেন্ড।'

সকাল ছ'টা। বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছিল এলির স্টোরের বর্তমান মালিক; মাইকেল ব্লেইন ভেতরে ঢুকতে সেও এল পেছন পেছন। ডিগিং-ক্লথ, কয়েকটা মোমবাতি, ক্যাপল্যাম্প ইত্যাদি কেনার পর ব্লেইন বলল, 'আর চার বাক্স-পয়েন্ট ফোর-ফোর কার্তুজ দাও।'

চট করে চোখ তুলে তাকাল দোকানি, 'কী ব্যাপার, গোলমাল?'

'আরে, না। বার্ট রেনাল্ডের ক্লেইমে কাজ করতে যাচ্ছি তো, ওখানে একটু প্র্যাকটিস করব। ঠিকমত এখনও গুলি ছুঁড়তেই শিখি নি।'

জিনিসপত্র নিয়ে নেভাদা হাউসের সামনে এসে ব্লেইন দেখল আগেই পৌঁছে গেছে বার্ট রেনাল্ড। 'একটা মেয়ে খুঁজছে তোমাকে। ডাইনিংরুমে,' বলল সে। 'তোমার নাম জিজ্ঞেস করছিল?'

ভেতরে ঢুকে হাঁটতে হাঁটতে ডাইনিংরুমে চলে এল ব্লেইন। ইভ বেনক্রফট একা বসে আছে।

'আমাকে খুঁজছিলে?'

'থ্রি-সেভ্‌ন র‍্যাঞ্চে তোমাকে কাজে নিতে চাই।'

'ব্যাঙ্কিং ব্যবসার এখন নাকি খুব কাহিল অবস্থা শুনলাম।'

নিচু কণ্ঠে কথা বলল মেয়েটা। 'তোমার মতো লোক আমাদের দরকার, মিস্টার ব্লেইন। লোক হিসেবে যেমনই হও না কেন, এ লাইনের কাজ তুমি জানো।'

ভেতরে ভেতরে রেগে উঠল ব্লেইন। 'তা কেমন মানুষ আমি, শুনি?'

'তুমি একজন পিস্তলবাজ—পিস্তলবাজ লোকই আমার চাই।'

ধৈর্য হারাল ব্লেইন। 'অনর্থক সময় নষ্ট করছ তুমি, মিস।' মাথা দুলিয়ে সানস্ট্রাইক মাইনের দিক থেকে ভেসে আসা শব্দের দিকে ইভের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও। 'পিস্তলবাজ দিয়ে ওই শব্দ বন্ধ করা যাবে ভেবেছ? মাটিতে যতদিন সোনা আছে, ততদিন ওরা এখানেই থাকবে।'

'মিথ্যে কথা! রেক্স ফেন্টন থাকলে অনেক আগেই ওদের আমরা তাড়িয়ে দিতে পারতাম!'

পরিহাসের দৃষ্টিতে ইভের দিকে তাকাল ব্লেইন। 'তাই? রেক্স ফেন্টনের মতো লোক বেন হলেনবেকের কাছে পাত্তাই পাবে না।'

রাগে ফুঁসে উঠল ইভ। 'একথা বলার পরেও তোমাকে কাজ দেব ভেবেছ!'

'সরি···আগেই একটা খনির কাজ পেয়েছি আমি।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ইভ। 'জেস উইংকলার বলছিল, তুমি ওদেরই একজন, তখন বিশ্বাস হয় নি। তুমি আসলে চোর, ছিঁচকে চোর!'

গটমট করে হিলের শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল ইভ বেনক্রফট। পিছু পিছু ব্লেইনও বেরিয়ে এসে অপেক্ষমাণ রেনাল্ডের সঙ্গে যোগ দিল। 'দুঃখিত, দেরি করে ফেললাম,' বলল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রেনাল্ড। 'মেয়েটা খেপে গেছে মনে হচ্ছে?'

'আমি খনিতে কাজ নিয়েছি শুনে চোর বলে গালাগাল করে গেল।'

'আর কোনও খনিতে কাজ করলে কথাটা হয়তো সত্যি হতো,' শুকনো কণ্ঠে বলল রেনাল্ড। সরাসরি ব্লেইনের দিকে তাকাল সে। 'যদি বলি সানস্ট্রাইকের ওয়্যরের দাম টনপ্রতি প্রায় বিশ হাজার ডলার ধরা হয়েছে, বিশ্বাস করবে?'

'অবিশ্বাস্যই বটে।'

'ফ্রেন্ড,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রেনাল্ড। 'ওই খনির মতো এত ভালো ওয়্যর আর কোথাও দেখি নি, পরিমাণেও খুব কম নয়। হাইগ্রেড ওয়্যর যাকে বলে।'

হাই-গ্রেড···কথাটার মানে মাইনারদের অজানা নয়। পকেট অথবা ক্যান্টিন, লাঞ্চবক্স ভর্তি করে বেরিয়ে আসতে পারলেই একমাস দু'মাসের মজুরীর সমান আয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল। শুধু খনিতে কাজ করার অনুমতি পাবার জন্যে ফোরম্যানকে ঘুষ দিচ্ছে মাইনাররা—এমন দৃশ্য ব্লেইনের নিজের চোখে দেখা। চেঞ্জরুমের ব্যবস্থা করে কিছুটা কমানো গেলেও চুরি বন্ধ করা এককথায় অসম্ভব।

'কেউ কিছু বলে না?' ব্লেইন জিজ্ঞেস করল।

'কে কী বলবে, সবাইই তো জড়িয়ে আছে। আমার কথা আলাদা। আমি কিছু বলি না, এখান থেকে কোথাও যাইও না। যেতে পারব কিনা তাও জানি না। যাওয়ার চেষ্টা করি নি বলেই হয়তো আজও বেঁচে আছি।'

'আমাকে বলে বিপদ বাড়াচ্ছ না তো? আমি যে ওদের চর নই, তা কে বলল?'

'তুমি নিজেই বিপদে আছ।'

'আমি?'

'ওদের কাজের পেছনে যুক্তি খুঁজতে যেয়ো না, মাইকেল। আপাদমস্তক পাপে ডুবে আছে সবাই–আতঙ্কে কুঁকড়ে আছে। তোমাকে কাজে না নেয়ার জন্যে হুমকি দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'আমার সাথে কী?'

'ফেন্টন নামে এক লোক আছে–তার ভয়ে সিঁটিয়ে আছে সবাই, মাইকেল, ধরতে পারলে ওকে মেরে ফেলা হবে। এদিকে এই সময় আবার তুমি এসে হাজির হয়েছ–ব্যাপারটা সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে।'

'অনেক খবর রাখো দেখছি।'

'না জানলেই ভালো ছিল। আমার দু'চারজন বন্ধু আছে, ওরাই আমাকে সব খবর জানায়।' ব্লেইনের পিস্তলের দিকে তাকাল রেনাল্ড। 'ওটায় হাত কেমন?'

'মোটামুটি।'

লিভারি স্ট্যাবলের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল রেনাল্ড, পাশাপাশি এগোল ব্লেইন। বুঝতে পারছে, অনেকের দৃষ্টি অনুসরণ করছে ওদের। হঠাৎ কেন যেন মনে হলো, বার্ট রেনাল্ডের মতো বাইরের একজন লোকের পক্ষে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভুল করে ফেলেছে।

যাকগে, ও নিজেও এখন জড়িয়ে গেছে ঘটনাপ্রবাহে। বেরিয়ে যেতে হলে লড়াই করে বেরুতে হবে। কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম হোলস্টারের পিস্তল দু'টো সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল ব্লেইন।

চার

ব্যাংকের দোতালায়, নিজের অফিসে চামড়ার গদিমোড়া চেয়ারে বসেছিল বেন হলেনবেক, হেলান দিয়ে জানালা পথে ক্রিকের তীরবর্তী গাছগুলোর দিকে তাকাল। ষোল বছর আগে বুড়ো স্টিভ ফরেস্ট টার্কিট্র্যাক আউটফিট থেকে তাড়িয়ে দেয়ার পর অনেক পথ পেছনে ফেলে এসেছে সে।

কিন্তু সেদিনের কথা আজও মুছে যায়নি তার স্মৃতি থেকে। একটা চামড়ার চেয়ারে বসে হাঁটুর ওপর শটগান রেখে ওকে রাসলার, খুনী, যাচ্ছেতাই বলে গালাগালি করে ফরেস্ট, তারপর টার্কিট্র্যাকে ওর ছায়া দেখা গেলে কী ঘটবে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে।

বিশালদেহী, দুর্ধর্ষ হলেনবেক নীরবে সয়েছে সেদিনের অপমান; মনে পড়তেই চেহারায় রক্ত জমে উঠল, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই ভয় পেয়েছিল ও। পৃথিবীতে একমাত্র স্টিভ ফরেস্টকেই ভয় করত। অনেকদিন আগে মারা গেছে লোকটা; অথচ সেই ভয় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি।

র‍্যাফটারে সোনা আবিষ্কারের আগে একজন সাধারণ ছিনতাইবাজ ছিল

হলেনবেক। সরাসরি ওকে কেউ দায়ী করার সাহস পেত না, তবে জানত সবাই।

সোনার খনি আবিষ্কারের ঘটনা ছিল ওর জন্যে চমৎকার সুযোগ: সেটা হাতছাড়া করে নি। আগাগোড়া চিন্তাভাবনা করে পরিকল্পনা খাড়া করেছে…দু'টো খনি দখল করে নেয়ার বুদ্ধিটা অবশ্যি রেক্স ফেন্টনের কাছ থেকে পেয়েছে ও।

জোড়া খনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে হাতে প্রচুর ক্ষমতা আসবে বুঝতে পেরে সুযোগ নেয়ার মতলব করে রেক্স ফেন্টন। কিন্তু সেটা হাসিল করতে গিয়ে আর কাউকে আমল দেয়ার কথা তার মাথায় আসে নি। বেন হলেনবেককে সে ভেবেছিল সাধারণ একজন কর্মচারী। বুঝতে পারে নি, লোভের আগুন ওর মতো আরও অনেকের বুকে জ্বলে উঠতে পারে। ফলাফল: আচমকা একদিন রেক্স ফেন্টনের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণ চলে এল বেন হলেনবেকের হাতে।

অপেক্ষার দিন ফুরিয়ে এসেছে। প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে; সানস্ট্রাইক, গ্লোরি-হোল, দুটো মাইনই কিনে নিতে যাচ্ছে সে। মোটা অঙ্কের দাম দেয়ার কথা বলেছে বেন, ক্রমাগত লোকসানের হাত থেকে বাঁচার জন্যে রাজি না হয়ে পারবে না মালিকপক্ষ।

গাছপালার দিকে চোখ রেখে সোনালি ভবিষ্যতের কথা ভাবতে শুরু করল বেন হলেনবেক। খনি দু'টোর মালিকানা হাতে এলেই অতীত জীবনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক কঠোর হাতে ছিন্ন করবে সে। লক্ষ লক্ষ টাকা আসবে খনি থেকে, আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে শহরের কাজ-কর্ম; যাতে কারও মনে সন্দেহ জাগতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। বেন হলেনবেকের অপকর্মের কথা শিগ্গিরই ভুলে যাবে সবাই, মনে রাখার চেষ্টাও করবে না—পশ্চিমে আগেও এমনটি ঘটেছে।

অফিসের বাইরের দিকের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। বিরক্তির ছাপ পড়ল হলেনবেকের চেহারায়। বিনা নোটিসে অফিসে ঢুকে পড়া ইদানীং আর পছন্দ করে না সে। অথচ, ট্রিম নিউহলকে কিছু বলারও উপায় নেই। আজ হঠাৎ নতুন চোখে নিউহলের দিকে তাকাল হলেনবেক। নিউহল ওর পুরোনো বন্ধু, কিন্তু ও যে জীবনের নকশা আঁকছে সেখানে তার স্থান কোথায়? সহসা যেন বুঝতে পারল বেন, ওর জীবনে নিউহলের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েই সবুট পাজোড়া ডেস্কের ওপর তুলে দিল নিউহল। ভেতরে ভেতরে আবার খেপে উঠল হলেনবেক।

কেন এই ক্রোধ? ক্রোধ দমন করতে অভ্যস্ত বেন; নির্বিকার স্বভাব আর নিজের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছে বলেই আজ এতদূর আসতে পেরেছে…আজ তাহলে অন্যরকম হচ্ছে কেন?

গোড়া কেটে একটা সিগার ঠোঁটে ঝোলাল ট্রিম নিউহল। 'ইশ, এখন যদি বাইরে যেতে—কার সঙ্গে দেখা হয়েছে জানো?'

'মাইকেল ব্লেইন?'

'যাশ্শালা, এ-খবর কে দিল?'

নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল হলেনবেক। এ এমন কী, মামুলী ব্যাপার। বহুদিন আগেই চারদিকের ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার প্রয়োজনীয়তা

অনুভব করতে পেরেছিল বেন। শহরে নতুন কারও আগমনের খবর কিংবা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা জানার জন্যে বরাবরই বিশেষ সময় ও শ্রম ব্যয় করে আসছে সে। তথ্য যোগাড়ের বিভিন্ন উৎস আছে তার–শেরিফ তাদের একজন।

টাউন-কাউন্সিলের একজন সদস্য হিসেবে শেরিফকে নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা রাখে বেন হলেনবেক। শেরিফ জানিয়েছে, বলিষ্ঠ গড়নের একলোককে বুট-হিলে এলি প্যাটারসনের কবরে দেখেছে সে। খবরটার সঙ্গে আরও কিছু তথ্য যোগ করতেই আসল ব্যাপার ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

মাথার পেছনে টুপি ঠেলে দিল ট্রিম নিউহল। 'বুঝলে বেন, মাইকেলকে দেখে পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ওর চেহারাটা কিন্তু বেশ খোলতাই হয়েছে।'

ডেস্কের ওপর ফেলে রাখা কাগজপত্র গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বেন হলেনবেক। মনে মনে চাইছে, ট্রিম নিউহল বিদায় হোক। ব্যাটা একটা আস্ত গর্দভ। দু'হাতে টাকা কামাতে চাইবে, আবার ভাবালুতাকেও প্রশ্রয় দেবে! ব্লেইনের সঙ্গে কখনওই অত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না তার।

'দেখো, ট্রিম, বুঝে শুনে কথাবার্তা বলো। কাল রাতে পুরোনো স'মিলে গোপন মিটিং বসেছিল...এদিকে বৃষ্টির ভেতর আরও একজন লোক শহরে এসেছে। আমার লোকের ধারণা, রেক্স ফেন্টন অথবা ওর পিছু পিছু অন্য কেউ এসেছে–আমার লোককে গুলিও করেছে সে।'

'ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। রেক্সের মতো বাজে লোকের সঙ্গে কোনওদিনই হাত মেলাবে না মাইকেল–ওকে সে দেখতেই পারে না।'

'আমারও মাইকেলকে ভালো লাগে না,' বিরক্তির সঙ্গে বলল বেন হলেনবেক। 'জানি সে তোমার বন্ধু, কিন্তু ঠিক এই সময়ে তার শহরে আসার মানে কী? কী অবস্থায় আছি আমরা জানো তো? এখন কোনওরকম ঝামেলা হলে কেঁচে যাবে সব কিছু–সামলে উঠতে কয়েক বছর লেগে যাবে।'

'ফেন্টন আবার আমাদের কী ক্ষতি করবে?'

বিরক্তির সঙ্গে নিউহলের দিকে মাথা তুলে তাকাল বেন। 'অন্ধ নাকি তুমি, ট্রিম? ভুলে যাচ্ছ কেন, ইচ্ছে করলে ফেন্টন গভর্নরের কাছে যেতে পারে।'

হাঁ হয়ে গেল নিউহলের চেহারা। 'গভর্নর? ওহ্, বেন, কী যে বলো! এখানে গভর্নর এসে কী করবে?'

'গভর্নর,' বলল বেন হলেনবেক, 'স্টিভ ফরেস্টের মেয়ে-জামাই, কী করবে বুঝে দেখো। আরও জানতে চাও? গভর্নরের বাবা স্টিভ ফরেস্টের সঙ্গেই গরুর পাল নিয়ে এখানে এসেছিল, সে মারা যাবার পর ছেলেকে স্টিভই মানুষ করেছে। বুড়ো স্টিভ মারা যাবার সময় ওয়াশিংটনে ছিল গভর্নর, সেই সময় এখানে থাকলে দুনিয়া মাথায় তুলত।'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল নিউহল। ব্লেইন ফিরে আসার আনন্দ মুহূর্তে কর্পূরের মত উবে গেছে। ডেস্কের ওপর থেকে পা নামিয়ে নিল। বেনের সঙ্গে দেখা না হলেই ভালো ছিল, ভাবল। সব কিছু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। সব সময় কেমন যেন অস্থির হয়ে থাকে বেন, ড্রিংক করতে যায় না, আগের মতো আড্ডাতেও যোগ দেয় না। আজ আবার গভর্নরের প্রসঙ্গ তুলে কী-সব বলছে! গভর্নরের কথা একেবারে

ভুলে গিয়েছিল ও। কিন্তু স্টিভ ফরেস্ট মরেছে কয়েক বছর হয়ে গেল—ওপাঠ চুকেছে অনেকদিন।

'ফেন্টন কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না,' বলল ট্রিম, 'সে তো এখানে ছিলই না!'

'ফেন্টন ছাড়াও লোক আছে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল হলেনবেক। 'কেউ কেঁচো খুঁড়তে শুরু করলে সাপ বেরিয়ে আসবে না—জানছি কীভাবে?'

হঠাৎ, ঘেমে নেয়ে উঠল নিউহল। স্টিভ ফরেস্টকে মারতে মারতে সেদিন রাস্তায় শুইয়ে দিয়েছিল ওরা। কিন্তু দয়া চায় নি বুড়ো মানুষটা, বরং তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল তীব্র ঘৃণা। সেই ঘৃণাভরা দৃষ্টি কোনওদিন ভুলবে না নিউহল।

আত্মরক্ষার কোনও সুযোগ দেয়া হয় নি সেদিন বুড়োকে। গানবেল্ট সরিয়ে রাখা হয়েছিল আগেই পরে পেছন থেকে আঘাত করে বেসামাল করে দেয়া হয়। পিস্তল কিংবা ছুরি ব্যবহারের ইচ্ছে ছিল না ওদের। র‍্যাঞ্চার আর মাইনারদের মধ্যে এমনিতেই গোলমাল চলছিল, তার ওপর সেদিন ছিল হপ্তাবার। ঘটনাটিকে মাতাল কোনও মাইনারের কাণ্ড হিসেবে সাজাতে চেয়েছিল ওরা।

'ব্রেইনের জন্যে তোমার মায়া থাকলে,' বলল হলেনবেক। 'ওকে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলো। ব্যাটা ঝামেলা পাকাতে পারে।'

নিউহল বেরিয়ে যেতেই ডেস্কের ওপর পা তুলে দিল হলেনবেক। ব্রেইন যে আগেই শহর ছেড়ে গেছে; নিউহলকে জানানোর দরকার মনে করে নি সে; ওকে আর কিছুই জানানোর প্রয়োজন নেই। চোরাই-সোনা পাচার করার পর নিউহলের একটা ব্যবস্থা করতে হবে, ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

বারান্দার ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রিম নিউহল, রাস্তার দিকে তাকাল। আনকোরা একটা সিগার ঠোঁটে ঝোলাল। বেন হলেনবেকের নিকুচি করি, ভাবল, জাহান্নামে যাক সবাই!

আজকাল আগের চেয়ে অনেক বেশি ড্রিঙ্ক করার ক্ষমতা হয়েছে ওর, কিন্তু তাতে কী লাভ? আগের সেই ফুর্তি কোথায়? সব আনন্দ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, অন্য মানুষ হয়ে গেছে বেন হলেনবেক। কদাচিৎ ওর সঙ্গে মন খুলে কথা বলে, দেখা হলে এমন চেহারা করে যেন জলজ্যান্ত একটা গর্দভ দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে।

ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িযে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকাল ট্রিম নিউহল। হলেনবেকের চিন্তা আবার ফিরে এল মনে। ভয়ঙ্কর মানুষ বেন—বুঝে শুনে চলতে হবে।

আচমকা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল নিউহল। বুঝে শুনে চলবে? নিজেকে ভেবেছে কী হলেনবেক? বেন কিংবা আর কারও সঙ্গে কোন্ দুঃখে বুঝেশুনে চলতে যাবে ট্রিম নিউহল?

মাইকেল ব্রেইনকে আবার শহর থেকে ভাগাতে বলল বেন। ও কীভাবে পারবে সেটা? অনেকদিন পর ব্রেইনের সঙ্গে দেখা হলেও ওর সম্পর্কে অনেক কথা কানে এসেছে; তাছাড়া, দেখার চোখ থাকলে যে কেউ বুঝবে, সাতঘাটের পানি খাওয়া মানুষ ব্রেইন···কোনও সন্দেহ নেই।

ব্লেইনের মতো মানুষকে হত্যা করা সহজ কথা নয়—একা মরবে না সে। মাঝে মধ্যে একেবারে নির্বোধের মতো আচরণ করে বেন। ওর অন্তত বোঝা উচিত, মাইকেল ব্লেইনকে না ঘাঁটানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

নিজেকে চিরদিনই কঠিন মানুষ হিসেবে দেখে এসেছে নিউহল, তবু ওর মাঝে পুরোনো দিনের স্মৃতির প্রতি একটা ভালোবাসা রয়ে গেছে। অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে সে ভালোবাসে। সত্যি কথা বলতে গেলে, নিউহল আজও পরিণত মানুষ হয়ে উঠতে পারে নি; অতীতের কথা ভেবে অনাগত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে ভুলে থাকতে চায়।

আবার বোধ হয় বৃষ্টি আসবে। পাহাড় চূড়ায় মেঘেরা ভিড় জমাচ্ছে। নিউহলের সিগার নিভে গেছে, বিরক্তির সঙ্গে ওটার দিকে একবার তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল সে। বেন সত্যি বদলে গেছে। পুরোনো বন্ধুদের সে আর পাত্তা দেয় না এখন। মস্তিষ্কের গভীরে একটা সতর্ক সঙ্কেত বেজে উঠল, কিন্তু মদ গেলার কথা ভাবছে নিউহল, টের পেল না।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গাছপালা, ঝোপঝাড়, বোল্ডার আর পাথর ধসের পাশ কাটিয়ে বার্ট রেনাল্ডের পেছন পেছন সংকীর্ণ ক্যানিয়ন ধরে এগিয়ে চলেছে মাইকেল ব্লেইন। এক সময় ক্লেইমে এসে পৌঁছুল ওরা। রেনাল্ড বলল, 'ক্যানিয়ন ধরে মোটামুটি ষাটগজ সামনে এগোলেই মিঠে পানির ঝর্না মিলবে। রান্নাবান্না না জানলে খাবার তৈরির কাজটা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি যাও, হাতে মুখে পানি দিয়ে এসো।'

'নিজের হাতের রান্না একবার খেয়েই সাধ মিটে গেছে।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন খুলে নিতে নিতে ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল ব্লেইন। তেমন কিছু চোখে পড়ল না। খনি থেকে খুঁড়ে বের করা পাথর আর মাটির স্তূপে দাঁড়িয়ে আছে রেনাল্ডের শাদামাঠা দুই কামরার কেবিন; তাড়াহুড়ো করে বানানো হলেও মজবুত বলে মনে হচ্ছে। কেবিনের ফুট তিরিশেক দূরে করাল, একধারে ছাপরা বানিয়ে যন্ত্রপাতি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পেছনেই টানেলের প্রবেশ পথ দেখা যাচ্ছে।

ক্যানিয়ন বরাবর আরও সামনে বড় আকারের একটা পাথরের স্তূপ দেখতে পেল ব্লেইন, কিন্তু কোনও কেবিন চোখে পড়ল না।

'ওই ক্লেইমটা কার?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কারও না। সানস্ট্রাইকের ডিসকভারি ক্লেইম ছিল। ওই মেসার ওপর প্রথম সোনা মিলেছিল বলে এখানে ড্রিলিং শুরু হয়; কিন্তু পরে দেখা গেল আসলে পাহাড়ের ওপাশে রয়েছে সব সোনা।'

ওরা যখন খেতে বসেছে, আঁধার নামতে শুরু করেছে ক্যানিয়নে, ঢাকা পড়ে যাচ্ছে রুক্ষ পর্বতমালা। কফিতে চুমুক দিচ্ছে আর পাখির গান শুনছে ব্লেইন। হঠাৎ থেমে গেল কিচিরমিচির। কথা বলছিল রেনাল্ড, ব্যাপারটা সে খেয়াল করেছে কিনা বোঝা গেল না।

'এদিকে লোকজনের চলাচল কেমন?' জানতে চাইল ব্লেইন।

'টানেলটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, আর ষাট ফুটের মতো এগোলেই...কী বললে?'

বিজ্ঞাপন
info@aimraj.com
যেখানেই বাংলার সুর সেখানেই
www.aimraj.com

'জিজ্ঞেস করছিলাম, এদিকে লোকজনের যাওয়া আসা কেমন?'

'এখানে? এখানে লোকে আসতে যাবে কেন? এই ক্লেইম নিয়ে মেতে আছি বলে সবাই আমাকে উন্মাদ ভেবে বসে আছে। গত দু'মাসের মধ্যে একটা মানুষও আসে নি এখানে।'

'ক্যানিয়নটা ওদিকে কদ্দূর গেছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল বার্ট রেনাল্ড। 'কী করে বলি? ওদিকে কখনও গেলে তো? মাইলখানেক যাবার পরই নাকি একটা ফাটলের মতো হয়ে গেছে ক্যানিয়ন, শুনেছি, ওখানে হাত বাড়ালে দু'পাশের দেয়াল ছোঁয়া যায়, হাজার হাজার পাথরের টুকরোয় ভরা।'

উঠে দরজায় এসে দাঁড়াল ব্লেইন। চৌকাঠে ঠেস দিয়ে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। পাহাড়ী সিংহ হবে হয়তো; কিন্তু কেন যেন ওর মন বলছে, কোনও মানুষের উপস্থিতির কারণেই কলরব থামিয়েছে পাখিরা।

'টানেলের ভেতর একটা পাথর ধসিয়ে রেখেছিলাম গতকাল,' বলল বার্ট রেনাল্ড, 'কাল সকালে ওগুলো বের করে এনো। আমাকে আবার শহরে যেতে হবে।'

'শহরটা বেশ সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়েছে আমার কাছে,' বলল ব্লেইন।

'শহরের কথা না-বলাই ভালো। পারতপক্ষে আমি শহরের মাটিতে পা দিই না; নিজের ক্লেইম ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে আলাপও করি না। কোনও কথা কানে এলে চেপে যাই।'

রাত পেরিয়ে ভোর হলো। শহরের পথে রওনা হয়ে গেল রেনাল্ড। টানেলে ঢুকে কাজ শুরু করল মাইকেল ব্লেইন। বেলচা দিয়ে কাজ করতে ভালোবাসে ও, চিন্তাভাবনার জন্যে প্রচুর সময় পাওয়া যায়—সেটাই এখন দরকার।

যদ্দূর বোঝা যাচ্ছে, রেক্স ফেন্টন হাতে ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্যে ক্যাটলম্যানদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে; অনেক মানুষের জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসছে, সন্দেহ নেই।

ফেন্টনের মতো বদমেজাজী, অহঙ্কারী মানুষ নয় বেন হলেনবেক। ফেন্টন কল্পনাও করতে পারবে না, প্রয়োজনে কতখানি নির্মম হতে পারে সে। ওর সঙ্গে লাগতে গিয়ে রেক্স যদি প্রাণ হারাতে চায়, কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু যেভাবে এগোচ্ছে সে, আরও অনেকের প্রাণের ওপর হামলা আসতে পারে।

ফেন্টনকে বিশ্বাস করে ইভ বেনক্রফট, হয়তো ভালোওবাসে। হকিন্সও আগের মতোই অনুগত রয়ে গেছে তার; সে কি জানে ফেন্টনের উদ্দেশ্য?

প্রাচুর্যে ভরে থাকা সত্ত্বেও আতঙ্কে যেন কুঁকড়ে আছে পুরো র‍্যাফটার ক্রসিং। ধন-সম্পদ আর সম্মান হারানোর ভয় করছে সবাই; এবং একথা জানতে বাকি নেই কারও, শিগগিরই অবসান ঘটতে যাচ্ছে সব লুকোচুরির।

এলি প্যাটারসন আর স্টিভ ফরেস্টকে হত্যা করে শহরের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে ওরা। সন্দেহ নেই হলেনবেকের অফিস মারফতই যে কোনও খবর শহরের বাইরে যায়। ওর বাছাই করা লোকদেরই শিফট ইনচার্জ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। কোনও না কোনওভাবে শহরের প্রতিটি লোকই হয়তো

চাইছে, যেমন চলছে সেভাবেই চলুক সব কিছু।

তারপর আছে ইয়ান অগিলভি।

একমাত্র ইয়ান অগিলভিকেই স্বপক্ষে পাবার আশা করতে পারে ব্লেইন। ও যদ্দূর জানে, লোকটা ন্যায়ের প্রশ্নে অবিচল। ওর লক্ষ্য খুবই সরল: শহরের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব তার, যে কোনও মূল্যে সেটা পালন করবে সে। একটা জিনিস পরিষ্কার, এখানকার ঘটনাবলী সম্পর্কে ধারণা রাখলেও ইয়ান অগিলভি এসবে জড়িত নয়। কিন্তু ওর কাজে বাধা না হলে এদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপও নিতে চাইবে না সে।

কাজ করতে করতে ভাবছে ব্লেইন। পাথরের টুকরোয় হুইলবাররো ভরে উঠলে প্ল্যাংকরানওয়ের ওপর দিয়ে ঠেলে বাইরে এনে ওগুলো জমা করল। টানেলে ফিরবে বলে ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, হঠাৎ দেখল ইভ বেনক্রফট ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে আসছে।

'অনর্থক পরিশ্রম করছ,' কাছে আসার পর বলল মেয়েটা। 'এই খনিতে এক রত্তি সোনাও মিলবে না।'

'আমারও তাই ধারণা,' মেয়েটার এখানে আসার কারণ অনুমান করার চেষ্টা করল ব্লেইন।

ইভের দৃষ্টিতে কাঠিন্য ফুটে উঠল। 'তুমি আমাদের পক্ষে চলে এসো, মাইকেল।'

হুইলবাররো ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ব্লেইন। 'তুমি পক্ষ বেছে নিয়েছ?' ঠেলে হ্যাট সরিয়ে হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছল সে। 'জনা কয়েক মাইনার মেরে ওদের ঠেকাতে পারবে ভেবেছ?'

অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করল ইভ বেনক্রফট। 'লড়াই শেষ হলে আবার ক্যাটল-টাউন হবে র‍্যাফটার ক্রসিং–শুধুই গরুর ব্যবসা চলবে এখানে–আর কিছু না!'

'মরা লাশের ওপর থেকে শকুন তাড়ানো অত সহজ নয়।'

'রেক্সের ধারণা অন্যরকম।'

'সাধ্যের বাইরে কাজে হাত দেয়া রেক্সের স্বভাব–কিন্তু সেও এতটা সাহস করবে বলে মনে হয় না।'

এবার রাগে ফুঁসে উঠল মেয়েটা। 'আগেও এখানকার প্রভাবশালী লোক ছিল রেক্স, আবার আগের ক্ষমতা ফিরে পাবে ও। রেক্স যখন এসে পড়েছে–ঠিকই পারবে ও।'

'ইভ,' ধৈর্যের সঙ্গে বলল ব্লেইন, 'ফেন্টনের কারণে বিপদে পড়বে তুমি। কোনওকালেই কোনও ক্ষমতা ছিল না তার, নতুন করে ক্ষমতা পাবারও আশা নেই। তুমি যখন ছোট ছিলে, এখানে মোটামুটি একটা র‍্যাঞ্চ ছিল রেক্সের, কিন্তু ওটা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে নি সে। অথচ চাইলে ওই র‍্যাঞ্চ নিয়েই সুখে থাকতে পারত।

'সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাতে চেয়েছিল। তাই স্টিভ ফরেস্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টাকা উড়িয়েছে। যা বলছিলাম, অতি বাড়-বাড়ায় ওকে দেশছাড়া করা

হয়েছিল, এবার কবর দেয়া হবে।'

'হিংসা হচ্ছে, না? ওকে তোমার খুব ভয়।'

'রক স্প্রীংসে ওকে কেমন পিটুনি দিয়েছিলাম, জিজ্ঞেস করে দেখো। আসলে কী জানো, ইভ, আজ পর্যন্ত একটা লোক আমি দেখি নি যে রেক্সকে পরোয়া করে।'

রাগে আড়ষ্ট হয়ে গেল ইভ, ঝট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। 'শেষবারের মতো চেষ্টা করে গেলাম। এখান থেকে ভাগো, মাইকেল ব্লেইন, যত তাড়াতাড়ি পারো। পরে আর সুযোগ পাবে না।'

ক্যানিয়ন ধরে দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল ইভ, বিষণ্ন চেহারায় সেদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ব্লেইন। মেয়েটা সুন্দরী, সন্দেহ নেই, অথচ রেক্স ফেন্টনের মতো মানুষের প্রেমে পড়েছে। এই ধরনের মেয়েরা অবশ্য কখনওই ভেবেচিন্তে এগোয় না...তবে রেক্সের যে খুব বয়স হয়েছে, তা নয়—বড়জোড় সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে; বিশের কাছাকাছি কোথাও হবে ইভের। বয়সের এই পার্থক্য পশ্চিমে অস্বাভাবিক নয়।

অন্ধ আক্রোশে তাড়িত রেক্স ফেন্টন নিজের লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে অসংখ্য মানুষের জীবননাশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে। জীবনভর হেরে এসেছে লোকটা, এবার মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা চালাবে। নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কারও কথা ভাববে না, এমন কী ইভের কথাও নয়—সমস্যা সেখানেই।

ঘর্মাক্ত কলেবরে টানেলের ভেতরে কাজ করতে করতে হঠাৎ সমস্যা সমাধানের একটা উপায় পেয়ে গেল ব্লেইন। দু'টো খনির আসল চেহারা লোকের সামনে ফাঁস করে দেয়া গেলে, বেন হলেনবেক গ্যাং আর লড়াইতে জড়িয়ে পড়তে চাইবে না, অন্যদিকে রেক্স ফেন্টনও পিছিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

খনি দুটোয় প্রচুর সোনা থাকার খবর ফাঁস হলে ওগুলো কেনার উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে হলেনবেকরা। সোনার লোভে স্রোতের মতো বাইরে থেকে লোক আসতে শুরু করবে। চোরাই-সোনা কেনাবেচার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। ফেন্টন এতদিন ধরে যাই বুঝিয়ে থাকুক, র‍্যাঞ্চাররা বুঝতে পারবে, র‍্যাফটার ক্রসিং থেকে খনি উচ্ছেদ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু সেটা করার কী উপায়? ওর মতো কুখ্যাত একজন ভবঘুরে কাউহ্যান্ডের মুখের কথা কে বিশ্বাস করবে? ওর কথা প্রমাণ করার জন্যে সোনার নমুনা লাগবে। চোরাই-সোনা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে জানতে হবে। নইলে অপকর্ম ফাঁস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো নিয়ে সটকে পড়বে ওরা। সেক্ষেত্রে ক্রিস টেনিসন তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে।

টানেল থেকে ভাঙা পাথর বের করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে এল প্রায়। বেরিয়ে ঝর্না থেকে এক বালতি পানি নিয়ে এল ব্লেইন, চুলোয় চাপাল। পানি ফুটতে শুরু করার আগেই গোসল সেরে এল। তারপর কফি আর স্যান্ডউইচ তৈরি করতে বসল। শহরে গেলে পেট ভরে খেতে পারত, কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে ব্লেইন জানে, না খেয়ে পথে নামার মতো নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারে না...বিপদের কথা কে বলতে পারে?

শহরে গেলে ইয়ান অগিলভির সঙ্গে দেখা করতে হবে ওকে।

পাঁচ

রোল-টপ ডেস্কের ওপর পা তুলে পত্রিকার পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল ইয়ান অগিলভি। মাইকেল ব্লেইন ঢুকতেই নির্লিপ্ত চেহারায় মাথা ঝাঁকিয়ে স্বাগত জানাল।

'কী বলতে এসেছ,' বলল সে বিরস কণ্ঠে, 'বলে ফেলো।'

'এ শহরের সব দুর্নীতির অবসান ঘটাতে যাচ্ছি, আমি চাই তুমি আমার পক্ষে থাকো।'

মুখ থেকে সিগারের গোড়া নিয়ে সাবধানে নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলল অগিলভি। বেশিদিন শান্তিতে কাজ করা যাবে না, মনে রাখা উচিত ছিল ওর।

আস্তে আস্তে পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অগিলভির কাছে তুলে ধরল ব্লেইন। রেক্স ফেন্টন ফিরে এসেছে, ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সব র‍্যাঞ্চার। ক্রিকের পানি দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে অচিরেই হামলা চালাবে ওরা—রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।

পাল্টা আঘাত হানবেই হলেনবেক। কিন্তু সংঘর্ষে যে পক্ষই জিতুক, ধ্বংস হয়ে যাবে র‍্যাফটার ক্রসিং। বেন হলেনবেক যে খনি মালিকদের ঠকিয়ে আসছে, সেটা জানাতেও ভুলল না ব্লেইন।

'কিন্তু র‍্যাফটার ক্রসিংয়ের মানুষ নয় তারা,' ঠাট্টার সুরে বলল অগিলভি, 'তাই আমার ওনিয়ে মাথাব্যথা নেই।' নতুন একটা সিগার ধরাল সে। 'তা সংঘর্ষ কীভাবে ঠেকানো যাবে বলে তোমার ধারণা?'

'হলেনবেককে অ্যারেস্ট করে, ফস্টার, নিউহল—এদেরও। সবক'টাকে জেলে ভরে তারপর খনিতে যাও, প্রমাণ যোগাড় করো।'

'আর ফেন্টন?'

'ভুলে যাও। পাঁচজন বড় র‍্যাঞ্চারকে ডেকে ওদের যেভাবে হয় শান্তি বজায় রাখতে নির্দেশ দাও। মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া কিছুই করার থাকবে না ফেন্টনের।'

'কিন্তু ওরা আমার কথা না শুনলে?'

'সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে। একমাত্র ফেন্টন ছাড়া কেউই এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে চায় না। ওই লোকটা বদ্ধ উন্মাদ।'

চিন্তিত চেহারায় কয়েক মুহূর্ত সিগারের গোড়া চিবুল শেরিফ। ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে নিল! 'এবার আমার কথা শোনো। সোনা চুরি ঠেকানোর দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয় নি। শহরে যাতে গোলমাল না হয় সেটা দেখা আমার কাজ; সে দায়িত্বই পালন করছি আমি। তুমি কে, কাজ শেখাতে এসেছ আমাকে!

'ফেন্টন কোনওরকম গোল বাধানোর চেষ্টা করলে শেষ করে দেব ওকে। তোমাকেও ছাড়ব না। বেন হলেনবেক গোলমাল করবে না, সে নিজেই চায় সব কিছু শান্ত থাকুক। তুমি এখানে ঝামেলা করতে গেলে প্রাণ খোয়াবে। কিছু প্রমাণ করতে পারবে না।

'একটা কথা তোমার জানা নেই,' থামল না অগিলভি, 'দুটো খনির মাঝামাঝি

কোনও জায়গা থেকে আসছে সব সোনা। সামান্যতম গোলমালের আশঙ্কা দেখলেই বোমা ফাটিয়ে সব টানেল বন্ধ করে দেয়া হবে। সব প্রমাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; উল্টো বোকা বনবে তুমি।'

উঠে দাঁড়াল শেরিফ। 'সুতরাং পণ্ডশ্রম না করে কেটে পড়ো। আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, এরপর যদি তোমাকে শহরে দেখি, কিছু হলে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।'

রাগ হলো ব্রেইনের। অসহায় লাগছে নিজেকে। এই লোকটাকে ওর দরকার। কিন্তু ও যদি গোঁ ধরে বসে থাকে, সংঘর্ষ ঠেকানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কীভাবে টলানো যায়?

'শেষ কথা বলে দিলাম,' বলল অগিলভি, 'যাও ঘোড়ায় চেপে জলদি রাস্তা মাপো।'

'আমাকে চিনলে একথা বলতে না, অগিলভি!'

হাতের ঝাপ্টায় ব্রেইনের কথা উড়িয়ে দিল শেরিফ। 'তোমাকে চিনতে বাকি নেই আমার। নসেস ক্যাট্ল-ওঅরে লড়েছ, দু'বছর টেক্সাস রেঞ্জার ছিলে—অনেক নাম কিনেছ; সিম্যারন আর ডুয়াংগোর অনেকে চেনে তোমাকে—কিন্তু আমার কিছু যায় আসে না।'

বেল্টের পেছনে দু'হাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে সোজা হয়ে দাঁড়াল ব্রেইন। 'টাসকোসায় এক রাত্রির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ইয়ান অগিলভির দু'টি হাত। সামনে ঝুঁকে এল সে, কাঁধের পেশিতে টান পড়ল।

'পূর্ণিমা রাত ছিল,' বলল ব্রেইন, 'কটনউড বনে একজনের জন্যে অপেক্ষা করছিলে তুমি। হঠাৎ ক্যানাডিয়ান রিভার থেকে এক রাইডার উঠে আসতেই ওকে সেই লোক ভেবে...'

শাদা হয়ে গেছে অগিলভির চেহারা।

'...ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলে তুমি, ডাকলে তাকে, তারপরেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালে। মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তুমি পিস্তল বের করার আগেই সেই লোকের হাতে পিস্তল উঠে এল। লোকটা কথা বলল যখন, বুঝতে পারলে, লোক চিনতে ভুল হয়ে গেছে ঠিক?'

'ঠিক।'

'ফাঁকায় দাঁড়িয়ে হতভম্ব চেহারায় অচেনা লোকটার দিকে তাকিয়েছিলে তুমি। তোমাকে হত্যা করার সুযোগ আর অধিকার দু'টোই ছিল তার। কিন্তু তোমাকে না মেরে চলে যায় সে; জানতেও পার নি, ড্র'তে তোমাকে হারিয়ে দিল যে লোক তার পরিচয় কী?'

'এসব হয়তো কারও কাছ থেকে জেনেছ তুমি।'

'আমি অন্তত কাউকে বলি নি।'

'বেশ তো, একবার তোমার কাছে হেরেছি, তার মানে এই নয়, আবারও হারব।'

বছরের পর বছর সেই লোকটার ছায়া তাড়া করে ফিরেছে অগিলভিকে। আলো-ছায়ায় রাতে তার চেহারা দেখার সুযোগ হয় নি। আজ এতদিন পর তার পরিচয় জানার সুযোগ হলো।

'এখানে তোমার কীসের স্বার্থ, বলো তো? অস্বীকার করছি না, আমি তোমার কাছে ঋণী। সেদিন আমাকে হত্যা করার অধিকার থাকলেও ছেড়ে দিয়েছিলে।'

'এলি প্যাটারসন আমার বন্ধু ছিল...আমার জড়িয়ে পড়ার সেটা একটা কারণ; এছাড়া সোনা চুরি বন্ধ করে চোরাই-সোনা উদ্ধারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে।'

প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অগিলভি। 'দায়িত্ব দেয়া হয়েছে? বাইরের লোককে কেন একাজ দিতে যাবে ওরা?'

মৃদু হাসল ব্লেইন। 'কারণ তোমাকে দিয়ে হবে না। তুমি চাও, যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলুক সব কিছু।'

দাঁতের ফাঁকে সিগার ঠেসে দিল অগিলভি। 'এতসব ব্যাপার জানা ছিল না আমার। ভেবে দেখতে হবে। তুমি কিন্তু তৈরি থেকো, বুঝলে?'

'তাড়াতাড়ি ভাব তাহলে,' বলল ব্লেইন। 'কাল দুপুর নাগাদ কাজে নামতে যাচ্ছি আমি। আমার পক্ষে থাকবে নাকি পালাবে ঠিক করে নাও।'

র‍্যাফটার ক্রসিং শহরের লাল ইটের চমৎকার বাড়িটার মালিকের নাম ডাক্তার রবার্ট ক্রুস।

মেডিকেল স্কুলের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ক্রুস ইচ্ছে করলে পুবের যে-কোনও শহরে অনায়াসে প্র্যাকটিস করতে পারত; কিন্তু যুদ্ধ পাল্টে দিয়েছে সব কিছু। ফিলাডেলফিয়ার সবচেয়ে খ্যাতিমান ডাক্তারের অধীনে বছরখানেক কাজ করার পর সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় ও। সৈনিকের রুক্ষ জীবন আর সহকর্মীদের প্রভাবে ফিলাডেলফিয়ায় ফেরার ইচ্ছে লোপ পেল। পশ্চিমে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত নিল। ওর স্ত্রী ফিলাডেলফিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হলেও কোনওরকম আপত্তি করে নি।

কিছুদিন আর্মি সার্জন হিসেবে নিউ মেক্সিকো আর অ্যারিজোনার বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছে ক্রুস। চাকরি ছাড়ার পর এক দূর সম্পর্কের ভাই, র‍্যাফটারের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, ক্রুস বক্সলেইটনারের উৎসাহে বছর দুয়েক হলো এখানে চলে এসেছে। স্থায়ীভাবে এখানে বাস করার চিন্তা ভাবনা করছে ওরা।

দীর্ঘদেহী, সুদর্শন রবার্ট ক্রুসের বয়স তিরিশ; যে কোনও কাউহ্যান্ডের মতোই বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী।

চারপাশে লোকজনের উপস্থিতি ভালোবাসে ক্রুস। ক্রিস টেনিসন এখানে বেড়াতে আসায় খুশি হয়েছে সে।

এই মুহূর্তে সাপারে বসেছে ওরা। ক্রুস বক্সলেইটনারও আছে ওদের সঙ্গে। খেতে খেতে হঠাৎ মাথা তুলে ক্রিসের দিকে তাকাল ডাক্তার রবার্ট। 'তোমাকে কিন্তু বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে,' বলল সে। 'আজও ঘোড়া হাঁকিয়েছ?'

'না, বাকবোর্ড নিয়ে বেরিয়েছিলাম একটু। আস্তাবলের বুড়োর কাছ থেকে বাকবোর্ড ভাড়া করে গ্লোরিহোলের ওদিক থেকে ঘুরে এসেছি।'

'ওই বুড়ো,' হালকা কণ্ঠে বলল ডাক্তার, 'এক কালে কিন্তু ভয়ঙ্কর এক আউট-ল ছিল।'

'তাই? ওকে কিন্তু চমৎকার মানুষ বলে মনে হয়েছে আমার।'

'নতুন একজনকে শহরে দেখলাম আজ,' বলল ডাক্তারের স্ত্রী, ডরোথি, 'দেখতে শুনতে ভাল, পোশাকআশাকে মনে হলো ভবঘুরে কেউ—শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে আসছিল।'

'কথা প্রসঙ্গে মনে পড়ল,' বলল ডাক্তার রবার্ট, 'বেন হলেনবেক তোমার কথা জানতে চাইছিল। তোমাকে একা একা বাকবোর্ড নিয়ে ঘুরতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে সে।'

'মিস টেনিসন যখন একজন সুন্দরী মহিলা,' বলল বক্স্লেইটনার, 'বেন হলেনবেককে দোষ দেয়া যায় না।'

'ওহ্-হো, ধন্যবাদ, মিস্টার বক্স্লেইটনার,' হেসে ফেলল ক্রিস, 'কিন্তু অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে।'

'বেন জানতে চাইছিল, তুমি সানফ্রান্সিস্কো থেকে এসেছ কিনা,' বলল ডাক্তার রবার্ট। 'কিন্তু ফিলাডেলফিয়ার কথা বলতেই মনে হলো, সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলল।'

'আচ্ছা? তার মানে ফিলাডেলফিয়ার মেয়ে তার অপছন্দ!' চেঁচিয়ে উঠল ডরোথি। 'বললেই হত, সানফ্রান্সিস্কোতে ক্রিসের চাচা থাকে···অনেক পয়সাঅলা লোক।'

চিন্তিত চেহারায় ক্রিসের দিকে তাকাল বক্স্লেইটনার, কিছু বলল না। ক্রিসের চেহারায় সূক্ষ্ম পরিবর্তন রবার্টের দৃষ্টি এড়াল না।

খাবার পালা চুকলে রবার্ট আর বক্স্লেইটনার একসাথে বসে ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিতে দিতে আলাপ করতে লাগল। হঠাৎ বক্স্লেইটনার বলল, 'মিস টেনিসনের মতো সুন্দরী একটা মেয়ের একা একা যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়। খনি এলাকায় কতরকম মানুষের আনাগোনা, কে বলতে পারে কী থেকে কী হয়ে যায়!'

'নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা ক্রিসের আছে, ব্রুস। আর এখানকার লোকজন সত্যিকার অর্থেই ভালোমানুষ। তাছাড়া, সবাই জানে, ক্রিস এখানে আমার অতিথি।'

'ঘণ্টাখানেক পর, বাড়ি ফেরার পথে ব্রুস বক্স্লেইটনার ভাবল ডাক্তারের শেষ কথায় ওর প্রতি কোনওরকম হুমকি বা সতর্কবাণী ছিল নাতো?'

ব্রুস বক্স্লেইটনার বিদায় নিলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পাইপ ধরাল রবার্ট। ক্রিস এখানে হাওয়া বদল করতে এসেছে বললেও তার যে কোনও প্রয়োজন নেই সেটা বুঝতে ডাক্তার হওয়ার দরকার পড়ে না। চমৎকার স্বাস্থ্য মেয়েটার, তাহলে দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে র‍্যাফটারে এসেছে কেন? প্রেমে ব্যর্থতার কারণে? অসম্ভব। এক আধবার চিন্তিত দেখালেও ওকে কখনও কান্নাকাটি করতে দেখা যায় নি।

ওদিকে রীতিমত অন্যায় আগ্রহ প্রদর্শন করেছে বেন হলেনবেক। সানফ্রান্সিস্কোতে ক্রিসের চাচা আছে শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে বক্স্লেইটনার।

কেন? জবাবটা সহজ। খনির সোনায় টিকে আছে র‍্যাফটার ক্রসিং। খনি দুটোর মালিক কে? সানফ্রান্সিস্কোর কেউ একজন।

প্রতিদিন ঘোড়া অথবা বাকবোর্ড নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ক্রিস। প্রায় একই জায়গায় ঘোরাঘুরি করে সে। সেকি শুধু কৌতূহল? নাকি নির্দিষ্ট কোনও উদ্দেশ্য আছে?

বেন হলেনবেক একটা কিছু সন্দেহ করেছে। ডাক্তার রবার্টের বিশ্বাস, খনি দু'টোর মালিকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ক্রিসের। ওর ধারণা সত্যি হলো, মহা বিপদের মধ্যে আছে মেয়েটা।

লিভারি স্ট্যাবলের বুড়ো পিকো ডাক্তার রবার্ট ক্রুসের পরিচিত। বুড়ো আউট-ল যখন প্রথম র‍্যাফট্যারে এল, রবার্টই তার একটা পায়ের মারাত্মক ক্ষতের চিকিৎসা করে দিয়েছিল—কথাটা আজও কেউ জানে না। পোড়খাওয়া বুড়ো মানুষটাকে পছন্দ করে ও, বুড়োও ওকে খুব ভালোবাসে।

পাইপে তামাক ভরতে ভরতে রবার্ট ভাবল, পিকোর সঙ্গে আলাপ করতে হবে, বুড়োর অজান্তে এ-তল্লাটে কিছু হওয়ার উপায় নেই—ওর কাছে প্রচুর খবর মিলবে। ক্রিস টেনিসন ওর অতিথি, যেভাবে হোক, ওর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

পাইপ টানতে টানতে মনোযোগের সঙ্গে সমস্যার সব দিক খুঁটিয়ে বিচার করল রবার্ট ক্রুস। অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌছুল: সত্যিই বিপদে আছে ক্রিস টেনিসন।

পাইপ রেখে রাইফেল র‍্যাকের সামনে এসে দাঁড়াল রবার্ট ক্রুস। যত্নের সঙ্গে সবগুলো অস্ত্র পরখ করল। তারপর একটা আর্মি কোল্ট নিয়ে গুলি ভরা আছে কিনা দেখে কোমরের বেল্টে গুঁজল।

এখন থেকে সশস্ত্র থাকবে ও।

ছয়

কয়েক ঘণ্টা আগের কথা।

উত্তেজিত অবস্থায় ইয়ান অগিলভির অফিস থেকে বেরিয়ে এল মাইকেল ব্লেইন। ওর মন বলছে, সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। টাকার লোভে নয়, এলি প্যাটারসনের ভাইঝি বলেই ক্রিস টেনিসনের কাজ হাতে নিয়েছে ও। তবে, পাঁচ লাখ ডলারের শতকরা দশভাগ গরুর ব্যবসায় খাটালে কী হতে পারে সেটাও অজানা নেই।

একটা দালানের কোণে দাড়িয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাল ব্লেইন।

চোরাই-সোনার গোপন ভাণ্ডার খুঁজে বের করতে হবে ওকে। সেই সঙ্গে ওরা যেন সোনা সরিয়ে ফেলতে না পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। ওর সমস্ত অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা কিছু করা দরকার। এতে ওর বিপদে পড়ার আশঙ্কা থাকলেও অভিজ্ঞতা থেকে জানে, দুষ্কৃতকারীদের উত্যক্ত করা শুরু করলে ওরা দিশেহারা হয়ে পড়ে, এবং ভুল করে।

সেজন্যেই ইয়ান অগিলভিকে খেপিয়ে দিয়ে এসেছে ও। এখন শেরিফ যা-ই করুক, ওর কাজে আসবে সেটা। লোকটা শুধু কৌতূহলী হয়ে উঠলেই হয়–আর কিছু লাগবে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রেইন যখন এসব ভাবছে, হঠাৎ নেভাদা হাউসের দরজায় এসে দাঁড়াল বেন হলেনবেক। তীব্র দৃষ্টি হানল ব্রেইনের দিকে। সহসা বুঝতে পারল ব্রেইন, অপেক্ষার পালা শেষ হয়ে গেছে, লড়াইতে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে ও।

ওকে মোকাবিলা করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে হলেনবেক। ব্রেইন এগিয়ে যেতেই সে মুখ খুলল। 'হাল্লো, মাইকেল। পুরোনো দিনের খাতিরে এসো না এক রাউন্ড ড্রিংক করা যাক?'

'সময় নেই, বেন।' ঠোঁটে বেপরোয়া হাসি ফুটিয়ে তুলল ব্রেইন! 'তোমার বারটা বাজাতে যাচ্ছি আমি।'

বেন হলেনবেকের চেহারায় কোনও পরিবর্তন হলো না। 'মাইকেল,' বলল সে, 'তুমি দয়া করে শহর ছাড়লেই আমরা সবাই খুশি হই।' পকেট থেকে এক তোড়া নোট বের করে আনল। 'যদি টাকা লাগে–'

'আমাকে চেনো তুমি। মাইকেল ব্রেইন টাকায় বিকোয় না।'

'এলি প্যাটারসন মরে গেছে, মাইক। ওই ব্যাপার নিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে গেলে খামোকা অনেকেই দুঃখ পাবে।'

'আমি সেটাই চাই।'

'তার মানে তুমি যাচ্ছো না?'

ব্রেইনকে নিয়ে কী করা যায় ভাবছে হলেনবেক। তাড়াতাড়ি কাজ হয় এমন কিছু করতে হবে।

'বেন?' মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল ব্রেইন; ওর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, সতর্ক হয়ে উঠল হলেনবেক। 'তুমি নিজেই চলে যাও না কেন?'

রীতিমত চমকে গেল হলেনবেক। ঝট করে তাকাল ব্রেইনের দিকে, দু'চোখ বিস্ফারিত। 'আমি? আমি যাব কেন?'

'ভেবে দেখো, বেন, আমরা কেউই কচি খোকা নই। আমার পরামর্শ শোনো, তুমি চলে যাও। টাকা-পয়সা তো কম জমাও নি–ও নিয়েই কেটে পড়ো না? বিশ্বাস করো, এখানকার খেল খতম হয়ে গেছে।'

রেগেমেগে জবাব দিতে গিয়েও কী ভেবে বিরত রইল হলেনবেক। বুঝতে পারছে, ব্রেইনের মেজাজ তেতে আছে। ওর সঙ্গে গানফাইটে জড়িয়ে পড়তে চায় না। তাছাড়া, মিথ্যে বলে নি ব্রেইন।

দেশলাই জ্বেলে প্রচুর সময় নিয়ে চুরুট ধরাল হলেনবেক। হঠাৎ সারা শরীর কেঁপে উঠল তার অজানা আশঙ্কায়।

হলেনবেকের মনে একটা ভয় সবসময়ই ছিল, ব্রেইনের স্পষ্ট ভাষণে হতাশায় রূপ নিল সেটা। এসব কাজে প্রতি মুহূর্তে সন্দেহ আর দ্বিধায় ভুগতে হয়, এখন সবার ভেতর সেটা আরও জোরাল হয়ে উঠেছে–বুঝতে না পারার কোনও কারণ নেই। কিন্তু বেন হলেনবেক শক্ত মানুষ–দ্রুত সামলে নিল নিজেকে।

'ঝুঁকিটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, মাইক। কী চাও তুমি, বলো তো?'

'এলির হত্যাকারীকে।'

চকিত দৃষ্টিতে তাকাল হলেনবেক। 'এলি? মানুষ আগেও মরেছে, মাইকেল, ভবিষ্যতেও মরবে। ওকে নিয়ে শুধু শুধু মাথা ঘামানো কেন?'

ব্লেইনকে টলাতে শেষ চাল দিল হলেনবেক। 'তারচেয়ে বরং আমাদের দলে এসো। অনেক টাকা পাবে।'

'এলির খুনীকে আমার হাতে তুলে দাও।'

সিগারে টান দিল হলেনবেক। 'হয়তো দিতেও পারি।' জেনেশুনেই মিথ্যে কথা বলল সে। 'আমাকে ক'টা দিন সময় দিতে হবে।'

'বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা।' নড়েচড়ে দাঁড়াল ব্লেইন। 'কিন্তু আবার বলছি, হাতে যা আছে তা নিয়েই ভাগো। তোমার দিন শেষ হয়ে গেছে।'

হঠাৎ ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ব্লেইন। বেন হলেনবেকের সঙ্গে সরাসরি লড়াইতে নামার ইচ্ছে নেই। আগেও কঠিন লোক ছিল সে, এখন আরও ভয়ঙ্কর হয়েছে।

নিজের চারপাশে নিরাপত্তার যে কঠিন দেয়াল গড়ে তুলেছে হলেনবেক, ছলে-বলে কৌশলে তাতে ফাটল ধরাতে হবে। তাহলেই আতঙ্কের বীজ অঙ্কুরিত হবে, তাসের ঘরের মতো ধসে পড়বে তার সাম্রাজ্য। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে হৈ-চৈ শুরু হয়ে যাবে সবার মধ্যে।

ফস্টার…ফস্টারই এদের ভেতরে সবচেয়ে দুর্বল লোক; ট্রিম নয়, শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে ট্রিম নিউহল। তবে ট্রিমের সঙ্গে ঝামেলা করতে চায় না ব্লেইন–ওর পুরোনো দিনের সঙ্গী সে। ফস্টারকে গুঁড়িয়ে দিতে পারলে নিউহল আপনাআপনি বাদ পড়ে যাবে। তারপর এ লড়াইতে নামতে হবে হলেনবেককে।

নির্বোধ নয় মাইকেল ব্লেইন, জানে সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। ইচ্ছে করে সবাইকে খেপিয়ে তুলছে ও, অথচ এছাড়া অন্য কিছু করার নেই। ধীরে সুস্থে এগোনোর সময় বা ধৈর্য নেই।

এখন সবার আগে ক্রিস টেনিসনকে শহর থেকে সরিয়ে নিতে হবে। আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকতে হবে ওকে; ক্রিসের দিকে নজর দেয়ার সুযোগ হবে না।

আগামীকালের সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য হয়তো ওর হবে না, ভাবল ব্লেইন। জীবনের ভয়ঙ্করতম বিপদের দিকে এগিয়ে চলেছে ও, একা। এভাবেই কোনও একদিন নাম না জানা কোনও ক্যানিয়নে রসদপত্র কিংবা গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় হয়তো প্রাণ হারাতে হবে।

এসব কথা মনে এলেই ব্লেইন বিষণ্ন বোধ করে। নিজের জন্যে কখনও ভাবে না ও–মারা গেলে দুঃখ করবে, কাঁদবে, এমন কেউ নেই এই বিশাল পৃথিবীতে। কেউ মনে রাখবে না ওকে।

এসব চিন্তাভাবনায় এর আগে খুব একটা আমল দেয় নি ব্লেইন, কিন্তু আজ হলো কী? অবচেতনায় কি মৃত্যুর আশঙ্কা করছে? সত্যিই কি হিসেব চুকোনোর সময় এসে গেছে?

প্রেমের বাঁধনে আজ পর্যন্ত বাঁধা পড়ে নি ব্লেইন, কোনও মেয়ের প্রতি কখনও কোনওরকম দুর্বলতা অনুভব করে নি। এখানে-ওখানে দু'চারজন মেয়ের সঙ্গে

পরিচয় হলেও কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মায় নি। মনে মনে যেন বিশেষ কোনও নারীকে খুঁজে ফিরছে ও।

হঠাৎ মনের পর্দায় একটা চেহারা ভেসে উঠতেই মিইয়ে গেল ব্রেইন। এই মেয়ের সঙ্গী হওয়ার যোগ্যতা ওর নেই। ক্রিস টেনিসন অন্য জগতের মানুষ।

অন্তরের গভীরে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছে, একদিন না একদিন কাঙ্ক্ষিত নারীর দেখা মিলবেই। একটা ছোট্ট সংসার গড়বে··· কচি কচি ছেলে মেয়ে খুদে পা ফেলে ঘুরে বেড়াবে বাড়ির উঠোনে···স্বপ্ন দেখেছে···অথচ এই স্বপ্ন দেখার বিলাসিতা ওর সাজে না।

সতর্কতার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভাবল এবার মাইকেল ব্রেইন। সন্দেহ নেই, ঠিক জায়গাতেই টোকা দিয়েছে ও। বেকার বসে থাকবে না ইয়ান অগিলভি। অন্তত এদিক-ওদিক খোঁজ-খবর করবে, গোলমাল এড়াতে চাইবে। বেন হলেনবেকও গোপনে একটা কিছু করতে চাইবে।

লিভারি স্ট্যাব্‌ল থেকে ঘোড়া নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মাইকেল ব্রেইন, তারপর ঘুর পথে আবার ডাক্তার রবার্ট ক্রুসের বাড়ির পেছনে এসে উপস্থিত হলো। বিশাল বিশাল কটনউডের পাতা বাতাসের ছোঁয়ায় দুলছে হচ্ছে এখানে।

স্যাডল থেকে নেমে গাছপালার আড়ালে ঘোড়া বেঁধে রাখল ব্রেইন। ক্রিসের সঙ্গে দেখা করতে হবে ওকে। সম্ভব হলে মেয়েটাকে শহর ছাড়তে রাজি করাতে হবে।

ডাক্তার-বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎ বড়সড় একটা গাছের আড়ালে থেমে কান খাড়া করল ব্রেইন। রাতের নিস্তব্ধতায় কিচেন থেকে থালাবাসনের ঝনঝন আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেল ব্রেইন।

কাছেই কী যেন নড়ে উঠল হঠাৎ, কেউ একজন বলল, 'এবার বলো, এখানে কী চাই?'

'ক্রিস টেনিসনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'এই অসময়ে? ক্রিসের সঙ্গে পরিচয় থাকলে কাল এসো।'

এবার ক্রিস বাধা দিল ওদের আলাপে। 'ঠিক আছে, রবার্ট। আসতে দাও ওকে।'

গেট খুলে পেছনের উঠোনে ঢুকল ব্রেইন। রান্নাঘরের বাতি নিভিয়ে দেয়ায় এদিকটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল ব্রেইন। 'বেশ,' পুরুষ কণ্ঠটি বলল অবশেষে, 'মিস টেনিসন যখন বলেছে, এসো আমার সঙ্গে।' খানিক বিরতি। 'আমি ডাক্তার রবার্ট ক্রুস।'

ঘাড় কাত করে শোনার চেষ্টা করল ব্রেইন, হঠাৎ ফাঁদে পা দেয়ার আশঙ্কা করছে। 'ক্রুস বক্সলেইটনার তোমার কেমন ভাই?'

'চাচাত ভাই, তবে অনেক দূর সম্পর্কের।'

'অ।'

'ভেতরে চলো?'

একটু ইতস্তত করে রবার্টের পেছন পেছন কিচেন হয়ে আলোকিত করিডর

ধরে লিভিং রুমে পৌঁছুল ব্লেইন।

'ড্রিঙ্ক?'

'না, থাক।'

একে অন্যকে জরিপ করল ব্লেইন আর রবার্ট। 'কফি?' বলল ডাক্তার। 'এমনিতে আমরা চায়ের ভক্ত, তবে কফিরও ব্যবস্থা আছে।'

'তাহলে চা,' বলল ব্লেইন। 'এক ইংরেজের সঙ্গে একবার ক্যাম্পে রাত কাটিয়েছিলাম, সে-রাতে চা খেতে ভালোই লেগেছে।'

ক্রিস আসতেই চলে যেতে উদ্যত হলো রবার্ট। 'তোমরা কথা বলো,' বলল সে, 'আমি ডরোথিকে বলে আসছি।'

'না, তুমিও থাকো,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ব্লেইন। 'তোমারও সব কিছু জানা দরকার। অবশ্য দু'একদিনের মধ্যে এমনিতেই সব জানতে পারতে।'

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে লিভিংরুমে পা রাখল ডরোথি।

'ম্যা'ম,' বলল ব্লেইন, 'আমার নাম মাইকেল ব্লেইন, একটা খারাপ খবর নিয়ে এসেছি।'

সাত

রাগে ক্রোধে সিগারের গোড়া চিবুতে শুরু করল বেন হলেনবেক। হতচ্ছাড়া বদমাশ! গোলমাল পাকাতে এখানে এসে হাজির হয়েছে! কেন, টেক্সাসে থেকে গেলে কী হত? আসার আর জায়গা পেল না?

সময় সবাইকে ধীরে ধীরে বদলে দেয়। ট্রিম নিউহল ছিল আপনভোলা সাধারণ একজন কাউহ্যান্ড। গরু চুরি ছাড়া বড় ধরনের কোনও অপরাধ সে করে নি। অবশ্য বেওয়ারিশ গরুর ব্র্যান্ডিং পশ্চিমে নতুন কিছু নয়। হাতেনাতে ধরা পড়লে প্রাণ হারানোর সমূহ আশঙ্কা আছে যদিও, হাতের কাছে মালমসলা থাকলে গরুর গায়ে মার্কা পড়া ঠেকানো যাবে না–এটা সবাই জানে।

কৌতূকবশত একবার রাউন্ড-আপ ক্যাম্পে সবার স্যাডল তল্লাশি করেছিল ট্রিম নিউহল। বিভিন্ন পেশার চল্লিশজন লোকের মধ্যে একত্রিশজনের স্যাডলের নীচেই আগুনে পোড়া 'কিনচ-রিং' পায় সে। সে এক বিব্রতকর পরিস্থিতি! পরে অবশ্য সবাই হাসিতে ভেঙে পড়েছে তবে, সবাইকে আবার নুতুন 'কিনচ-রিং' কিনতে হয়েছিল।

নিউহলের কাছে খনি থেকে সোনা চুরি ছিল গরু চুরি করার মতোই মামুলী ব্যাপার। সোনা যখন মাটি থেকে ঘটনাচক্রে পাওয়া গেছে, সবার মতো তা থেকে মুনাফা লুটলে ক্ষতি কী? গরু কিংবা সোনা-চুরি নিউহলের কাছে মোটেই অপরাধ নয়...এ নিয়ে কখনও বিবেকের দংশনে ভোগে নি সে।

কিন্তু স্টিভ ফরেস্টের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ছিল ভিন্ন; ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে নি নিউহল। তবে রাত-বিরাতে কোনও অতৃপ্ত প্রেতাত্মা ওকে কোনওদিন তাড়া

করে নি, কেউ ওকে অনুশোচনা করতেও দেখে নি। শুধু মদ্যপানের মাত্রা বেড়ে গেছে ওর, দ্রুত অবনতি ঘটেছে স্বাস্থ্যের। ও প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবতে পর্যন্ত ভয় করে সে। স্টিভ ফরেস্টের কথা মনে পড়লেই অন্য ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ার চেষ্টা করে।

বেন হলেনবেক আবার ভিন্ন চরিত্রের, দ্বিধাহীন চিত্তে যে-কোনও কাজ করতে অভ্যস্ত। সমাজের প্রতি কোনওরকম দায়িত্ব স্বীকার করে না সে। নিউহল বেপরোয়া, কিছুটা ছেলেমানুষ; কাউকে না বলে কাঙ্ক্ষিত জিনিস হাতিয়ে নেয়। অন্যদিকে বেন হলেনবেক ধূর্ত; সব সময় ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে যে কোনও কাজ করে। আইনকানুনের তোয়াক্কা করে না সে—ওসব নির্বোধ, অসহায়দের জন্যে।

নিউহল যখন ধীরে ধীরে মিইয়ে গেছে, প্রচণ্ড এক অশুভ শক্তি হিসেবে বেড়ে উঠেছে হলেনবেক—দয়া মায়াহীন নির্মম এক পাষণ্ড যেন।

হত্যার আনন্দে কখনওই কাউকে হত্যা করার পক্ষপাতী নয় বেন হলেনবেক। অপ্রয়োজনে চুরি কিংবা ছোটখাট কোনও অপরাধে জড়াবে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অপরাধী সে, যদি তার স্বার্থের পরিপন্থী হয়, জীবন বা সম্পদের ওপর অন্য কারও অধিকার অস্বীকার করে।

কোনও ব্যাপারে একবার মনস্থির করলে আর সময় নষ্ট করে না সে। মাইকেল ব্লেইনের ব্যাপারে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

শহরের কারও ওপর যেন সন্দেহ না পড়ে এমন ভাবে ব্লেইনকে হত্যা করার ইচ্ছে ছিল হলেনবেকের। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা আর সম্ভব নয়।

উল্টো দিকে ঘুরে নেভাদা হাউসে ঢুকে স্যালুনের উদ্দেশে পা বাড়াল বেন। রেডকে পাওয়া গেল এখানে, পাওয়া যাবে জানত। লোকজনের ভিড়ে থাকতে পছন্দ করে লোকটা, বকবক না করে থাকতে পারে না।

চোখের ইশারায় তাকে ডাকল হলেনবেক। দু'জনের জন্যে ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল।

'বোল্ডার স্প্রীংয়ে একজন লোক অপেক্ষা করছে,' বলল সে, 'ওখানে চলে যাও। কেউ যেন না জানে···কেউ না। সোজা গিয়ে লোকটাকে বলবে, এক নম্বর নাম কেটে দিতে।'

বেরিয়ে গেল রেড। বোতল নিয়ে কোণের একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসল হলেনবেক। অনেক কিছু ভাবতে হবে, ভেবেচিন্তে পা ফেলতে হবে ওকে।

অফিসের লেজার বইতে দু'টো খনি থেকে কী পরিমাণ সোনা মালিকপক্ষের নামে বাইরে যাচ্ছে তার হিসেব দেখিয়ে এসেছে সে, মাঝে মধ্যে কিছু মুনাফাও দেখানো হয়েছে। এছাড়া একটা গুপ্ত হিসেবের খাতা রয়েছে তার, চোরাই-সোনার নির্ভুল হিসেব তোলা আছে ওই খাতায়।

ইচ্ছে না থাকলেও পুবের কোনও বাজারে এখন কিছু সোনা চালান করতে হবে। বছরখানেক আগেই প্ল্যান খাড়া করে রেখেছে বেন, নিউহলের মাধ্যমেই এই চালান যাবার কথা। সোনা এমনভাবে পুবে নিয়ে যেতে হবে যাতে করে মনে হয় তা অন্য কোনও জায়গা থেকে এসেছে।

এখানে কাজকর্ম চালিয়ে যাবার জন্যে অর্থের প্রয়োজন; তাছাড়া খনি বেচাকেনার ব্যাপারটা স্থির হলে নগদ টাকা দিতে হবে। এদিকে সব গোপন তথ্য

ফাঁস করে দেয়ার হুমকি নিয়ে এই মুহূর্তে ব্লেইনের উপস্থিতি দুর্ভাগ্যের পূর্বাভাস ছাড়া আর কিছু নয়। তবে আর মাত্র ক'টি ঘণ্টা, তারপর দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে বেচারাকে।

চুরুটের গোড়া কামড়ে ভাবছে হলেনবেক। সোনা বোঝাই, রুট নির্ধারণ, গোপনে কীভাবে পাহারার ব্যবস্থা করা যায় বের করার চেষ্টা করছে। আজকালের মধ্যেই সব ঝামেলা মিটে যাবে; সময় বাঁচাতে হলে দিন দু'য়েকের ভেতর সোনা চালানের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করতে হবে।

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে বোল্ডার স্প্রীংয়ের লোকটাকে পাঁচজনের নামের একটা লিস্ট দিয়েছে সে; নির্দেশ মোতাবেক এদের প্রত্যেককে গুলি করে হত্যা করবে লোকটা। সাবধানে বাছাই করা হয়েছে নামগুলো।

কেউ বাদ পড়ে যায় নি তো?—ভাবল হলেনবেক—কই, মনে পড়ছে না। এরকম কিছু ঘটতে পারে ভাবতেও পারবে না ওরা; ও-ই যে কলকাঠি নাড়ছে কারও সাধ্য নেই সন্দেহ করে। তবে মাইকেল ব্লেইন হয়তো বুঝতে পারবে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে ওর ওপর; অন্যরা টেরটিও পাবে না।

ব্লু-হর্ন স্যালুন, বারে তৃতীয়বারের মতো গ্লাসে মদ ঢেলে চুমুক দিচ্ছে নিউহল, নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়াল রেড।

উল্টোদিকের দেয়ালে লাগানো আয়নার দিকে চেয়ে আছে নিউহল, ওর জীবন থেকে সব আনন্দ যেন হাওয়ায় উবে গেছে—উপলব্ধি করছে, ছোটবেলাকার সোনালি দিনগুলো আজ হারিয়ে গেছে।

ক্রমশ বুড়িয়ে যাচ্ছে ও, আর বছর দু-এক পরই চল্লিশে পা দিতে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে দু'টো কোচের স্টেজ লাইন আর ষোল ওয়াগনের ফ্রেইট লাইনের মালিক ট্রিম। হাতে দেদার টাকা আসছে।

ব্যবসায় বেন হলেনবেক ওর পার্টনার; কিন্তু এটা এখন ওর জন্যে সুখের বিষয় নয়। দশ বছরেরও বেশি একসঙ্গে কাটিয়ে আজ বুঝতে পারছে, বেনকে সে পছন্দ করে না। আসলে আজও বেনকে বুঝে উঠতে পারে নি ট্রিম। কিন্তু এতদিন পর সব সম্পর্ক চুকিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করবে—তা-ও সম্ভব নয়।

এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ যা করে, সামান্য যা কিছু সম্পত্তি আছে তাই আঁকড়ে পড়ে আছে সে।

মদে চুমুক দিচ্ছে আর সাত-পাঁচ ভাবছে ট্রিম নিউহল। হঠাৎ পাশে রেডের উপস্থিতিতে বিরক্তি বোধ করল সে।

এই মুহূর্তে একা থাকতে চাইছে নিউহল। 'সাবধানে থেকো,' বলল সে, 'ভুল লোকের গায়ে হাত তুলতে গিয়েছিলে সেদিন।'

ট্রিমের কণ্ঠে-শ্লেষ থাকলেও হেসে উঠল রেড। 'হতে পারে,' বলল, 'কিন্তু আমার গায়ে টোকা দেয়ার সুযোগ আর পাবে না সে।'

'ব্লেইনকে চেনো না, ওর সঙ্গে লাগতে গেলে খুন হয়ে যাবে।'

অপমানিত বোধ করল রেড, ভুলে গেল গোপনীয়তা রক্ষার কথা। 'আর কোনও দিন কাউকে খুন করতে পারবে না সে। ব্যাটার দিন ফুরিয়েছে।'

বারের ওপর আস্তে আস্তে একটা বৃত্ত আঁকল নিউহল, হুইস্কির নেশায় চুর, মস্তিষ্কে বার্তা পৌঁছুতে সময় নিল। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও নিজেকে সামলে রাখল সে, প্রশ্ন করলেই মুখে ছিপি এঁটে বসে থাকবে রেড, কিচ্ছু জানা যাবে না। কথা বলার মুডে আছে লোকটা—চেহারা বলছে, গোপন কোনও খবর জানতে পেরেছে সে।

'বাজে বকো না। এত তাড়াতাড়ি মরবে না ব্লেইন।'

নিজেকে সামলানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল রেড। ভাবল, নিউহল তো হলেনবেকের কাছের মানুষ, ওকে বললে ক্ষতি কী?

গ্লাসে চুমুক দিল সে। 'বোল্ডার স্প্রীং থেকে ঘুরে আসি, তারপর দেখো, কী হয়। বড়জোর আর দু'তিন দিন বাঁচবে হতভাগা ব্লেইন।'

আন্দাজে কথা বললেও রেডের অনুমান ভুল হয় নি। হলেনবেকের সঙ্গে ব্লেইনকে তর্ক করতে দেখার পরেই বোল্ডার স্প্রীংয়ে যাবার নির্দেশ এসেছে। আর ব্লেইনই যে শহরে ঝামেলা করছে সেটা কে না জানে।

হঠাৎ আরেকটা কথা মনে পড়ল রেডের—হলেনবেক এক নম্বর নাম কাটার কথা বলেছে।

এক নম্বর? তার মানে আরও কয়েকজন আছে? ব্লেইন এক নম্বর হলে ওর পরে আর কারা থাকতে পারে?

'বেন আসলে,' বলল রেড, 'চালু মাল, ভেবে চিন্তেই কাজে হাত দেয়।'

ঝিম মেরে আছে নিউহল, ভাবছে। তাহলে ব্লেইনকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়ে গেছে?

সহসা নিজের ভেতর রাগ অনুভব করল সে। বেন হলেনবেক কি বোকা নাকি? জানে না ব্লেইনকে হত্যা করা অত সহজ নয়?

মাইকেল ব্লেইনকে ছোট করে দেখার দুঃসাহস নেই নিউহলের। ছোটবেলা থেকেই জানে, ব্লেইনের মাঝে ঘুমন্ত একটা বাঘ আছে, মাঝে মধ্যে সেটা জেগেও উঠেছে।

এমনিতেই কিছুটা নির্বোধ বাচাল টাইপের লোক রেড, দ্বিতীয়বারের মতো গ্লাসে মদ ঢেলে চুমুক দিতে গিয়ে হঠাৎ সে ভাবল, দামী একটা খবর চেপে রাখা তার পক্ষে অসম্ভব, ভুল হয়ে যাচ্ছে জেনেও আবার মুখ খুলল।

'ট্রিম,' সামনে ঝুঁকে এল সে, 'তুমি তো আমাকে পাত্তাই দাও না। মনে করো, কোনও খবর রাখি না আমি; কিন্তু কল্পনাও করতে পারবে না, এমন একটা কথা জানতে পেরেছি—একটা লিস্ট বানিয়েছে বেন—মানুষ মারার। ওটার এক নম্বরে কার নাম আছে শুনবে?—ব্লেইনের।'

গ্লাস নামিয়ে রেখে জবাবের অপেক্ষা করল রেড। কিন্তু ওকে প্রায় উপেক্ষা করে চুপ করে রইল নিউহল।

'ব্লেইন নিখোঁজ হলেই বুঝবে আমার কথা ঠিক কি না।'

ব্যাট-উইং ডোরের পাল্লা কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল রেড, অল্পক্ষণ পরেই বোল্ডার স্প্রীংয়ের উদ্দেশে বেড়িয়ে পড়বে, এতক্ষণ কী বলছিল ভুলে যাবে। কিন্তু ভুলবে না নিউহল; কারণ সে জানে, বোল্ডার স্প্রীংয়ে কে আছে।

কাকতালীয়ভাবে ব্যাপারটা জানতে পারে ও, এ-নিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ করে নি, হলেনবেককেও বলে নি কিছু। এখন বুঝতে পারছে, আরও আগেই মাথাটা একটু খাটানো উচিত ছিল তার।

জীবনভর শুধু বোকামিই করে এসেছে ও, তিক্ত মনে ভাবল নিউহল, এখন যেন আস্তে আস্তে বুদ্ধি খুলছে। স্বাভাবিক অবস্থায় যা ছিল অসম্ভব, ঠিক তাই করল নিউহল, সমস্যাটা মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। ব্লেইনের নাম লিস্টের এক নম্বরে আছে জানিয়ে গেল রেড, আর কার কার নাম রয়েছে ওতে?

রেক্স ফেন্টন?

মনে মনে নাম খুঁজে ফিরল নিউহল। ব্লেইন, ফেন্টন, ঠিক আছে। কিন্তু লিস্ট মানে তো দু'টোর বেশি, তাহলে আর কারা।

চোরাই-সোনা বিক্রি করার পর টাকার একটা বড় অংশ নিউহলের হাতে আসার কথা…কিন্তু ওর নামও যদি লিস্টে থাকে?

অবশিষ্ট হুইস্কিটুকু গলায় ঢেলে দরজার দিকে হাঁটা দিল নিউহল। চৌকাঠের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়–কিনারায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল–আঁধার ঘনিয়ে আসছে চারদিকে।

বোল্ডার স্প্রীংয়ের লোকটার নাম লোন সিভার্স, ভাড়াটে খুনী, মানুষ শিকারী; লংরেঞ্জে রাইফেলে মানুষ হত্যায় দক্ষ। গরু ব্র্যান্ডিং কিংবা ময়দার বস্তা বাঁধার মতোই খুনখারাবী তার কাছে সাধারণ ব্যাপার।

নির্জন রাস্তায় নেমে এল নিউহল, হঠাৎ যেন বুঝতে পারছে, দ্বিধা নয়, একটা কিছু করা দরকার।

মুহূর্তের জন্যে যেন ওর মনের সব আঁধার কেটে গেল। নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে নতুন করে উপলব্ধি করল, নিষ্ফল যৌবনে ব্লেইন ছিল ওর একমাত্র সুহৃদ।

ওর সব সঙ্গীরা আজ হারিয়ে গেছে। অন্য কোথাও চলে গেছে কেউ; কেউ সংসার করছে; কেউ কেউ কিংবা ফাঁসিতে প্রাণ হারিয়েছে। বেঁচে আছে শুধু ওরা দু'জন।

হ্যাঁ, বেন হলেনবেকও আছে বৈকি; কিন্তু সে অন্যরকম মানুষ–নিষ্ঠুর, স্বার্থপর।

ঝটপট মনস্থির করে ফেলল নিউহল, লোন সিভার্সের মতো আততায়ীর হাতে ব্লেইনকে মরতে দেবে না সে। হাঁটতে হাঁটতে লিভারি স্ট্যাব্‌ল চলে এল, পিকোকে বলল ঘোড়া বের করে আনতে।

'ব্লেইনকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল সে। ভারি শোনাল তার কণ্ঠস্বর। 'ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই। জলদি।'

চকিত দৃষ্টি হানল পিকো। নিউহলের চোখে বিদ্বেষ নয় উদ্বেগের ছায়া দেখতে পেল সে।

'রেনাল্ডের ক্লেইমে গেছে,' বলল পিকো। 'কটনউড ক্যানিয়নে।'

স্যাডলে চেপে বসে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল নিউহল। ঘোড়ায় একবার চাপতে পারলে নেশায় ওর কোনও অসুবিধে হয় না। রাতের মৃদু হাওয়া ধীরে ধীরে মাথার ভেতর জমাট বাঁধা কুয়াশা সরিয়ে দিতে লাগল। একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে এল: লোন সিভার্সের লিস্টটা খুব দীর্ঘ নয়।

'ব্লেইন, ফেন্টন, হকিন্স...তারপর? ওরে, গবেট, আপনমনে বলল ও, আর তুমি!'

হলেনবেকের কাছে ওর মূল্য কতখানি? আবেগের বালাই হলেনবেকের কোনও দিনই ছিল না, আছে সীমাহীন লোভ। চোরাই-সোনা বিক্রির পর ওর হাতে প্রায় এক লাখ ডলার পড়ার কথা; সুতরাং জবাবটা খুবই সহজ—এতগুলো টাকা কক্ষনো হাতছাড়া করবে না হলেনবেক।

নিউহল চেনে না, এমন কেউ দোকান-পাট থেকে চোরাই-সোনা কিনে নেয়ার জন্যে টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে হলেনবেককে। হলেনবেক, সেই লোক, রেক্স ফেন্টন আর নিউহল—এরা ক'জনই শুধু জানে পুরো পরিকল্পনার কথা।

ফেন্টনকে হত্যা করার জন্যে হন্যে হয়ে ফিরছে হলেনবেক; তারপর আসবে নিউহলের পালা। আর কার মাথার ওপর ঝুলছে মৃত্যুর পরোয়ানা?

আট

তারার নকশা তোলা আকাশের নীচে অন্ধকার রাত; আপাতদৃষ্টিতে শান্ত মনে হলেও চারদিকে একটা অস্থিরতার ছোঁয়া রয়েছে।

আবার নিজের ডেস্কে এসে বসেছে বেন হলেনবেক। মাইকেল ব্লেইনের কারণে কাজে বাধা পড়ায় কিছুটা বিরক্ত, তবে ও নিয়ে তেমন ভাবছে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নির্দেশ পেয়ে যাবে লোন সিভার্স, সঙ্গে সঙ্গে কাজে নামবে সে।

জেল বিল্ডিংয়ে নিজের কামরায় শুয়ে আছে ইয়ান অগিলভি, ঘুমোয় নি। কিছুক্ষণ আগে রাতের শেষ টহল দিয়ে ফিরেছে ও, কোথাও কোনওরকম অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ে নি; তবু কেন যেন মনে হচ্ছে এই শান্ত পরিবেশ ঝড়েরই পূর্বাভাস।

চিরদিন আইনের পক্ষে কাজ করে এসেছে অগিলভি। অবশ্যি এ কথা ঠিক, ও যেসব শহরে মার্শালের দায়িত্ব পালন করেছে, সব জায়গাতেই নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপার দেখেও না দেখার ভান করে এসেছে: কারণ শহরবাসীদের মৌন সম্মতি ছিল তাতে। যেমন কোথাও হয়তো লোকজন বাধ্য হত সশস্ত্র অবস্থায় চলাফেরা করতে, সেক্ষেত্রে অস্ত্র বহনে কাউকে বাধা দেয় নি ও: কিন্তু যেসব ঘনবসতিপূর্ণ শহরের লোকেরা গোলাগুলি পছন্দ করে না, আগন্তুকরা যাতে অস্ত্র নিয়ে শহরে ঢুকতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেছে।

যে কোনও শহরের শান্তি বজায় রাখা ওর কাজ; লোকজনের মূল্যবোধ রক্ষা নয়। পশ্চিমের রুক্ষ মানুষের রুক্ষ জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত অগিলভি, শহর বা শহরবাসীর শান্তি বিঘ্নিত না হলে কখনও কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। বেআইনি আচরণ, চুরি কিংবা হত্যাকাণ্ড ঠেকিয়ে অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে র‍্যাফটার ক্রসিংয়ে এসেছে ও; শহরবাসীরা যেহেতু সোনা-চুরির ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে, ওনিয়ে এতদিন মাথা ঘামায় নি।

ওকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, রেক্স ফেন্টন নামে বিপজ্জনক এক লোক শহরে ঝামেলা বাধাতে আসতে পারে। কাগজ-পত্র ঘেঁটে অগিলভির কাছে কথাটা সত্যি বলেই মনে হয়েছে।

কিন্তু হঠাৎ ব্লেইন এসে সব গোলমাল করে দিয়েছে। ইয়ান অগিলভি জানত, একদিন সময় আসবে, পক্ষ বেছে নিতে হবে ওকে।

ঝামেলা একটা চলছে এ শহরে, ঠিক। সোনা-চুরি থেকেই এর সূচনা, পরিণতিতে শিগগিরই এখানকার শান্তি নষ্ট হতে যাচ্ছে। ব্লেইন ওকে নোটিস দিয়ে গেছে, ছাদের দিকে তাকিয়ে কীভাবে কী করা যায়, ভাবছে অগিলভি, ঘুম পালিয়েছে চোখ থেকে।

ওর সহজাত বিচার-বুদ্ধি বলছে, সোনা চুরি বন্ধ করে চোরাই-সোনা আসল মালিকের হাতে তুলে দেয়াই যুক্তিসঙ্গত কাজ হবে। এর ফলে সম্ভবত চাকরিটা হারাতে হবে ওকে, কিন্তু সেটা চিন্তার কারণ নয়—এখানে আসার আগে বেকার ছিল, আরেকটা কাজ যোগাড় করতে অসুবিধে হবে না।

অগিলভি যখন বিছানায় শুয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে; সিগারের গোড়া চিবুচ্ছে বেন হলেনবেক; আর ডাক্তার রবার্ট ক্রুসের বাড়িতে, ক্রুস, ডরোথি, আর ক্রিস টেনিসনের সঙ্গে কথা বলছে মাইকেল ব্লেইন।

কয়েকমাইল দূরে, লোন সিভার্সের জন্যে বার্তা নিয়ে বোল্ডার স্প্রীংয়ের দিকে এগোচ্ছে রেড, আর বন্ধুকে সতর্ক করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বার্ট রেনাল্ডের ক্রেইমের ট্রেইলে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে ট্রিম নিউইল।

এমন কোনও অসুবিধে চোখে পড়ছে না বেন হলেনবেকের যাতে করে দু-এক দিনের বেশি সময় নষ্ট হতে পারে। মাইকেল ব্লেইন একটা হুমকি বটে, তবে লোন সিভার্স অচিরেই তার ব্যবস্থা করবে। রেক্স ফেন্টন, সন্দেহ নেই, কাছেপিঠেই আছে সে; তবে বন্ধুদের র‍্যাঞ্চে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখা হচ্ছে—চোখে পড়লেই ধরে নিয়ে আসা হবে।

কিন্তু অফিসে বসে থ্রি-সেভ্‌নে একটা গোপন বৈঠক চলছে জানতে পারল না বেন হলেনবেক।

আলোয় ঝলমল করছে র‍্যাঞ্চ হাউস। টেবিলের মাথায় বসেছে রেক্স ফেন্টন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে ইভ বেনক্রেফট; দেয়ালের কাছে পায়চারি করছে হকিন্স। অন্যদের মধ্যে বিভিন্ন র‍্যাঞ্চের মালিক কিংবা তাদের ফোরম্যানরা রয়েছে—মনযোগের সঙ্গে ফেন্টনের কথা শুনছে।

আধ মাইলের মতো দূরে, এবড়োখেবড়ো পাহাড়ী ঢালে নিষ্পলক চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছে বেন হলেনবেকের ওয়াচার; মানুষের চেহারার সঙ্গে এখন সামান্যই মিল আছে তার, দড়িতে বেঁধে তীক্ষ্ণ লাভা, ক্যাকটাসের ঝোপ আর কাঁটাবনের ওপর দিয়ে প্রায় দু'মাইল দূর থেকে টেনেহিঁচড়ে এখানে এনে ফেলা হয়েছে বেচারাকে। রেক্স ফেন্টন নিজে করেছে কাজটা, তারপর দড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে ফিরে গেছে র‍্যাঞ্চে। মৃত্যুপথযাত্রী ক্ষতবিক্ষত লোকটার পাশে করুণাবশত

মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়েছিল হকিন্স–চোখ মেলে তাকিয়েছে সে। 'টানা হ্যাঁচড়ার বুদ্ধিটা আমার মাথা থেকে আসে নি,' বলে গুলি করে সব যন্ত্রণা থেকে তাকে রেহাই দিয়ে গেছে।

থ্রি-সেভ্নের সব রাইডারের হোলস্টারে পিস্তল ঝুলছে–স্ক্যাবার্ডে উইনচেস্টার। গরু ব্যবসায় বাধা সৃষ্টিকারী দানবকে ধ্বংস করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে ওরা। খনি উড়িয়ে দিয়ে হলেনবেককে সমূলে উৎখাত করা হবে; তাহলেই আবার জ্যান্ত হয়ে উঠবে পুরোনো ব্যবসা–দূষণের হাত থেকে রেহাই পাবে ক্রিকের পানি। ওদের ব্যবসাই আবার র‍্যাফটারের প্রধান পেশায় পরিণত হবে।

মানুষ হিসেবে ওরা সবাই সৎ; প্রাণ বাঁচানোর একটা উপায়ই জানে, এবং সেটার সাহায্যেই নিজেদের রক্ষা করতে চাইছে। ভায়োলেন্সে ভরা সমাজে জন্ম নিলেও ওরা ভায়োলেন্সে বিশ্বাসী নয়; অথচ অযোগ্য, অক্ষম, প্রতিহিংসাপরায়ণ এক লোকের উস্কানিতে তারই স্বার্থ উদ্ধারে পরোক্ষে সাহায্য করতে সে-পথেই পা বাড়িয়েছে ওরা।

মুখোমুখি চেয়ারে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে রবার্ট ক্রুস আর মাইকেল ব্লেইন। ডরোথি আর ক্রিসও ওদের সঙ্গে রয়েছে।

'আপত্তি না থাকলে সরাসরি কাজের কথায় আসছি আমি,' বলল ব্লেইন। 'হাতে সময় নেই, ম্যা'ম–' ক্রিসের দিকে তাকাল ও– 'আমি চাই, তুমি এখান থেকে চলে যাও। বড়জোর কাল ভোরের প্রথম স্টেজ পর্যন্ত দেরি করতে পারো; কিন্তু আরও আগে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেই সবচেয়ে ভালো হয়।'

'ঘটনা এত দূর গড়িয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ক্রুস।

পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল ব্লেইন। বেন হলেনবেক আর ইয়ান অগিলভির সঙ্গে দেখা করার কথা জানাল।

'কিন্তু সোনা?' জানতে চাইল ডাক্তার, 'এখনও ওগুলোর হদিস পাও নি?'

'না। তবে আবছা একটা ধারণা করতে পারছি। সোনাটা ওরা শহর থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে বলে মনে হচ্ছে। এরপর আর সুযোগ মিলবে না ভেবে হয়তো এখনই সরে পড়ার কথা ভাববে ওরা।'

'আমি যাব না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ক্রিস টেনিসন। 'কাজ ফেলে কিছুতেই যাব না আমি–নিজের চোখে সবকিছু দেখতে চাই।'

'কিন্তু, বুঝছ না কেন–' বলতে চাইল ব্লেইন।

'দুঃখিত, মিস্টার ব্লেইন,' হঠাৎ হাসল ক্রিস, 'আমার ধারণা, তুমি ভালো করে জানো আমাকে সরাতে পারবে না…উঁহুঁ, আমি থাকছি।'

ব্লেইনের কাপের দিকে চোখ ফেরাল ক্রিস। 'তোমার চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে, মিস্টার ব্লেইন।'

চট করে চুমুক দিতে গিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেলল ব্লেইন।

'এসবে হলেনবেকের সঙ্গে কে আছে, জানো?' শুধাল ক্রুস।

'বোধ হয়।'

'কে, ক্রুস বক্সলেইটনার?'

কঠিন দৃষ্টিতে রবার্টের দিকে তাকাল ব্লেইন। 'ওর কথাই ভাবছি।'

'আমিও,' বলল রবার্ট ক্রুস। 'আমার দূর সম্পর্কের এই ভাইটি কোনও কালেই টাকার অভাবে পড়ে নি। অথচ ইদানীং টাকাপয়সার কিছুটা টানাটানি যাচ্ছে যেন তার, প্রচুর টাকা কাকে যেন ধার দিয়েছে, বাড়তি লাভের সম্ভাবনা না থাকলে ওকাজ করত না বক্সলেইটনার।'

কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নেমে এল। চুপচাপ কাপে চুমুক দিল ওরা। এক সময় নীরবতা ভাঙল ক্রিস টেনিসন। 'আমি দুঃখিত, মিস্টার ব্লেইন, তোমাকে ডিসচার্জ করতে বাধ্য হচ্ছি।'

'কারণ?'

'আমার জন্যে তোমাকে মরতে দিতে পারি না।'

হাসল ব্লেইন। 'ভুল করছ, ম্যা'ম। তোমার জন্যে নয়, পাঁচ লক্ষ ডলারের শতকরা দশভাগ আর এলি প্যাটারসনের জন্যেই ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি আমি।' চোখ টিপল ও। 'অবশ্য, অস্বীকার করব না, তোমার মতো সুন্দরীর জন্যে মরতে পারাও ভাগ্যের ব্যাপার।'

এক ছলক রক্ত এসে রাঙিয়ে দিল ক্রিসের চেহারা, কিন্তু হার মানল না সে। 'সেটা আবার বোকামি হয়ে যাবে, মিস্টার ব্লেইন, মৃত মানুষ কারও কোনও কাজে আসে না।'

'আমরা সহজ সাধারণ মানুষ, মিস টেনিসন,' বলল ব্লেইন, 'আমাদের মধ্যে কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই। এখানে, পশ্চিমে, কেউ খারাপ হতে চাইলে তাকে যেমন কেউ বাধা দিতে আসে না, তেমনি কেউ সৎ থাকতে চাইলে নিজের চেষ্টাতেই সৎ থাকতে হয় তাকে। পুবের মতো আইন তাকে রক্ষা করতে আসে না।

'সাহসের সঙ্গে শত্রুর মোকাবেলা করাই এখানকার দস্তুর; পিঠটান দিয়ে পশ্চিমে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকা যায় না। একজন মানুষকে তার সম্মান আর বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে, তাই না? তোমার মতো এটা এখন আমার লড়াইতে পরিণত হয়েছে, তোমার পয়সার জন্যে এখন কাজ করছি না আমি।'

উঠে দাঁড়িয়ে টুপি হাতে তুলে নিল ব্লেইন। 'আগুন জ্বালতে যাচ্ছি, সবকিছু চুরমার করে দেব, আর কোনওদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না বেন হলেনবেক।'

আস্তাবলে এসে ঘুমন্ত পিকোকে পেল ব্লেইন। পায়ের শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল বুড়ো হোস্টলার।

'নিউহলের সঙ্গে দেখা হয়েছে? তোমাকে খুঁজছিল। রেনাল্ডের ক্লেইমের দিকে গেছে।'

'ওদিকে যাই নি,' অন্ধকার রাস্তায় একবার চোখ বুলিয়ে আস্তাবলে ঢুকে পড়ল ব্লেইন।

'ফস্টার কোথায় থাকে, জানো?'

ধীরে, সাবধানে ওকে জরিপ করল পিকো। হাতের ইশারায় উল্টোদিকের একটা গলি দেখিয়ে বলল, 'গলি ধরে একশো গজের মতো এগোলে তিন জানালাঅলা একটা কেবিন পাবে, ওখানেই থাকে ফস্টার। চিনতে ভুল হবে না।'

'ধন্যবাদ,' বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ব্লেইন।

'একা থাকে না সে,' পিছু ডেকে বলল পিকো, 'ডিক টেইলর আছে ওর সঙ্গে।' ডিক টেইলরকে চেনে ব্লেইন, ভাড়াটে গানহ্যান্ড, কঠিন লোক।

ঘোড়ায় চেপে রাস্তা পেরিয়ে গলিতে ঢুকে পড়ল ব্লেইন। দীর্ঘ কেবিনের কাছে পৌঁছে স্যাডল থেকে নামল। এগোল দরজার দিকে, মৃদু ধাক্কা দিল, দরজা খুলল না। এবার কাঁধের এক প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

'কোন্ শালা?' ঘুম জড়িত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ফস্টার।

দরজার ডান ধারে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করল ব্লেইন, ঠিক সামনে কার যেন নাক ডাকার আওয়াজ থেমে গেল। 'আলো জ্বালো, কথা আছে।'

কথা বলতে বলতে নিজেই দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল ব্লেইন, সামনে টেবিলের ওপর একটা কোল-অয়েল ল্যাম্প পেল, চিমনি তুলে জ্বলন্ত কাঠি সলতেয় ছোঁয়াল। মাথা তুলে চোখ কুঁচকে ওকে দেখছে ফস্টার।

কামরার অন্য বাংকটার দিকে তাকাল ব্লেইন। একহারা গড়নের, ছুঁচোমুখো ডিক টেইলর কঠিন দৃষ্টিতে ওকে মাপছে।

'আমি ফস্টারের সঙ্গে কথা বলছি,' বলল ব্লেইন, 'তুমি এসবে থাকতে চাও?'

'নির্ভর করছে...'

'চালিয়াতি রেখে সোজা কথা বলো। জড়াতে না চাইলে চুপচাপ শুয়ে থাকো—মারব না।'

'মারবে?' বিছানা থেকে নামতে গেলে টেইলর, 'তবে রে—'

ওর পা মেঝে স্পর্শ করা মাত্র শার্টের কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে দাঁড় করিয়ে ফেলল ব্লেইন, প্রচণ্ড এক থাবড়া মারল গালে। আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করল টেইলর। ক্রমাগত ঘুসির আঘাতে হাঁটু ভাঁজ হয়ে লুটিয়ে পড়ল সে—হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল এক কোণে।

'বাঁচতে চাইলে,' বলল ব্লেইন, 'চুপচাপ পড়ে থাকো, প্রার্থনা করো, যেন তোমার কথা ভুলে যাই।'

ঘুরে এবার ফস্টারের মুখোমুখি হলো ও। বিস্ফারিত চোখে, ফ্যাকাসে চেহারায় তাকিয়ে আছে ফস্টার—অনেক আগেই ঘুম পালিয়েছে চোখের পাতা থেকে। 'কে তুমি—?' হঠাৎ লণ্ঠনের আলোয় ব্লেইনের চেহারা দেখতে পেল সে।

'মাইকেল! মাইকেল ব্লেইন!'

'হ্যাঁ, আমি,' রক্তাক্ত চেহারায় কোণে পড়ে থাকা টেইলরের দিকে একবার তাকিয়ে তারই বাংকে বসে পড়ল ব্লেইন। 'আমি ফিরে আসব জানা উচিত ছিল তোমার, ফস্টার। এবার একটা প্রশ্নের জবাব দাও: এলি প্যাটারসনকে কে মেরেছে?'

ঠোঁটে আধপোড়া সিগার ঝুলিয়ে ধরানোর কসরত করল ফস্টার, ভেঙে গেল দেশলাইয়ের কাঠি। কাঁপা কাঁপা হাতে আরও একবার চেষ্টা করল। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে।

'কিন্তু মাইকেল, তুমি তো জানো, আমি—'

'ফস্টার,' শীতল ব্লেইনের কণ্ঠস্বর, 'টেইলরের কী দশা করেছি নিজের চোখে দেখেছ, তোমার কপালে আরও খারাবী আছে। নষ্ট করার মতো সময় নেই আমার

হাতে, জলদি বলো, এলিকে কে মেরেছে, তারপর পালাও।'

দেশলাই জ্বেলে ফস্টারের সিগার ধরিয়ে দিল ব্লেইন।

'নিউহল,' বলতে চাইল ফস্টার, 'ও–'

'দোষ স্বীকার করেছে, বলতে চাচ্ছ তো? মিথ্যে বলেছে সে। তুমি বলো কাকে বাঁচাতে মিথ্যে বলল ট্রিম। বলো। যত তাড়াতাড়ি বলবে তত জলদি পালানোর সুযোগ পাবে।' রাস্তার দিকে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল ব্লেইন। 'বাইরের খবর রাখো কিছু?' বলল ও, 'ফেন্টন ফিরেছে। র‍্যাঞ্চাররা যোগ দিয়েছে তার সঙ্গে। হামলা চালাতে আসবে ওরা, নিজেরাও মরবে, হলেনবেকও মারা যাবে। তারপর বাকিদের গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা নেব আমি আর অগিলভি।'

সত্যি যদি এত সহজ হত সব কিছু! অগিলভি আদৌ ওর পাশে এসে দাঁড়াবে? সে মনস্থির করতে গিয়ে দেরি করে ফেললে একাই সবদিক সামাল দিতে হবে ওকে। সম্ভব?

নয়

দ্বিধায় ভুগছে ফস্টার, ঠোঁটজোড়া কাঁপছে। ওর পরিচিত মাইকেল ব্লেইনের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই–বিশাল, শক্তিশালী, নির্দয়–সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ। এই মাত্র চোখের সামনে তার প্রমাণ পেয়েছে। অ্যাকশনে নামতে পারলে ডিক টেইলর কী করত না করত তা ভেবে আর লাভ নেই। আগেই তাকে খোঁড়া করে দেয়া হয়েছে। টেইলরের অবস্থা যখন এই–নিজের কথা না ভাবাই ভালো!

ঘরের পেছন দিকে কয়েক গজ দূরে আস্তাবলে বাঁধা ঘোড়াটার কথা ভাবল ফস্টার। এতদিন মোটামুটি মোটা টাকার সোনাই হাতে এসেছে; মাথা খাটিয়ে শহরের কাছেই লুকিয়ে রেখেছে সব–জানত, একদিন না একদিন পালাতে হবে। সেই সময় আজ এসেছে। কিন্তু অনেক দিন এই শহরে থাকায় কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। মুখ খুললে ওকে শহর ছাড়তেই হবে। কথা গোপন রেখেছে বলেই আজও ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে ওরা।

'মাইকেল,' প্রতিবাদ করল ফস্টার, 'বিশ্বাস করো, আমি জানি না।'

'ওসব কথায় কাজ হবে না।'

'খোদার কিরে, মাইকেল। ওদের সাক্ষীর দরকার ছিল, টাকার বিনিময়ে নিউহলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছি আমি।'

'কে দিয়েছে টাকা?'

'বললে তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যি, ট্রিম নিজেই আমাকে টাকা দিয়েছে।'

টেইলরের দিকে চোখ ফেরাল ব্লেইন। ভাঙা চোয়াল নিয়ে গোঙাচ্ছে সে। ফস্টারের দিকে তাকাল আবার মাইকেল।

'তারপর?'

'তারপর আর জানি না—সত্যি বলছি, মাইকেল, নিউহলই আমাকে টাকা দিয়েছে।'

'ব্যস?'

আবার দোনোমনো করল ফস্টার, কাঁধ ঝাঁকিয়ে অবশেষে বলল, 'কসম খেয়ে বলছি মাইকেল, এর বেশি আর কিচ্ছুই জানি না।'

'বেন করেন নি তো খুনটা?'

'না। মনে হয় না। করতে তার যে হাত কাঁপবে, তা নয়। নিউহলও করে নি। বেন আর নিউহল কাছের মানুষ বলে আমার অবশ্য মনে হয়েছে···

'আসলে কোনওরকম তদন্ত হোক এটা ওরা চায় নি। তাই আগেই ঝেড়েমুছে সব সাফ করে রেখেছে। ভেবে দেখো, বাইরের কেউ এসে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলে, কারও না কারও মুখ থেকে বেফাঁস কথা বেরুতই—কেঁচে যেত পুরো ব্যাপারটা।

'বেনের কথা ভাবি আমি—সে যে এমন চীজ, জানতাম না। খুব দ্রুত কাজ করতে পারে। কীভাবে কখন কী করছে, বুঝতেই পারবে না।'

আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে ফস্টারের। 'শেষ পর্যন্ত কী হবে, মাইকেল? রেক্স ফেন্টন ফিরেছে বললে, জোর লড়াই হবে, না? তারপর কে আসবে? ফায়দা লুটবে কে?'

উঠে দাঁড়াতে চাইল সে। 'আমরা পারি না, মাইকেল? এসব কাজের ধারা আমি জানি, তাছাড়া—'

ঠাণ্ডা চোখে ফস্টারের দিকে তাকাল ব্রেইন। 'কতখানি জানো? এখনও তো বুঝতে পারলাম না।' একটু বিরতি দিল ব্রেইন। 'সোনা কোথায় আছে, বলো দেখি?'

ধূর্ত দৃষ্টিতে ব্রেইনের দিকে তাকাল ফস্টার। 'ভালো কথা জিজ্ঞেস করেছ। সোনা কোথায়? জানি না। তবে একটা কথা বলতে পারি, এক রত্তি সোনাও শহরের বাইরে যায় নি।'

কানখাড়া করে বাইরে থেকে কোনও শব্দ পাওয়া যায় কিনা বোঝার চেষ্টা করছে ব্রেইন। আজ রাতেই কি ঘটবে চূড়ান্ত সংঘর্ষ?

'কিছু জানা থাকলে বলে দাও, ফস্টার,' সংক্ষেপে বলল ব্রেইন। সময়ের অপচয় হচ্ছে এখানে। যে কোনও মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে।

'আমার প্রস্তাব পছন্দ হলো কিনা বললে না?' জিজ্ঞেস করল ফস্টার।

'প্রশ্নই ওঠে না। দেখো, ফস্টার, এখনও বলছি, ঝেড়ে কাশো নইলে—'

কলার চেপে ধরে এক টানে ফস্টারকে সোজা করে ফেলল ব্রেইন। তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে ঠেসে ধরল দেয়ালের গায়ে। কেঁপে উঠল পুরো বাড়ি। ঘুসি মারার জন্যে হাত তুলতেই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত শূন্যে তুলল ফস্টার।

'মেরো না, মাইকেল, মেরো না!'

'তাহলে জবাব দাও।'

'আমি যদ্দূর জানি, হলেনবেক একা নয়, ইভান্সও সাহায্য করেছে সোনা লুকানোর কাজে।'

'ইভান্স?'

চমকে উঠল ব্লেইন। ইভান্স রেক্স ফেন্টনের পার্টনার ছিল।

ইভান্স?

একসঙ্গে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল ব্লেইনের কাছে। তবে এখনও একটা কথা জানা বাকি আছে। 'ইভান্স এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ও। 'কী হয়েছে তার?'

হাসল ফস্টার। 'ভালো প্রশ্ন। কী আবার হবে? রেক্সকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেয়ার পর সে-ও কেটে পড়েছে। অন্তত সে-রকমই বলছে সবাই। ওকে শহর থেকে যেতে দেখে নি কেউ–তাছাড়া, পালিয়ে যাবার বান্দা ইভান্স নয়।'

এখানে আর সময় নষ্ট করার মানে হয় না। দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল ব্লেইন। 'ফস্টার, শহর ছেড়ে চলে যাও তুমি। এমনিতেই সময় নেই, আর দেরি করলে ফেঁসে যাবে।'

বেরিয়ে এল ব্লেইন।

নিস্তব্ধ শহর অন্ধকারে ডুবে আছে; যেন থাবা মারার আগে প্রস্তুতি নিচ্ছে শয়তান।

ঘোড়ার কাছে এসে লাগাম ধরল ব্লেইন। মনে মনে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল। ডাক্তার রবার্ট নিজের সংসার আর ক্রিসকে রক্ষা করতে ব্যস্ত থাকবে–লোকটা ভালো, সাহসী···

ইয়ান অগিলভির ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু বেন হলেনবেক, নিউহল আর রেক্স ফেন্টন মুখোমুখি হতে যাচ্ছে।

আবার ইভান্সের কথা ভাবল ব্লেইন। র‍্যাফটারের সবাই চিনত লোকটাকে। লোকে বলাবলি করত বেআইনী কাজে লিপ্ত ছিল সে, চোরাচালানও করত। যদিও কথাটা বিশ্বাস করত না ব্লেইন, সীমান্ত থেকে অনেক দূরের শহর র‍্যাফটার–স্রেফ গুজব ছিল সেটা। চোরাই-সোনা লুকোনোর ব্যবস্থা ইভান্স করেছে বলল ফস্টার···জেনে বলল নাকি আন্দাজে?

হোলস্টারের পিস্তলে একবার হাত ছুঁইয়ে আস্তাবলের দিকে তাকাল ব্লেইন। আস্তাবলের অবস্থানটা চমৎকার–গা ঢাকা দিয়ে ওখান থেকে যে কোন দিকে যাওয়া সম্ভব।

বড় রাস্তায় পৌঁছে যথেষ্ট সময় নিয়ে রাস্তা অতিক্রম করল ও–প্রতি পদক্ষেপে বিপদের আশঙ্কা করছে।

আস্তাবলের দরজায় চেয়ারটা নেই। ব্লেইন আস্তাবলে ঢুকতেই কথা বলে উঠল পিকো। 'যেভাবে এলে, যে কোনও সময় মারা পড়তে পারতে, ব্লেইন। লোভনীয় টার্গেট ছিল।'

'হয়তো।'

'সাটন-টেইলর ফিউড যেদিন শেষ হলো, টেক্সাসের সেই রাতের কথা মনে পড়ছে।'

হঠাৎ হাওয়ায় একটা ছেঁড়া কাগজ গড়াগড়ি খেলো রাস্তায়। ককিয়ে উঠল একটা সাইনবোর্ড। মাটিতে পা ঠুকল কোনও স্টলের ঘোড়া···চিঁহিঁ করে ডেকে উঠল।

আস্তাবলের অন্ধকার কোণ থেকে রাস্তার দিকে তাকাতেই ইস্পাতের ওপর

আলোর মৃদু প্রতিফলন চোখে পড়ল ব্লেইনের—নড়ছে। সেই সঙ্গে মৃদু আওয়াজ। দুই বিল্ডিংয়ের মাঝের ফাঁকা জায়গায় এক রাইডার অপেক্ষা করছে। দ্রুত একবার রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চোখ বোলাল ব্লেইন, ফাঁকা জায়গাগুলো পরীক্ষা করল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। আট থেকে ন'জন রাইডারের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে।

পিকো ওদের আগেই দেখেছে। 'শহরে কোনও মাইনার নেই আজ,' দ্রুত বলল সে।

তথ্যটা হজম করল ব্লেইন। সেটাই তো স্বাভাবিক! সশস্ত্র অবস্থায় ওদের তৈরি করে রাখবে বেন হলেনবেক। বেন হলেনবেকের অফিস আর জেল বিল্ডিং অন্ধকারে ডুব মেরে আছে। শুধু আস্তাবলের দরজার মাথায় জ্বলছে একটা লণ্ঠন।

হলেনবেককে জানে ব্লেইন, প্রথম আঘাতেই জয়ী হতে চাইবে সে, ধুলোয় মিশিয়ে দেবে প্রতিপক্ষকে—সোজা কথায় ধ্বংসলীলা চালাবে। ফলে এরপর ওর বিরুদ্ধে যেমন আর কেউ দাঁড়াতে পারবে না তেমনি শহরের বাইরেও আর কোনও খবর যাবার উপায় থাকবে না। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বাইরের দৃষ্টি আকর্ষণ করত; কিন্তু যদি চট করে চুকিয়ে ফেলা যায়, পরে সহজেই কাগজ-কলমে ওটাকে চোর-ডাকাতের কাণ্ড বলে চালিয়ে দেয়া যাবে।

কিন্তু ঘোড়ার পিঠে যারা অপেক্ষা করছে ওরা এককালে ব্লেইনের সঙ্গী ছিল। নেতা বাছতে ভুল করলেও ওরা সবাই ভালোমানুষ। যেভাবে হোক ওদের শান্ত করতে হবে।

কাগজপত্র হাতিয়ে নেয়ার জন্যে বেন হলেনবেকের অফিসে হামলা চালাবে রেক্স ফেন্টন; তারপর যাবে সানস্ট্রাইক আর গ্লোরিহোলে। ওদিকে শ্যাফট, মাইন অফিস, হোয়েস্টহাউস—সর্বত্র সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করেছে হলেনবেক। নিরাপদ অবস্থান থেকে ফাঁকায় দাঁড়ানো রাইডারদের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়বে তারা।

'ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে—আমি যাচ্ছি,' বলল ব্লেইন।

'মারা পড়বে।'

'পা বাড়িয়ে দেখুক না,' পেছন থেকে বলে উঠল কেউ, 'শেষ করে দেব!' হকিন্স।

'হকিন্স,' বলল ব্লেইন, 'বন্ধুদের জন্যে বিন্দুমাত্র দরদ থাকলে জলদি আটকাও ওদের। হলেনবেক আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে।'

'বলো, তৈরি ছিল,' বলল হকিন্স। 'এবার বাগে পেয়েছি শালাকে।'

'কাছেপিঠে কোনও মাইনার দেখেছ, হকিন্স? আমি রেক্স ফেন্টন হলে এতক্ষণে কিন্তু পালানোর পথ খুঁজতে শুরু করতাম।'

'নিজেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রেক্সের আছে।'

'তা না হয় বুঝলাম; কিন্তু অন্যদের কী হবে? রেক্সের নির্বুদ্ধিতার খেসারত আগেও কী তোমাকে অনেকবার দিতে হয় নি? সুতরাং, জলদি যাও, ওদের ঠেকাও। এখন মাইনারের দিকে পা বাড়ালে কচু কাটা হয়ে যাবে সবাই।'

'বিশ্বাস করি না।'

রাস্তা থেকে চাপা শব্দ ভেসে এল। এ শব্দ ব্লেইনের অতিপরিচিত—অতীতে যখন ক্যাটল ড্রাইভে গেছে কিংবা ঘোড়ার পালের কাছে ঘুমিয়েছে—এই শব্দ

পেয়েছে—অর্থ, অশ্বারোহীরা এগিয়ে আসছে।

'ওদের থামাও, হকিন্স,' আবার চেষ্টা করল ব্লেইন।

নড়েচড়ে দাঁড়াল হকিন্স। 'চিৎকার করে লাভ নেই। কারও সাধ্য নেই এখন রেক্সকে থামায়। এসবের বাইরে ছিলে তুমি, ব্লেইন, খামোকা নাক গলাতে এসো না।'

'হায় খোদা, হকিন্স, কথা শোনো! র‍্যাঞ্চারদের সাহায্য করার জন্যে রেক্স এসব করছে মনে করো? বেন হলেনবেককে সবার আগে দলে টেনেছিল কে, জানো?'

'সে নিজেই এসেছে।'

'ফেন্টনের কথামত চলতে গিয়ে বন্ধুদের বিপদ ডেকে এনো না, হকিন্স। ফেন্টনকে তুমি ভক্তি করো, ঠিক, কিন্তু সে নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। ক্যাটল আউটফিটগুলোর সঙ্গে লড়াই করার জন্যে বেন হলেনবেককে বন্দুকবাজদের সর্দার বানিয়েছিল ইভান্স আর ফেন্টন, তা জানো?'

'ডাঁহা মিথ্যে।' কর্কশ কণ্ঠে বলল হকিন্স, 'এসব কথা আমাকে শুনিয়ো না!'

'তুমি জানো, আমি মিথ্যে কথা বলি না। বেনের সঙ্গে নিউহলকেও টেনেছিল রেক্স। আর আজ তুমি এসেছ তারই রাস্তা পরিষ্কার করতে। বেন হলেনবেককে সরিয়ে আবার ক্ষমতা দখল করতে এসেছে সে।'

হকিন্সের চেহারায় কাঠিন্য ফুটে উঠল। এর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, বুঝতে পারল ব্লেইন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হকিন্সের বিরুদ্ধে বোকার মতো কিছু করারও ইচ্ছে নেই। লোকটা নেকড়ের মতো ভয়ঙ্কর। হঠাৎ নেকড়ে-শিকারী উইংকলারের কথা মনে পড়ে গেল। বুড়ো গেছে কোথায়?

অন্ধকার আস্তাবল নীরব, নিথর। কবরস্থানের পরিবেশ চারদিকে। নাকে লাগছে খড় আর টাটকা নাদির গন্ধ। বাইরে দরজার মাথায় ম্লান আলো ছড়াচ্ছে লণ্ঠনটা।

রাত দু'টো পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তিনটে বাজতে যাচ্ছে। রাত পোহাবার এখনও প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক বাকি, আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে দুষ্কর্ম করার জন্যে যথেষ্ট সময়।

বিল্ডিংগুলোর মাঝখানে দাঁড়ানো রাইডারদের এখন অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে কাছে পাশাপাশি তিনজনকে দেখা যাচ্ছে; তারপর আরও দু'জন; শব্দ শুনে মনে হচ্ছে আরও অনেকে আছে—আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে।

'হকিন্স,' বলল ব্লেইন, 'কেন বুঝছ না! র‍্যাফটারের গরুর ব্যবসা আজই শেষ হতে যাচ্ছে। অনেকদিন তো ছায়ার পেছনে ঘুরে বেড়ালে, মাথাটাকে একটু খাটাও, শুধু শুধু একগুঁয়েমি করছ কেন?'

'রেক্স ফেন্টন যেদিন আমার হাতে মার খেলো, তুমিও সেদিন রক স্প্রীংসে ছিলে। সেই সময় বড় র‍্যাঞ্চারদের সাথে পাল্লা দেয়ার সাধ্য রেক্সের ছিল না। অথচ এখন ইভ বেনক্রফটের মনে বিশ্বাস জন্মিয়েছে, সে একটা বিরাট কিছু। সত্যি করে বলো দেখি, হকিন্স...রেক্স ফেন্টনকে কেউ কোনওদিন ফুটো পয়সার মূল্য দিয়েছে?'

'এসব বলে লাভ হবে না।'

'তোমরা অনেক বছর একসঙ্গে আছ,' কঠিন দৃষ্টিতে হকিন্সের দিকে তাকাল ব্লেইন, 'এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, রেক্স যখন সাহেব সেজে ঘুরে বেরিয়েছে, তোমার হাতেই গড়ে উঠেছে তার আউটফিট। কাজের লোক রাখা থেকে শুরু করে

প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ তোমাকেই করতে হয়েছে, তাই না?'

জবাব দিল না হকিন্স। আরও একবার রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল ব্লেইন। মাইনবিল্ডিংগুলোর অবস্থান এখান থেকে দু'শো গজের বেশি দূরে হবে না। আলোকিত আস্তাবলের দরজা কাটিয়েই এগিয়ে যেতে হবে রাইডারদের; তার মানে প্রত্যেককে পরিষ্কার দেখতে পাবে বেনের গানহ্যান্ডরা।

'হকিন্স, জো হলিডেও কী আছে ওখানে?'

'যদি থাকে–?'

'তোমাকে একবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল জো। তাকেও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে তুমি?'

নড়েচড়ে দাঁড়াল হকিন্স।

'এককালে ইন্ডিয়ানদের মতো সতর্ক ছিলে তুমি, দেখে শুনে পা বাড়াতে। আজও শহরে ঢোকার আগে চারপাশ জরিপ করে নেয়া উচিত ছিল। এই ভুল তুমি কীভাবে করলে?'

হকিন্স উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে সুযোগটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করল ব্লেইন। 'এসো একটা বাজি হয়ে যাক, আমি বলছি, এই মুহূর্তে রাস্তার ওমাথায় অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ থেকে একশোজন সশস্ত্র লোক রয়েছে–পরখ করে দেখতে চাও?'

'ধোঁকা দিচ্ছ।'

'তাহলে বাজি লাগো?'

এই প্রথম কথা বলল পিকো। 'আমি ব্লেইনের পক্ষে। বাজি লাগলে হারবে তুমি।'

'কিন্তু,' বলল হকিন্স, 'ওদের থামানোর উপায় নেই। রেক্স সবাইকে খেপিয়ে তুলেছে। এখন আর কোনও বাধাই মানতে চাইবে না ওরা।'

রাস্তা জুড়ে এগিয়ে আসছে অশ্বারোহীরা, দূরত্ব কমছে ক্রমশ। দালানের ফাঁকে দাঁড়ানো রাইডাররাও যোগ দিচ্ছে ওদের সঙ্গে।

'দেখো!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল পিকো।

লিভারি স্ট্যাবলের ঠিক দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে পড়েছে ঘোড়সওয়াররা।

বিশালদেহী, বলিষ্ঠ গড়নের এক লোক রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে, দাঁতের ফাঁকে খিলাল ঝুলছে তার। মাঝরাস্তায় দুর্ভেদ্য এক দেয়ালের মতো লাগছে তাকে।

ইয়ান অগিলভি।

দশ

কোমরে ঝুলছে জোড়া সিক্স-শুটার, বেল্টে গোঁজা রয়েছে আরও একটা; হাতে কোল্ট রিভলভিং শটগান–নিশ্চুপ মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ইয়ান অগিলভি, যেন মূর্তিমান বিপদ।

থমকে দাঁড়ানো অশ্বারোহীরা জানে, ইচ্ছে করলেই ওকে মাড়িয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে যাওয়া যায়; কিন্তু প্রাণ হারানোর ঝুঁকি নেবে কে? মারা যাবার আগে ক'জনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে অগিলভি?

পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ, দু'বার ট্রিগার টেপার সুযোগ পেলেই অন্তত তিন থেকে ছয়জনকে স্যাডল থেকে ফেলে দিতে পারবে সে। তারপর নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

অন্ধকারে দাঁড়ানো নীরব দর্শক মাইকেল ব্লেইন ঘোড়সওয়ারদের মনের ভাব বুঝতে পারছে। জনা চল্লিশেক লোকের মধ্যে হয়তো দু'তিনজন মারা পড়তে পারে, কিন্তু এই দুই তিনজনের দলে যাবে কে?

থমথমে নীরবতা ভেঙে হঠাৎ শান্ত কণ্ঠে কথা বলে উঠল অগিলভি। রেক্স ফেন্টনের দিকে তাকাচ্ছে না সে। পরিণাম বিবেচনা না করে নিজের বাহাদুরী ফলানোর চেষ্টা করবে ফেন্টন; তাই কথা বলার দায়িত্ব অন্য আরেক জনের হাতে তুলে দিল।

'ওয়াল্ট কেলি,' বলল সে, 'সবাইকে সঙ্গে নিয়ে জলদি ফিরে যাও।'

'সরে যাও, অগিলভি!'

'বোকামি করো না, ওয়াল্ট,' বোঝানোর চেষ্টা করল অগিলভি। 'দায়িত্ব পালন করা থেকে আমাকে কেউ কখনও পিছিয়ে যেতে দেখেছে?—এটাই আমার কাজ।'

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল ব্লেইন। 'পিছিয়ে যাও, বয়েজ। রাস্তার ওধারে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে ওরা, তোমরা এগোলে ওদের আশাই পূরণ করা হবে কেবল।'

একসঙ্গে ওর দিকে তাকাল সবাই। কারও চোখে ঘৃণা, কারও চোখে প্রশ্ন; কারও চোখে প্রত্যাশা। যে কোনও দলে বাড়াবাড়ির বিপক্ষে দু'চারজন লোক থাকেই, ওরা চায় কেউ কিছু একটা করুক, গোলমাল বন্ধ হোক। অগিলভির মাঝে আশার আলো দেখেছে ওরা—ব্লেইন অগিলভির পেছনে এসে দাঁড়ানোয় সেটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু রেক্স ফেন্টনকে এতক্ষণ ভুলে থাকা ঠিক হয়নি। 'এক নম্বর মিথ্যুক ব্যাটা!' গর্জে উঠল সে। 'ওদিকে কিচ্ছু নেই! চলো সবাই!'

ভিড়ে আন্দোলন উঠল। শটগান তুলল অগিলভি। 'ওয়াল্ট কেলির বন্ধুরা ওকে বিদায় জানাও এখন,' বলল সে, 'নিজেরাও মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও মনে মনে।'

এখানেই মারাত্মক ভুল করে বসল অগিলভি। সবাই একসঙ্গে হয়তো এগোনোর চেষ্টা করত না; তাতে কেউ দোষ দিত না ওদের। কিন্তু নির্দিষ্ট করে একজনের নাম উচ্চারণ করেছে অগিলভি—সেরা একজনের নাম। ওয়াল্ট কেলিকে আর ঠেকানো যাবে না।

'তোমার নিকুচি করি, অগিলভি!' বলল সে। 'সরে যাও! আমি যাবই!'

'আর্চির কী হবে?' নরম কণ্ঠে বলল ব্লেইন।

আর্চার কেলিকে বাবা আর ভাইয়ের স্নেহে গড়ে তুলেছে ওয়াল্ট, নামটা কানে যেতেই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল সে।

ঠিক এই সময় ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল এক ঘোড়সওয়ার। ইভ

বেনক্রফট, প্রচণ্ড ক্রোধে রক্ত সরে শাদা হয়ে গেছে তার চেহারা। 'ভীতু কয়োটের দল!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'চলো, রেক্স! ওদের দেখিয়ে দাও!'

ঘোড়ার পেটে স্পারের গুঁতো লাগাল ইভ, ঝট করে সামনে এগিয়ে গেল ওটা। লাফিয়ে উঠে ঘোড়ার লাগাম আঁকড়ে ধরতে চাইল অগিলভি, কিন্তু তার আগেই ওকে পেছনে ফেলে ছুটে গেল ইভ।

লাফ মেরে সামনে বাড়তে গিয়েও থেমে গেল রেক্স ফেন্টন।

পিস্তল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে গেল ইভ বেনক্রফট। মাইনারদের বোঝার উপায় নেই ও পুরুষ না মহিলা। সোজা বুলেট-ঝড়ের মুখে গিয়ে পড়ল সে, গুলির তীব্র আঘাতে স্যাডল থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। অমানুষিক, অপার্থিব এক আর্তনাদে ভরে গেল চারিদিকের পরিবেশ।

অন্ধকারে ওত পেতে বসে থাকা একজন মাইনার ভয়ে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল, 'হায় খোদা, মেয়ে, একটা মেয়েকে মেরে ফেলেছি আমরা!'

একশো গজ দূরে পড়ে থাকা নিশ্চল ইভ বেনক্রফটের দিকে তাকাল ঘোড়সওয়াররা। তারপর একসঙ্গে সবার দৃষ্টি স্থির হলো রেক্স ফেন্টনের ওপর।

রেক্স ফেন্টনের ওপর নির্ভর করেই সামনে বেড়েছিল ইভ বেনক্রফট, ওকে আমন্ত্রণও করেছে সঙ্গী হবার।

ইভের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে ফেন্টন, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ঘটনাটা। এপথে ওই ইভকে ডেকে এনেছে; অথচ প্রয়োজনের মুহূর্তে পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে–একা ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর দিকে। আস্তে আস্তে ঘোড়া ঘুরিয়ে সরে যেতে শুরু করল রাইডাররা।

হঠাৎ নড়ে উঠল অগিলভি। 'এখান থেকে ভাগো, ফেন্টন। ফের তোমাকে শহরে দেখলে জায়গায় দাঁড়িয়ে পাগলা কুত্তার মতো গুলি করে মারব।'

রহস্যজনক কারণে এতক্ষণ অনুপস্থিত শহরবাসীরা এক এক করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। ইভের লাশের দিকে এগিয়ে গেল দু'জন মহিলা। মেয়েটা বেঁচে আছে কিনা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করছে না কেউ; সবাই জানে, এরকম বুলেট বৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব।

অগিলভির পাশে এসে দাঁড়াল ব্রেইন। 'মেয়েটাকে থামানোর চেষ্টা করলাম!' বলল অগিলভি। 'পারলাম না!'

'সম্ভবও ছিল না,' বলল ব্রেইন, 'একমাত্র রেক্সই হয়তো পারত।'

লোকেরা ভিড় জমাচ্ছে রাস্তায়, ফিসফিস কথাবার্তা চলছে। বেন হলেনবেককে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

'অথচ কিছুই করে নি সে,' বলল অগিলভি, 'স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে মারা যেতে দেখেছে!'

'এগোতে যাচ্ছিল,' বলল একজন, 'এগোতে গিয়েও এগোয় নি সে···পিছিয়ে গেছে।'

পা বাড়াতে গেল মাইকেল ব্রেইন। ওকে বাধা দিল অগিলভি। 'এবার থামবে তো সব গোলমাল?'

'পরিস্থিতি পাল্টেছে কি?' জিজ্ঞেস করল ব্রেইন। 'মেয়েটা মারা গেছে, কিন্তু

অবস্থা সেই আগের মতোই রয়ে গেছে। আমার কথা শোনো, অগিলভি। যত তাড়াতাড়ি পারো বেন হলেনবেককে অ্যারেস্ট করো; তারপর সেরা ছ'সাতজন নাগরিককে সঙ্গে নিয়ে গুণ্ডা-বদমাশদের নিকেশ করার ব্যবস্থা নাও।'

বিষণ্ণ চেহারায় তাকাল অগিলভি, দ্বিধান্বিত। 'হলেনবেককে অ্যারেস্ট করব? ওই তো আমাকে চাকরি দিয়েছে!'

'কিন্তু চাকরিটা কীসের জন্যে?'

সামনে এগিয়ে গেল মাইকেল ব্লেইন। ক্রেইমে ফিরবে ও। নতুন একটা দিন আসছে, হাতের কাজ শেষ করতে হবে। কেলচা হাতে কাজ করতে করতে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

হঠাৎ বার্ট রেনাল্ডের কথা মনে পড়ল ওর। কোথায় গেছে লোকটা? ক্রেইম থেকে শহরে রওনা দিয়েছিল সে···কিন্তু তার ছায়াও চোখে পড়ে নি এখানে···শহরটা এত বড় নয় যে লোকের ভিড়ে হারিয়ে যাবে।

এই শহরে আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না। অসহ্য ঠেকছে শহরের লোকজনের উপস্থিতি। ইভ বেনক্রফটকে ও পছন্দ না করলেও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা মেয়েটার মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছে। প্রিয়জনের ওপর বিশ্বাস রাখতে গিয়ে প্রাণ হারাল ইভ···ভালোবাসার কী অপচয়···

আস্তাবলের সামনে মুহূর্তের জন্যে থামল ব্লেইন, মনটা ভার হয়ে আছে।

পাহাড়ের কোলে রাজ্যের অপমান মাথায় নিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত বুড়ো মানুষটার সম্মান ফিরিয়ে দেয়া ছাড়া এ শহরে আর কিছুই করার বা চাওয়ার নেই ওর। মাইকেল ব্লেইনের ঠিক বিপরীত স্বভাবের মানুষ ছিল প্যাটারসন, ভায়োলেন্স মনেপ্রাণে ঘৃণা করত, বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়াত পৃথিবীর বুকে। ভায়োলেন্সে মৃত্যুর অপবাদ ঘোচাতে হবে তার, শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে প্রকৃত হত্যাকারীর।

আস্তাবল থেকে কালো ঘোড়া বের করে নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল মাইকেল ব্লেইন। ট্রেইল এড়িয়ে, চলাচলের পথ বাদ দিয়ে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে সাবধানে এগিয়ে চলল।

ক্যানিয়নে পৌঁছে ট্রেইলে উঠে আসতে হলো ওকে; সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াল ঘোড়াটা। জিনে বসে কান খাড়া করল ব্লেইন; প্রথমে সব চুপচাপ, তারপর মৃদু ঘর্ষণের শব্দ–ঝোপ ঘেঁষে কোনও ঘোড়া এগোনোর সময় ডালপালার সঙ্গে ছোঁয়া গেলে যাচ্ছে স্যাডলের।

স্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল ব্লেইন। দ্রুত ক্রেইমে পৌঁছুতে চাইছে ও, হঠাৎ বাধা পড়ায় বিরক্ত হলো। আকাশের গায়ে আলোর ছ'টা দেখা যাচ্ছে, রাত শেষ হয়ে আসছে–ভোর হচ্ছে।

হঠাৎ ঘোড়াটা দেখতে পেল ও, শূন্য স্যাডল, মাথা উঁচিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওটা ডেকে উঠতেই প্রত্যুত্তর করল ব্লেইনের ঘোড়া। স্থির হাতে উইনচেস্টার উঁচিয়ে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ব্লেইন।

কিছুই ঘটল না।

ঘোড়া সামনে বাড়াল ব্লেইন। শাদা ফিতের মতো ট্রেইলের মাঝখানে কী যেন পড়ে আছে। আঁধারে এমন জিনিস আগেও দেখেছে ও, চিনতে ভুল হলো না।

ঘোড়ার আচরণে বিপদের আভাস নেই দেখে নেমে পড়ল স্যাডল থেকে।

হাঁটু গেড়ে বসে লোকটাকে চিত করল। দেশলাই জ্বালতেই ট্রিম নিউহলের বিস্ফারিত একজোড়া চোখ দেখতে পেল, চোখে শূন্য দৃষ্টি।

আবার কাঠি জ্বালল ব্লেইন। ট্রিমের শার্টের বুক রক্তে ভেজা, রক্তের দাগ শুকিয়ে আসছে। পেছন থেকে ওকে আঘাত করেছে ঘাতক বুলেট। ম্যাচের ম্লান আলোয় হঠাৎ আরও একটা ব্যাপার খেয়াল করল।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর বুকে হেঁটে প্রায় চার-পাঁচ ফুট সামনে এগিয়েছে ট্রিম নিউহল। একটা ঝোপের দিকে হাত বাড়িয়ে রেখেছে।

আবারও দেশলাই জ্বেলে হাত বরাবর ঝোপের নীচে তাকাল ব্লেইন। ঝোপের কাছেই বালির ওপর কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা: *ব্লেইন, সাবধান—লোন সি*···

শেষ হরফটা এঁকেবেঁকে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাল ব্লেইন। ঘোড়াটা দেখেছে মাত্র কয়েক মিনিট হলেও ইতিমধ্যে আকাশ অনেকটা ফর্সা হয়ে এসেছে। আঁধারের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রকৃতি; অবশ্য এখনও ঝোপঝাড়ে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। একটা দু'টো তারা দেখা যাচ্ছে আকাশে—মিটমিট করছে।

নিউহলের ঘোড়ার কাছে এসে দাঁড়াল ব্লেইন। স্যাডলে, ঘোড়ার দেহে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে ওর ঘোড়া যেখানে থমকে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এল ব্লেইন, মাটিতে রক্তের দাগ চোখে পড়ল ওর। গুলি খাবার পর দশ-বার গজ যাবার আগেই স্যাডল থেকে গড়িয়ে পড়েছে নিউহল।

টুপি ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিল ব্লেইন, ভোরের সতেজ হাওয়া যেন ভাসিয়ে নিতে চাইল সব অবসাদ। আবার আশপাশে চোখ বোলাল ও।

অন্য কোনও ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে না। লক্ষ্য ভেদ সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল অচেনা আততায়ী, নইলে এত কাছাকাছি আসার সাহস করত না।

মারা গেছে ট্রিম নিউহল—কিন্তু ব্যাপারটা কেমন বেখাপ্পা ঠেকছে না? বেন হলেনবেকের শক্তিশালী ডান-হাত ছিল নিউহল। ওকে কেন হত্যা করা হবে? এক্সপ্রেস আর ফ্রেইট লাইনের মালিক নিউহলকে সোনা পাচারের কাজে প্রয়োজন হত বেনের। দেখা যাচ্ছে, সময় হবার আগেই মারা গেছে বেচারা।

হলেনবেককে চেনে ব্লেইন; জানে, ভাগাভাগিতে যেতে হতে পারে এমন যে-কাউকে কাজ শেষ হওয়ামাত্র পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেবে সে। কিন্তু নিউহলের প্রয়োজন তো এখনও ফুরোয় নি? তাছাড়া এখানেই বা কেন হত্যা করা হলো তাকে?

ইচ্ছাকৃতভাবে ওকে হত্যা করা হয়ে থাকলে অনুসরণ করে আততায়ী এখানে এসেছে নিশ্চয়ই: কিন্তু ব্লেইন যদ্দূর জানে, সচরাচর এদিকে আসার কথা নয় নিউহলের।

তাহলে?

নিশ্চয়ই ভুলক্রমে মারা পড়েছে নিউহল। অন্য কাউকে ভেবে অন্ধকারে হত্যা করা হয়েছে তাকে।

কাকে হত্যা করার কথা ছিল? সহজ জবাব। নিউহলকে ব্লেইন ভেবে নিয়েছিল আততায়ী।

তাহলে নিউহলের লেখাটার একটা মানে পাওয়া যাচ্ছে। ওকে আগাম সতর্ক করে দেবে বলেই এদিকে আসছিল নিউহল, তাকে ব্লেইন ভেবে ভুল করেছে খুনী।

লোন সি···—অপরিচিত নাম। কিন্তু নিউহল ভেবেছে, নাম দেখে চিনতে পারবে ও, নইলে কষ্ট করে লিখতে যেত না।

জুতোর গোড়ালি দিয়ে বালিতে লেখা নামটা মুছে ফেলল ব্লেইন। এবার নিউহলের লাশ স্যাডলে তুলে বেঁধে দিল দড়ি দিয়ে; ঘোড়ার লাগাম পমেলের সঙ্গে পেঁচিয়ে দিল। পথ চিনে একাই ঘরে ফিরে যেতে পারবে নিউহলের ঘোড়া।

সূর্য ওঠার আগেই ক্লেইমে পৌঁছুল ব্লেইন। চারদিক নিস্তব্ধ। জিন, লাগাম খুলে ঝর্নায় ছেড়ে দিল ঘোড়াটা। চুপচাপ কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর কেবিনে ফিরে এল।

খোলা দরজা গলে সূর্যের কড়া আলো চোখে নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল ব্লেইন। বাইরে তাকাতেই বার্ট রেনাল্ডকে দেখতে পেল, চোখ-মুখ কুঁচকে ক্যানিয়ন বরাবর সামনে তাকিয়ে আছে, হাতে উদ্যত উইনচেস্টার, প্রয়োজনের মুহূর্তে ট্রিগার টেপার জন্যে তৈরি।

কৌতূহল চাপতে ব্যর্থ হয়ে উঠে পড়ল ব্লেইন। বাংকের ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রেনাল্ড।

'একটা হরিণ দেখলাম যেন,' রাইফেল নামিয়ে বলল সে, 'হরিণের মাংস খেতে খুউব ইচ্ছে করছে।'

'ঠিক বলেছ,' খুশি হয়ে উঠল ব্লেইন, 'যাব নাকি একবার চেষ্টা করে দেখতে?'

হাসল রেনাল্ড। 'এত তাড়াতাড়ি কাজ থেকে মন উঠে গেল? আমার রাইফেলে অবশ্য এখনও এক রাউন্ড গুলি আছে।' চট করে একবার ব্লেইনের চেহারা জরিপ করল সে। 'তোমার বোধ হয় বিশ্রাম নেয়া উচিত। ফিরেছ কখন?'

'সকালের দিকে।'

শহরের ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য আশা করেছিল ব্লেইন, নিরাশ হতে হলো।

দু'জন একসঙ্গে বসে গল্প-গুজব করতে করতে খাবার সেরে নিল ওরা।

রেনাল্ডের নির্লিপ্ততার পেছনে একটা কারণই থাকতে পারে: শহরে কী ঘটেছে সে জানে না।

তার মানে র‍্যাফটারে যায় নি রেনাল্ড।

তাহলে কোথায় গিয়েছিল?

এগার

যেচে র‍্যাফটার সম্পর্কে কিছু বলে নি ব্লেইন; বার্ট রেনাল্ড কোনওরকম কৌতূহলও দেখায় নি। অথচ ব্লেইন খুব ভালো করে জানে, শহর আর আশপাশে সর্বত্র ইভ বেনক্রফটের আকস্মিক মৃত্যুতে তুমুল আলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

মেয়েদের হত্যাকাণ্ড এমনিতেই পশ্চিমে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট—তার ওপর মারা গেছে থ্রি-সেভ্নের মালিক; এ-এলাকার বৃহত্তম না হলেও অন্যতম বিশাল র‍্যাঞ্চ ওটা।

কাজ করছে, আর সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজছে ব্লেইন, কিন্তু চোখের সামনে কোনও পথ দেখছে না। ভীমরুলের চাকে ঢিল মারতে চেয়েছিল ও; শহরে রেক্স ফেন্টনের সদলবলে হামলা উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে—অথচ মূল অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় নি।

চমৎকার একটা মেয়ে মারা গেছে; মান-সম্মান হারিয়েছে রেক্স ফেন্টন। কথাকে কাজে রূপ দিতে বলেছিল ওকে ইভ, সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে লোকটা। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে মৃত্যুর দিকে ছুটে যেতে দিয়েছে ইভকে।

অগিলভি উপস্থিত না থাকলে কী যে হত ভাবতে পারে না ব্লেইন। সবাইকে ঠেকিয়ে দিলেও ইভকে সামলানো ওর সাধ্যের বাইরে ছিল—ভদ্রঘরের কোনও মেয়ের বিরুদ্ধে হাত তোলা তার রীতিবিরুদ্ধ। এত কিছু ঘটে যাবার পর এখনও অটল-সিংহাসনে বসে আছে বেন হলেনবেক, টোকাটিও লাগে নি তার গায়ে।

ট্রিম নিউহলের কথা মনে পড়ল ব্লেইনের। সন্দেহ নেই ওকে সতর্ক করার জন্যেই এদিকে আসছিল সে, ব্লেইন ভেবে ওকে হত্যা করা হয়েছে। ব্লেইনের জন্যেও ওত পেতে ছিল কেউ, এতক্ষণে হয়তো সে জেনে গেছে, শিকার তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

যখনই হুইলবারো ঠেলে বাইরে এনে টুকরো পাথর ফেলছে ব্লেইন, প্রচুর সময় নিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, নজর বোলাচ্ছে চারদিকে। কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই। আবার বাইরে গেছে বার্ট রেনাল্ড। ক্লেইমে একা আছে ব্লেইন। অঘটন না ঘটলে দুপুর অবধি ব্যস্ত থাকার মতো যথেষ্ট কাজ রয়েছে ওর হাতে।

ইভ বেনক্রফটের মৃত্যুতে র‍্যাফটারবাসীদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে অনুমান করার চেষ্টা করল মাইকেল ব্লেইন। পশ্চিমের অধিকাংশ শহরের মতো এখানকার সব লোকও খারাপ নয়; হুজুগে মেতে ওঠার মতো লোকের যেমন অভাব নেই, তেমনি শান্তি চায় এমন লোকও কম নয়, হয়তো ভয়ে কিছু করতে পারছে না তারা।

র‍্যাফটারের প্রতিটি লোক যেন আতঙ্কে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে, নতুন কাউকে দেখলেই সন্দেহ ফুটে উঠছে তাদের দৃষ্টিতে—এ অবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না।

টানেলের মেঝেতে পড়ে থাকা পাথরের টুকরো আর মাটি তুলতে গেল ব্লেইন, হঠাৎ মাথায় টোকা দিয়ে গেল নামটা।

লোন সিভার্স…

কোনও সন্দেহ নেই। এ নাম ওর পরিচিত। মৃত্যুর আগে বালির ওপর 'লোন সি…' লিখে রেখে গেছে ট্রিম নিউহল: লোন সিভার্সের নাম আগেও শুনেছে ও—ভাড়াটে খুনী, ক্যাট্‌ল আউটফিট কিংবা অন্য যে কারও স্বার্থে টাকার বিনিময়ে মানুষ হত্যা করে সে। রহস্যময় নিঃসঙ্গ এক মানুষ। বেন হলেনবেক এমন কাউকে কাজে লাগাবে এটাই তো স্বাভাবিক!

লোন সিভার্স মাইনিং ক্লেইম স্কাউট করে গেছে সন্দেহ নেই। এই মুহূর্তে

টানেলের উল্টোদিকে ক্যানিয়নের দেয়ালের মাথায় বসে আছে কিনা কে জানে! অনায়াসে ওকে হত্যা করতে পারবে তাহলে!

মন থেকে সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল ব্লেইন; এখন ও জানে কী করতে হবে। টানেল থেকে বের হয়ে অস্ত্রের কাছে পৌঁছুতে হবে ওকে যেভাবে হয়। তারপর মৃত্যু-ফাঁদ ক্যানিয়ন ছেড়ে পালাতে হবে, সিভার্সকে বিশ্বাস নেই। সবার আগে তাকে খুঁজে বের করে হত্যা করতে হবে।

এছাড়া বাঁচার কোনও উপায় নেই। হাতের কাজ শেষ না করে কিছুতেই থামবে না লোন সিভার্স। সুতরাং বাঁচতে চাইলে আগেই শিকারীকে খুঁজে বের করে ঘায়েল করতে হবে।

হাত থেকে বেলচা ফেলে দিল ব্লেইন। থাকুক পড়ে ভাঙা পাথর, কাজ পরে সারা যাবে। হতে পারে ক্যানিয়নের রিমে লোন সিভার্স আদৌ বসে নেই, পালানোর পথ পরিষ্কার না থাকলে তেমন কিছু করবে না সে। অনর্থক ঝুঁকি নেয়ার বান্দা সে নয়।

টানেলের মুখের কাছে এসে অন্ধকারে হাঁটু গেড়ে বসে চোখ কুঁচকে বাইরে তাকাল ব্লেইন। এখান থেকে সহজেই পাহাড়ের কিনারা দেখতে পাচ্ছে। যথেষ্ট সময় নিয়ে ওদিকটা পরখ করল ও।

ক্যানিয়ন-প্রাচীরে ঝোপ-ঝাড় কিংবা বড় সাইজের কোনও পাথরও নেই; পানি গড়িয়ে পড়ে গা ঢাকা দেয়ার মতো কোনও খাঁজেরও সৃষ্টি হয় নি। টানেলের দেয়ালের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে মুখে চলে এল ব্লেইন; তারপর চট করে বেরিয়েই সাপের মতো এঁকে বেঁকে দৌড়ে গেল কেবিনের দিকে, কেউ নিশানা করে থাকলে লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হবে। কেবিনে ঢুকেই গা থেকে শার্ট খুলে বুকে পিঠে পানি ছিটাল; তারপর চুল আঁচড়ে গানবেল্ট পরে নিল, কোমরে গুঁজে দিল আরও একটা সিক্স-শুটার, হাতে তুলে নিল রাইফেল।

কালো ঘোড়াটা ঝর্নার ধারে বাঁধা আছে, ওখানে ওকে মারতে চাইলে খুনীকে ক্যানিয়নে নেমে আসতে হবে। লোন সিভার্স অতখানি ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না।

ঘোড়ার কাছে পৌঁছে পাথুরে চাতালে তুলে রাখা স্যাডলটা ওটার পিঠে চাপাল। পানির দিকে ছুটে যেতে চাইল ঘোড়াটা। ওকে পানি খেতে দিয়ে অস্বাভাবিক কোনও শব্দের খোঁজে কান খাড়া করল।

প্রথম দিনেই ক্যানিয়নটা ভাবনায় ফেলে দিয়েছিল ওকে। সেদিন একটা কিছু—ব্লেইনের ধারণা, কোনও মানুষ—পড়ন্ত বিকেলে হেঁটে গিয়েছে ক্যানিয়ন ধরে।

ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোতে শুরু করল ব্লেইন। এদিক-ওদিক খুদে বুনো প্রাণীদের পায়ের ছাপ চোখে পড়ছে…একটা সজারুর থ্যাবড়ানো পায়ের ছাপ দেখা গেল…অসংখ্য কোয়েলের ট্র্যাক…আরে, ঝোপের প্রান্তে এঁকেবেঁকে হারিয়ে গেছে ট্রেইল, ওখানে বুটের ছাপ!

তাহলে ব্লেইনের ধারণা ঠিক—ক্যানিয়ন ধরে এদিকে গেছে কেউ। দু'এক দিনের পুরোনো ছাপ এটা; একটু খুঁজতেই টাটকা পায়ের ছাপ পাওয়া গেল।

ঘোড়ার কাছে আসবে বলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সামনের দিকে তাকাতেই দেখল,

সানস্ট্রাইক মাইনের ডিসকভারি ক্লেইমের পাথর স্তূপে দাঁড়িয়ে আছে বার্ট রেনাল্ড। রাইফেল উঁচিয়ে ধরে ক্লেইমের দিকে তাকিয়ে আছে।

লাগাম ধরে ঘোড়া নিয়ে ক্লেইমের পথ ধরল ব্লেইন। আড়চোখে রেনাল্ডকে দেখছে, ভাব করছে যেন দেখতেই পায় নি।

সহসা পায়ের আওয়াজে পাঁই করে ঘুরল বার্ট রেনাল্ড। রাইফেল প্রস্তুত। তৈরি হয়ে আছে ব্লেইনও, মুহূর্তের প্রয়োজনে হাঁটু গেড়ে বসে গুলি করবে। বার্ট রেনাল্ড কী কারণে গুলি করবে জানে না; কিন্তু লোকটার রহস্যজনক আচরণ কেন যেন সতর্ক করে তুলেছে ওকে।

রেনাল্ডই প্রথম কথা বলল। 'এই যে, তোমাকেই খুঁজছিলাম। কাজ শেষ?'

'হ্যাঁ, সামান্য একটু বাকি আছে। পরে করব ভেবে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। শহর থেকে ফিরছ?'

ওর চেহারা দেখে কী যেন বোঝার চেষ্টা করল বার্ট রেনাল্ড। 'ওদিককার অবস্থা তো ভয়ঙ্কর। আমাকে বলো নি তো?'

'ইভকে চিনতাম, জানো তো, আমাকে কাজ দিতে চেয়েছিল; মেয়েটার মৃত্যুতে মন খারাপ থাকায় আর ও কথা তোলার ইচ্ছে হয় নি। তাছাড়া, আমি ভেবেছি, তুমি জানো।'

একসঙ্গে কেবিনের দিকে এগোল দু'জন। বার্ট রেনাল্ডের সহজ-স্বাভাবিক আচরণ আবার ফিরে এসেছে। 'ব্যাপারটা দুঃখজনক,' বলল সে, 'খুব ভালো মেয়ে ছিল ইভ।'

দাঁড়িয়ে পড়ল ব্লেইন। 'বার্ট,' বলল ও, 'এর আগে কোনও পশ্চিমা শহরে কখনও মেয়ে খুন হতে দেখেছ?'

'না···কেন?'

'তাহলে একটা জিনিস জানতে এখনও বাকি রয়ে গেছে তোমার। সাধারণ একটা মেয়ের মৃত্যুতে একটা পুরো শহরকে খেপে উঠতে দেখেছি আমি। বিশ্বাস করো, র‍্যাফটারে এখন আলোচনার তুফান চলছে, পালানোর পথ খুঁজছে অনেকেই। ব্যাপারটা আরও অনেক দূর গড়াবে—দেখো।'

ভুরুজোড়া কাছাকাছি চলে এল রেনাল্ডের, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি বাবা এসবের মধ্যে নেই। ওদের কোন্দলে কক্ষনো নিজেকে জড়াই নি।'

'একথা বলে রেহাই পাবে না। নির্দোষ লোকদের ধরে ঝুলিয়ে দেয়ার বদভ্যাস রয়েছে ভিজিলেন্টদের। জ্যাক স্লেডের নাম শুনেছ? নেশায় চুর হয়ে এক রাতে খুব গোলমাল করছিল, সেরাতেই গ্লামার গ্যাংয়ের সদস্যদের ফাঁসি দেয়ার সময় ওকেও ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল।'

ভুরু কুঁচকে গাল চুলকাল রেনাল্ড। কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। 'বাইরে যাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ,' চকিতে একবার পাহাড়ের প্রান্তে সতর্ক দৃষ্টি বোলাল ব্লেইন, 'পালানোর একটা পথ খুঁজতে হবে—পালানোর সময় কাজে লাগবে।'

ওকাজ করার মোটেও ইচ্ছে নেই ব্লেইনের। কাউকে বিশ্বাস করে না ও, পরিকল্পনা গোপন রাখাই ভালো মনে করছে। তাছাড়া, কয়েকটা কাজ সারতে হবে

ওকে, হয়তো ক'দিন শহরে যাওয়ার সুযোগ নাও মিলতে পারে।

নিচুমত এক উপত্যকায় র‍্যাফটার ক্রসিং শহরের অবস্থান, শহরের দক্ষিণে কিছুটা উঁচুতে সানস্ট্রাইক মাইন, আরও খানিকটা দূরে আছে গ্লোরি-হোল। খনি-পাহাড় ছাড়া আশপাশে সব পাহাড়-পর্বত গাছপালায় ভরা। তবে সমতল ভূমিতে অনিয়মিত জলধারাগুলোর তীরে জন্মানো কটনউড আর উইলো-ঝোপ ছাড়া আর কোনও গাছ চোখে পড়ে না।

অনেকগুলো বছর এ এলাকায় গরু চরিয়েছে মাইকেল ব্রেইন—বলা যায়, হাতের তালুর মতো এখানকার অন্ধি-সন্ধি জানা আছে। এদিক-ওদিক চলে যাওয়া গরুর খোঁজে অথবা ক্যাটল ডাইভের গরু রাউন্ড-আপের সময় ড্র, ক্যানিয়ন সর্বত্র ঢুঁ মারে কাউহ্যান্ডরা। ফলে অল্পদিনেই পুরো এলাকা চেনা হয়ে যায়। কিন্তু আজ গরুর খোঁজে বের হয় নি মাইকেল ব্রেইন—বেরিয়েছে মানুষ শিকারে।

অচেনা বুনো পরিবেশে লুকিয়ে থাকা সহজ ব্যাপার নয়। মানুষকে সবসময় পানির উৎসের কাছাকাছি থাকতে হয়। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে হলে চলাচল পথের বাইরে কোনও ওঅটর হোল বেছে নিতে হবে তাকে। তাছাড়া, শুধু পানির ব্যবস্থা হলেই চলবে না, চারপাশে নজর রাখার সুযোগ থাকতে হবে যাতে তার অজান্তে কেউ কাছাকাছি ঘেঁষতে না পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা, হাইড-আউটে সহজে আসা-যাওয়া করার সুযোগ থাকা দরকার।

ঠিক এই রকম জায়গা এদিকে খুব বেশি নেই। পানির দরকার থাকায় এ সংখ্যা আরও কমে আসার কথা—এদেশে পানির অভাব প্রকট, অধিকাংশ পানির উৎসের কাছেই বসতি গড়ে উঠেছে। অবশিষ্ট সব জায়গাই ব্রেইন চেনে। ঘোড়া হাঁকিয়ে চলছে আর মনে মনে সেগুলোর কথাই ভাবছে। ছ'মাইল পথ পেছনে ফেলে আসার পর একটা বাদে সবগুলোর সম্ভাবনা বাতিল করে দিল।

হাইড-আউট সাধারণত চলাচল পথের থেকে যতখানি দূরে হয়ে থাকে, বোল্ডার স্প্রীং তেমন নয়। তবে এখানে যথেষ্ট পানি আছে, যেদিক থেকেই বোল্ডার স্প্রীংয়ে যাও না কেন একটা ঝর্না পথে পড়বে, একদিকে একটা ওঅটর হোলও রয়েছে। লুকিয়ে থাকার জন্যে চমৎকার জায়গা। সাধারণত ওদিকে যায় না কেউ।

ট্রেইল থেকে মাইল কয়েক ভেতরে খুদে খুদে টিলা, রিজ আর ক্ষয়ে যাওয়া বোল্ডারের আড়ালেই রয়েছে বোল্ডার-স্প্রীং, হাইড-আউট। চারপাশে এক একরের মতো সমতল ভূমিতে জন্মেছে মেসকিট, চোলা আর ক্যাট-ক্লয়ের ঝোপ; পাহাড়ের গায়ে জুনিপার।

পাথরের নীচে লুকিয়ে বয়ে যাচ্ছে মিঠে পানির ঝর্না। এখানকার বাতাসও অপেক্ষাকৃত শীতল, আরামদায়ক।

পাথর-চাঁইয়ের নীচে নীচে অনেকগুলো গুহা আছে, অনায়াসে যে-কেউ এখানে ঘুমিয়ে থাকতে পারবে; প্রত্যেকটা গুহার আবার একাধিক প্রবেশপথ রয়েছে। দু'তিনটে ঘোড়া লুকিয়ে রাখার মতো জায়গাও আছে এখানে। বুড়ো স্টিভের মৃত্যুর পর খনিতে কাজ শুরু হলে ওদিক থেকে কাজ গুটিয়ে নিয়েছে র‍্যাফটার-এইচ। বোল্ডার স্প্রীংয়ের দিকে কাউহ্যান্ডরা এমনিতেও খুব একটা যেত না।

অন্য কোথাও নয়, বোল্ডার স্প্রীংয়েই লোন সিভার্স আস্তানা গেড়েছে বলে ধরে নিল ব্লেইন।

এবার লোন সিভার্স সম্পর্কে যা যা জানে মনে করার চেষ্টা করল। গানফাইটার নয় লোকটা—খুনী। বুড়ো উইংকলার যেমন এককালে নেকড়ে শিকার করত তেমনি নিরাপদ অবস্থান থেকে মানুষ শিকার করে সে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে ভীতু, কাপুরুষ। ব্লেইন তেমনটি ভাবছেও না। মানুষ হত্যা লোন সিভার্সের পেশা, কারও দেখে ফেলার বা আহত হওয়ার ঝুঁকি নেবে কেন? অদৃশ্য থাকার ওপরই তার সাফল্য নির্ভর করে।

প্রাণ বাঁচাতে হলে, ভাবছে ব্লেইন, ওর নাগাল পাবার আগেই সিভার্সকে খুঁজে বের করে তার মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে হবে। এদিকে হাতে সময় কম, চোরাই-সোনার কোনও সন্ধান করতে পারে নি এখনও।

নিরাপদে, কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক না করে সোনা পাচার করার জন্যে পরিকল্পিতভাবে ফ্রেইটিং ব্যবসায় বসানো হয়েছিল ট্রিম নিউহলকে, এতে কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু নিউহল বিদায় নেয়ার পর কার কাঁধে পড়বে কাজটা? শিপমেন্টের ঝামেলা সামাল দেবে কে? সময় থাকতে থাকতেই কী সব সোনা সরানোর চেষ্টা করবে না ওরা?

খোঁচাখুঁচি করে বেন হলেনবেককে খেপিয়ে দিতে চেয়েছে ও, কিন্তু তারপরও ধূর্ত হলেনবেক হয়তো চুপচাপ বসে থাকবে, তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে চাইবে না।

আচমকা ঘোড়ার কানজোড়া খাড়া হয়ে গেল। গতি কমিয়ে এনে এদিকে-ওদিকে তীক্ষ্ণ নজর বোলাতে লাগল ব্লেইন।

কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা, পরক্ষণে শ'দুয়েক গজ দূরে একটা 'ড্র' থেকে ট্রেইলে উঠে এল এক অশ্বারোহী। ইঁদুর-রঙ দুর্দান্ত একটা পাহাড়ী ঘোড়ার পিঠে বসে আছে বিশালদেহী লোকটা, মাথায় সংকীর্ণ ব্রীমের হ্যাট, গায়ে সাধারণ ধূসর শার্ট। ট্রেইল ধরে চলেছে সে।

চমৎকার জায়গায় দাঁড়িয়েছে ব্লেইনের ঘোড়া; বোল্ডার, জুনিপার গাছ আর ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল পাচ্ছে এখানে। অপেক্ষা করতে লাগল ব্লেইন।

রাইফেল বাগিয়ে ট্রেইলের দিকে নজর রেখে ধীর গতিতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটা, সতর্কতার সঙ্গে কাউকে অনুসরণ করছে সে; বোঝা যাচ্ছে, খুব বেশি দূরে নেই তার শিকার।

সহসা বুঝতে পারল ব্লেইন, এই লোকই লোন সিভার্স। লোকটার এখানে উপস্থিতি, চালচলন—সব মিলে যাচ্ছে।

স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল ব্লেইন। আরেকটু সামনে এগিয়ে যেতে দিল লোন সিভার্সকে।

এবার অনুসরণ করল তাকে।

বার

আপন ইচ্ছেয় ঘোড়াকে চলতে দিয়ে সামনের ঘোড়সওয়ারের ওপর নজর রাখতে লাগল ব্লেইন, মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরানোর সাহস হচ্ছে না। লোন সিভার্সের চোখে ধরা পড়লে একবারের বেশি গুলি করার সুযোগ পাবে না ও, তার আগেই ওকে পরপারে পাঠিয়ে দেবে।

কার পিছু নিয়েছে লোকটা? তার শিকার খুব দূরে নেই, বোঝা যাচ্ছে, তাহলে আরও দ্রুত ঘোড়া হাঁকাত সে। ট্রেইলে সতর্কতার সঙ্গে নজর রাখছে, কোনওরকম ঝুঁকি নিচ্ছে না।

লোনের ঘোড়া বা পরনের সাধারণ পোশাক চোখে পড়ার মতো নয়। চারদিকের উষর প্রান্তর আর পাথর চাঁইয়ের পটভূমিতে মিশে গেছে সে, আরেকটু দূরে হলে তার অস্তিত্বই টের পেত না ব্লেইন।

উত্তপ্ত একটি দিন। শিরদাঁড়া বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘামের ধারা, কপালের ওপর জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রাইফেল থেকে হাত বদল করে শার্টের বুকে ঘাম মুছল ব্লেইন। পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে লোন সিভার্স, সম্ভবত চূড়ায় উঠবে।

স্যাডল থেকে নেমে রাইফেল হাতে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেল লোন সিভার্স। রাইফেলের কুঁদো কাঁধে ঠেকিয়ে লক্ষ্যস্থির করতে গিয়ে আচমকা বরফের মতো জমে গেল সে, টিলার ওপাশে কিছু একটা মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে।

বালির ওপর দিয়ে নিঃশব্দে এগোচ্ছে ব্লেইনের ঘোড়া। আস্তে আস্তে পাহাড়-চূড়ার আততায়ীর সঙ্গে দূরত্ব কমছে।

ষাট গজের মতো দূরত্ব বাকি থাকতেই হঠাৎ ঘোড়া থামাল ব্লেইন, নেমে পড়ল স্যাডল থেকে। পাহাড়ের ওধারে কী আছে দেখার অদম্য কৌতূহল হচ্ছে; কার পিছু নিয়েছে সিভার্স জানতে চায় অথচ কোনও উপায় দেখছে না।

লোন সিভার্স এমনিতেই কোণঠাসা র‍্যাটল স্নেকের মতো ভয়ঙ্কর, এখন যদি হাতে নাতে ধরা পড়ে, চেহারা নেবে। নিজের কাজে ডুবে আছে বলে এতটা কাছে আসতে পেরেছে ও।

হাওয়া বইছে না। পথের পাশে ডেকে চলেছে একটা সিকাড্যা, ওটার শব্দই শোনা যাচ্ছে কেবল। একটা পাথর নড়ে উঠলেই টের পেয়ে যাবে সিভার্স, তাই সাবধানে পা পা করে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ব্লেইন। সিভার্সের কাছাকাছি আসতেই থামল, মাটি থেকে একটা নুড়িপাথর তুলে নিল; তারপর সিভার্সের ঘোড়া লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা, ডাক ছাড়ল।

বেড়ালের মতো নিঃশব্দ অথচ ক্ষিপ্র বেগে ঘুরল লোন সিভার্স।

'এদিকে, লোন!'

পাঁই করে ঘুরেই ট্রিগার টিপল লোন সিভার্স। কিন্তু তাড়াহুড়োয় ফসকে গেল গুলিটা, ব্লেইনের মাথার ওপর দিয়ে মরুভূমিতে হারিয়ে গেল। যত্নের সঙ্গে লোন

সিভার্সের বুক নিশানা করল ব্লেইন, ট্রিগার টিপল। লোনের রাইফেলের হ্যামারে বাড়ি খেয়ে সোজা তার কণ্ঠনালী আর চোয়াল গুঁড়িয়ে দিল গুলিটা।

মরিয়া হয়ে আবার গুলি করার চেষ্টা করল লোন সিভার্স, পারল না। রাইফেল ফেলে এবার পিস্তল আঁকড়ে ধরতে চাইল। পাজোড়া ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে লোন সিভার্স, পুরোনো সংকীর্ণ ব্রীমের হ্যাটের নীচে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে চোখজোড়া। কিন্তু এতদূর থেকেও তার হলদেটে গোঁফজোড়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ব্লেইন।

দ্রুত এক কদম ডানে সরেই আবার গুলি করল ব্লেইন। বুলেটের ধাক্কায় চরকির মতো ঘুরল সিভার্স, এবারও মিস করল সে। আবার পিস্তল তুলল লোন, সঙ্গে সঙ্গে সোজা তার খুলি লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল ব্লেইন।

সিভার্সের লাশের কাছে এসে দাঁড়াল ও। বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হচ্ছে না ওর। জেনেশুনে এ-পথে এসেছিল লোন সিভার্স, নিশ্চয়ই জানত একদিন এভাবে মরতে হবে তাকে। অনর্থক অসংখ্য লোকের প্রাণ সংহার করে এসেছে এতদিন; কিন্তু আজ নিজেরই এক শিকারের হাতে মারা গেল।

নিজের ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলে চেপে বসে পাহাড় পার হয়ে উল্টোদিকে চলে এল ব্লেইন। নীচের উপত্যকায় প্রাচীন অস্পষ্ট একটা ট্রেইল আছে, ট্রেইলে ঘোড়ার ট্র্যাক দেখে অনুসরণ করতে শুরু করল।

কিন্তু কয়েকগজ এগোতেই দেখল, হঠাৎ গভীর হয়ে পড়েছে ট্র্যাক, তার মানে এখানে এসে দৌড় শুরু করেছে ঘোড়াটা। এই জায়গায় পৌঁছার পর গুলির আওয়াজ কানে গেছে সওয়ারীর।

ট্র্যাক অনুসরণ করে শহর-সীমান্তে চলে এল ব্লেইন, তারপর ঘোড়সওয়ারের দেখা মিলল। ক্রিস টেনিসন।

ওকে দেখতে পেয়ে ঘোড়া থামাল ক্রিস, অপেক্ষা করতে লাগল।

'চমকে দেই নি তো?'

'তুমি ছিলে পেছনে?'

'হ্যাঁ, আমিও।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ব্লেইনের দিকে তাকাল ক্রিস। 'বুঝলাম না।'

'লোন সিভার্স নামে এক ভাড়াটে খুনী তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল।'

'তুমি বাধা দিয়েছ?'

'এমন কিছু নয়…আমিও ওর লিস্টে ছিলাম।'

'ওকে…লোকটাকে মেরে ফেলেছ?'

'দ্যাখো, ম্যা'ম,' বলল ব্লেইন, 'বন্দুকধারী একজন লোককে শান্তির বাণী শুনিয়ে লাভ হয় না: তাছাড়া, এ-লোকটা এসবের তোয়াক্কাও করত না।'

'এখন কী হবে?'

'কী আবার হবে? লোন সিভার্সের মতো লোক মারা গেলে কারও কিছুই যায় আসে না। অন্তত এখানে, পশ্চিমে নয়।

'আর ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে। যাকগে, এখন আমার সাথে শহরে যাচ্ছ তুমি। এই মুহূর্ত থেকে রবার্টের বাড়িতে থাকতে হবে তোমাকে। আমার কথা

মতো না চললে তোমার কাজ ছেড়ে দেব আমি। মাথার ওপর রাজ্যের কাজ রেখে তোমাকে পাহারা দিতে পারব না।'

ওরা যখন শহরে এসে ঢুকল, পথঘাট খাঁ-খাঁ করছে। ক্রিসকে ডাক্তার রবার্ট ব্রুসের বাসায় পৌঁছে দিয়ে শেরিফ ইয়ান অগিলভির অফিসে এল ব্লেইন।

নিরাসক্ত চেহারায় চোখ তুলে তাকাল অগিলভি। 'কী চাই?'

'একটা খবর দিতে এলাম, গানফাইটে মারা গেছে লোন সিভার্স।'

সিভার্সকে চেনে অগিলভি। নামটা কানে যাওয়ামাত্র বদলে গেল চেহারা। 'ওকে আবার এখানে কে আনাল?'

'এমন কেউ যে ক্রিস টেনিসনকে হত্যা করতে চায়, আমাকে হত্যা করতে চায়—ভুলে নিউহলকেও হত্যা করিয়েছে সে।'

'সিভার্সই নিউহলকে মেরেছে বলছ?'

'সে-রাতে আমারই যাওয়ার কথা ছিল ও-পথে,' বলল ব্লেইন, 'কিন্তু দুর্ভাগ্য নিউহলের, আমার সঙ্গে দেখা করতে—আমাকে সাবধান করে দিতে ওদিকে গিয়েছিল সে।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল অগিলভি। নিউহল সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে ও। মৃত্যুর আগে সে-রাতে রেস্তরাঁয় মদ পান করছিল নিউহল, অস্বাভাবিক কিছু নয়; গত কয়েক মাস ধরেই অতিরিক্ত মদ পান করে আসছিল সে। কিন্তু মদ খাওয়ার পর রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে সোজা আস্তাবলে যায় সে। ওখানে ঘোড়া বের করার সময় পিকোর সঙ্গে কথা হয়েছে তার; ব্লেইনের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছিল নিউহল, ব্লেইন মিথ্যে বলে নি।

তবে আস্তাবলে যাবার আগে রেডের সঙ্গে কথা বলেছে নিউহল। নিউহলের সঙ্গে আলাপ সেরে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যায় রেড। এর কিছুক্ষণ পর বেরোয় নিউহল।

'কিন্তু সিভার্স তো শহরে আসে নি,' বলল অগিলভি। 'এদিকে এসেছে, তাও জানতাম না; জানলে বহু আগেই ভাগিয়ে দিতাম।'

'টাকা ছাড়া কোথাও যাবার লোক লোন সিভার্স নয়,' বলল ব্লেইন। 'আমি মারা গেলে কার সবচেয়ে বেশি সুবিধে হয় বলো তো? কার লাভ হয় ক্রিস টেনিসন মারা গেলে?'

'ওর কথা আসছে কেন?'

'কেউ হয়তো ভেবেছে, মেয়েটা মালিকপক্ষের মানুষ। সেদিন ব্রুস বক্সলেইটনার জানতে পেরেছে, ফ্রিস্কোয় বড়লোক আত্মীয় আছে ক্রিসের। সানস্ট্রাইক মাইনের মালিক ফ্রিস্কোয় থাকে।'

'কিন্তু ওরা মেয়েমানুষ মারতে যাবে কেন?'

'ভুলে গেলে? ইভ বেনক্রফট মারা গেল না?'

'ওটা তো অ্যাক্সিডেন্ট।'

চমকে উঠে ব্লেইনের দিকে তাকাল ইয়ান অগিলভি। 'ব্রুস বক্সলেইটনার? তার কথাই বা আসছে কেন?'

'ও-ই মদদ দিচ্ছে বেন হলেনবেককে।'

টলে উঠল অগিলভির বিশ্বাসের পৃথিবী। 'অসম্ভব!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'মিস্টার বক্সলেইটনার এখানকার অত্যন্ত সম্মানিত নাগরিক–সে তো হলেনবেককে প্রায় চেনেই না।'

ওর সঙ্গে তর্কে যাবার ইচ্ছে নেই ব্লেইনের। শেরিফ যা ভালো বোঝে করুক। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অথচ এখনও কত কাজ বাকি!

ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ল ও। 'অগিলভি, বিশ্বাস করো, তোমার কাচের ঘর ভেঙে পড়েছে। কিন্তু শহরটাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার সময় হয়তো এখনও শেষ হয় নি। চোখ বুজে থাকলেও, এ শহরের ভালোমানুষের অভাব নেই, কিছু করার সুযোগ পাচ্ছে না–এই যা।'

'ইভ বেনক্রফটের হত্যাকাণ্ডে অসন্তুষ্ট হয়েছে সবাই, কিছু একটা করতে চায় ওরা; এখন তুমি রুখে দাঁড়ালেই দেখবে, তোমার সমর্থনে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। যদি ব্যর্থ হও তোমার এতদিনের সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে, আরও অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটবে এখানে।'

'সিভার্স মারা যাবার পরেও?'

'সে ছাড়া আর মানুষ নেই? বেনকে আমি ছোট থেকেই চিনি, অগিলভি। এমনিতেই খারাপ লোক ছিল, দিনে দিনে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। দয়ামায়ার ছিটে-ফোঁটাও নেই ওর মনে। বিশ্বাস করো, ট্রিম নিউহলকে ভুলে হত্যা করা হলেও আমি বাজি রেখে বলতে পারি, খুনীর তালিকায় ওর নামও ছিল···কাজ শেষে তাকেও হত্যা করা হত।'

কথাটায় যুক্তি আছে। পরিস্থিতির আসল রূপ বুঝতে পারলে ইয়ান অগিলভির মাঝে আর কোনও দ্বিধা থাকে না–সরাসরি বিপদের মোকাবেলা করে।

র‍্যাফটারে এসেছে দু'বছর হলো, এতদিন তেমন কোনও গোলমাল হয় নি; এ-অবস্থায় টিকবে না জানা সত্ত্বেও ক্ষীণ আশা ছিল যেন ওর, ভবিষ্যতেও কোনও গোলমাল হবে না। নিজেকে বুঝিয়েছে: শহরের শান্তি রক্ষা করাই ওর কর্তব্য, নৈতিকতা রক্ষা নয়।

কিন্তু এখন আর হাত গুটিয়ে বসে থাকার উপায় নেই। মাইনারদের সঙ্গে র‍্যাঞ্চারদের সম্ভাব্য সড়ক-সংঘর্ষ ঠেকিয়েছে ও–কিন্তু ওই ঘটনায় ইভ বেনক্রফট মারা গেছে। ভেবেছিল, ওখানেই সব গোলমালের অবসান ঘটেছে। অথচ এখন মাইকেল ব্লেইন জোরের সঙ্গে বলছে, গোলমাল শুরু হলো মাত্র।

লোন সিভার্সের মৃত্যু শহরের বাইরে ঘটেছে বলে সেটা নিয়ে না ভাবলেও চলবে; তবে শহরের কোনও লোকই যে তাকে এখানে আনিয়েছে তা মানতেই হবে।

ব্রুস বক্সলেইটনারকে এসব ঘটনায় জড়াতে চাইছে মাইকেল ব্লেইন। বক্সলেইটনার ঠাণ্ডা মাথার খুনী, বিশ্বাস হতে চায় না। তবে আগেও একবার কেন যেন সন্দেহ হয়েছিল ওর, মুখে বিস্ময় প্রকাশ করলেও আসলে ততটা অবাক হয় নি ও। এ রকম একটা ছোট শহরে না চাইলেও বহু গোপন খবরই যে-কারও কানে এসে পড়ে।

'ঠিক আছে, মাইকেল,' অবশেষে বলল অগিলভি, 'দেখি, কী করা যায়।'

হঠাৎ মুখ তুলে ব্লেইনের দিকে তাকাল সে। 'আচ্ছা, একটা মানুষের ক্ষমতা কতটুকু বলো তো? ভেবেছিলাম জীবনের বাকি দিনগুলো এখানেই কাটিয়ে দেব; সেটা বোধ হয় হলো না!'

'সুযোগ এখনও যায় নি। শহরটাকে যদি উদ্ধার করতে পারো—শহরের লোকেরাই চাইবে তুমি থেকে যাও।'

আস্তে আস্তে মাথা দোলাল অগিলভি, মনে সন্দেহ। বেরিয়ে গেল মাইকেল ব্লেইন। শূন্য দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল আয়ান অগিলভি।

চোখের সামনে থেকে প্রকাণ্ড সাইজের লেজার বই ঠেলে সরিয়ে দিয়ে টান মেরে সিগারের ড্রয়ার খুলল বেন হলেনবেক। একটা সিগার বেছে নিয়ে ধরাল। তারপর হেলান দিয়ে বসে সবুট পা দু'টো তুলে দিল ডেস্কের ওপর। লম্বা টান দিচ্ছে সিগারে, আস্তে করে ধোঁয়া ছাড়ছে। দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

ক্রুস বক্সলেইটনার ভুল বলে নি। কিছু সোনা বাইরে পাঠানো দরকার। চলতি মূলধন প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। টাকা যোগাড় না হলে সোনা কেনা সম্ভব হবে না, নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হয়ে যাবে। ব্যবসায়িক লেনদেনে সোনা হাত বদল হতে থাকলে নানা রকম প্রশ্ন উঠবে, স্রোতের মতো লোক আসতে শুরু করবে।

খনি কেনার কাজটা যদি তাড়াতাড়ি চুকে যেত! কিন্তু মালিকপক্ষের কাছ থেকে আজও কোনও জবাব এল না—চুপ মেরে আছে সানফ্রান্সিস্কো। তদন্ত চালাচ্ছে নাকি? কীভাবে? কার মারফত?

ডাক্তার বাড়ির সুন্দরী মেয়েটা, ক্রিস টেনিসন, ওকে নিয়ে বক্সলেইটনার চিন্তিত, জানে বেন...অবশ্য খুব বেশি ভাবতে হবে না ওকে, লোন সিভার্সই তার ব্যবস্থা করবে।

চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল বেন হলেনবেকের। নির্বোধ নিউহল! আর সময় পেল না, ঠিক যখন লোন সিভার্স ব্লেইনের অপেক্ষা করছে, তখনই সামনে গিয়ে হাজির হয়েছে! তবে নিউহলের মৃত্যুতে দুঃখ পায় নি বেন, ওকে তো মরতেই হত...সোনা চালানের কাজটা ওকে দিয়ে করাতে পারলে অবশ্য অনেক লাভ হত।

নিউহলের মৃত্যুতে ওকে কিছুটা অসুবিধেয় পড়তেই হবে। সোনা চালানের দায়িত্ব দিয়ে বিশ্বাস করার মতো মানুষ কই?

ও নিজেই সোনা নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু এখন শক্ত হাতে এখানকার পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে, শহর ছাড়া ঠিক হবে না। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা, মালিকপক্ষের কাছ থেকে যে-কোনও সময় জবাব আসতে পারে, তখন তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে ওকে।

কাজটা তাহলে কাকে দেয়া যায়?

ইয়ান অগিলভিকে কাজে লাগানো যেত; কিন্তু ক'দিন ধরে ওকে কেমন যেন অস্থির মনে হচ্ছে, ওকে বলা বোধ হয় ঠিক নাও হতে পারে।

মাইকেল ব্লেইন...

অবিশ্বাস্য মনে হলেও ব্লেইনের নামই ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল বেন হলেনবেকের মাথায়। যত বড় বিপদ আসুক, তার মোকাবিলা করে জায়গা মতো সোনা পৌঁছে দেয়া একমাত্র ব্লেইনের পক্ষেই সম্ভব—কারও কাছে মুখও খুলবে না

সে। সোনার ব্যাপারে ব্লেইনকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা যায়।

কিন্তু মুশকিলের কথা, ব্লেইনের সঙ্গেই ওর শত্রুতা।

সিগারের মাথায় জমা ছাইয়ের দিকে তাকাল হলেনবেক। ব্লেইন সম্পর্কে কতখানি জানে মনে করার চেষ্টা করল। ছোটবেলা থেকেই শক্ত মানুষ ব্লেইন, বন্দুকে চালু হাত; এক আধবার গরু চুরি ছাড়া বড় কোনও অপরাধ করে নি। একবার ডাকাতির কাজে ওদের বাধা দিয়েছিল ব্লেইন; সেটা অবশ্য দল ছেড়ে যাবার জন্যেই—অনেক দেশ ঘোরার ইচ্ছে ছিল ওর।

সেই থেকে ব্লেইন সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী অনেক খবর শুনেছে হলেনবেক। ক্যাট্ল ওঅরে অংশ নিয়েছে সে, বেশ কয়েকটা গানফাইটে নেমেছে, শোনা যায় বেশ কয়েকবার আইনের পক্ষেও কাজ করেছে। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না, অনেক আউট-লকেই টাউন-মার্শাল হতে দেখেছে বেন, দক্ষতার সঙ্গেই দায়িত্ব পালন করেছে তারা।

মাইকেল ব্লেইনকে কখনও পছন্দ করত না বেন, কিন্তু পছন্দ-অপছন্দের সময় এটা নয়। আচ্ছা, ধরা যাক···ওর সামনে যদি টোপ ফেলা হয়? ···অনেক টাকার? ···মানে, ট্রিমের ভাগের টাকাটা?

লক্ষ ডলার পায়ে ঠেলবে, এমন বান্দা খুব কমই আছে দুনিয়ায়। নিউহলের মতো ব্লেইনও টাকাটা নেওয়ার জন্যে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে না।

হাতে রাখতে পারলে টাকা হাতছাড়া করে কে?

একটা ব্যাপারে সত্যিই চিন্তিত বেন, রেক্স ফেন্টন এখনও মরে নি—কাজটা শেষ করা দরকার।

তের

কোথায় আছে রেক্স ফেন্টন?

জবাব খুঁজছে তিনজন।

বার্ট রেনাল্ডের ক্লেইমে ফেরার পথে ভাবছে মাইকেল ব্লেইন।

অফিসে বসে মাথা ঘামাচ্ছে বেন হলেনবেক।

মাইকেল ব্লেইনের সঙ্গে আলাপের কথা ভুলে নতুন করে এই প্রশ্নের জবাব পাবার চেষ্টা করছে ইয়ান অগিলভি।

ওরা তিনজনই বিশ্বাস করে, হার মানার বান্দা নয় রেক্স ফেন্টন।

সতর্কতার সঙ্গে ট্রেইল এড়িয়ে এগোচ্ছে আর ভাবছে ব্লেইন: র‍্যাফটারে ওর দিন ফুরিয়েছে কোনও ভাবেই মেনে নিতে চাইবে না রেক্স ফেন্টন, আর কোথাও যাবার ভাবনাও ঠাঁই দেবে না মনে।

জন্মভূমির প্রতি সহজাত টান ওর মধ্যে আছে। নতুন করে জীবন শুরু করার সুযোগ থাকলেও স্থায়ীভাবে অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব হবে না তার পক্ষে।

নগ্ন-নির্জন পাহাড়গুলোর এক জায়গায় ক্যাম্প ফায়ারের পাশে বসে আছে রেক্স

ফেন্টন। হকিন্স ছাড়া কেউ নেই সঙ্গে। প্রথমবারের মতো বসকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে হকিন্স।

আস্তাবলে ব্লেইনের সঙ্গে কথা বলার পরেই ওর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। রেক্স ফেন্টনকে এতদিন অন্তর থেকে ভক্তি করে এসেছে—আজ প্রথম দ্বিধায় ভুগতে শুরু করেছে সে।

'উইংক আবার কোথায় গেছে?' মুখ তুলে জানতে চাইল ফেন্টন।

'এক্ষুণি এসে পড়বে।'

খাবারের খোঁজে থ্রি-সেভনে গেছে বুড়ো উইংকলার। সঙ্গে খাবার নেই ওদের। থ্রি-সেভনের কুক বুড়োর পরিচিত লোক; তবু, সাবধানে থাকতে হবে তাকে। ওদের প্রতি থ্রি-সেভনের সহানুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে—এখন কোনও র‍্যাঞ্চই স্বাগত জানাবে না ওদের।

বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ফেন্টনকে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে, কোটরের গর্তে লুকিয়েছে চোখজোড়া—বয়স যেন কয়েক বছর বেড়ে গেছে। 'হকিন্স,' বলল সে, 'সোনা পাচার করা ছাড়া ওদের উপায় নেই, বুঝলে!—চেষ্টা করলেই আমরা ওটা কেড়ে নিতে পারব।'

উঠে লাকড়ির খোঁজে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল হকিন্স।

'সোনা হাতে এলেই,' বলে চলল ফেন্টন, 'সব কিছু সামলে নিতে পারব।'

'কীভাবে চালান করবে?' শুধাল হকিন্স।

'নিউহলের ফ্রেইট আউটফিট আছে না?—নিউহলকে ব্যবসায় ঢোকানোর তো এটাই আসল কারণ।'

শুকনো কাঠ তোলার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসেছে হকিন্স, ঘাড় ফিরিয়ে শুকনো চেহারায় ফেন্টনের দিকে তাকাল। 'কীভাবে জানলে?'

'আরও অনেক কিছু জানি আমি।'

ফিরে এল হকিন্স, কাঠ ফেলে উস্কে দিল আগুনটা। তারপর আসন পেতে বসল।

রেক্স ফেন্টন ভুলে গেছে, অন্তত মুহূর্তের জন্যে, বেন হলেনবেকের সঙ্গে তার আগের সমঝোতার কথা হকিন্সের জানার কথা নয়। আসলে অনেকটা জোরে জোরে ভাবছে সে, অবসাদ আর পরাজয়ের গ্লানি স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি ঘোলা করে দিয়েছে।

সারা জীবন মাত্র দু'টো জিনিস বিশ্বাস করে এসেছে হকিন্স—রেক্স ফেন্টন আর তার খামারের ব্যবসা। খামারেই জন্ম নিয়েছে সে, বেড়ে উঠেছে; তাই গরু-মোষের ব্যবসা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। র‍্যাফটারে সোনা আবিষ্কার ওর জন্যে অপমানকর ঘটনা ছিল। ঘৃণা করেছে মাইনার, ক্যাম্প ফলোয়ার আর বিদঘুটে টাইপের যন্ত্রপাতিগুলোকে; পানি দূষিত হওয়ায় সেই ঘৃণা চরমে পৌঁছেছে।

'ফেন্টন অ্যান্ড ইভান্স' নামে একটা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের কথা জানত হকিন্স; ওর ধারণা ছিল, ওটা জমিজমা বেচাবিক্রির কাজ করে। তাই ও-নিয়ে একটুও মাথা ঘামায় নি। নিত্য নতুন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা রেক্সের স্বভাব, ব্যর্থ হলেই আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসত। রেক্স ফেন্টন যখন হাজার কাজে ব্যস্ত, নিজে

র‍্যাঞ্চের দেখাশোনা করেছে হকিন্স।

খনির কারণে রেঞ্জের জল দূষিত হয়ে পড়লে, চারণভূমি থেকে গরু-বাছুর অন্যত্র সরানোর প্রয়োজন দেখা দেয়—খুব সহজ ছিল না কাজটা। পানির বিকল্প উৎস দূরে থাকায় ওখানে গরু নেয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তখনও রেক্সের সাহায্য ছাড়াই গরু সরিয়ে নিয়েছিল হকিন্স; তেমন কোনও ক্ষতির মুখে পড়তে হয় নি। তাছাড়া, আরও বহুবার নানা কাজে গলা অবধি ডুবে থাকতে হয়েছে ওকে। শহরে এসে খোঁজ-খবর করার ইচ্ছে বা সময় কোনওটাই ওর ছিল না।

নিউইহলকে ব্যবসায় ঢোকানোর আসল কারণ শুনে কথাটা এমনি উড়িয়ে দিতে পারল না হকিন্স। আগুনের ওপাশে বসা রেক্স ফেন্টনের দিকে তাকাল হকিন্স, ব্লেইনের কথাগুলো মনে পড়েছে।

ধীর-গতিতে চিন্তা ভাবনা চলে হকিন্সের মাথায়—সতর্কতার সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখতে চাইল সে। অর্ধ-বিস্মৃত অনেক আলাপের কথা এখন মনে পড়ে যাচ্ছে।

'সোনা চালান দেয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ফেন্টন। 'বমাল ধরা পড়ার কিংবা টাকা ফুরোনোর ঝুঁকি কিছুতেই নেবে না ওরা।' শয়তানি ভরা দৃষ্টিতে হকিন্সের দিকে তাকাল সে। 'এই সুযোগে মোটা টাকা বাগিয়ে নিতে পারি আমরা, হকিন্স।'

'আমি চোর নই,' ভাবনায় বাধা পড়ায় বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল হকিন্স। 'টাকাটা আমার নয়।'

'ওদের নাকি!' প্রতিবাদ করল ফেন্টন, তারপর বলল, 'টাকা ছাড়া আর একদিনও খনির কাজ চালাতে পারবে না ওরা।'

ঠিক কথা, মনে মনে সায় দিল হকিন্স। 'কিন্তু পাহারা থাকবে না?'

হাত দিয়ে হাওয়ায় ঝাপ্টা মেরে কথাটা উড়িয়ে দিল ফেন্টন। 'নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু ওদের ভড়কে দেব আমরা, তাহলেই হবে।' একটু থামল সে। 'উইংক আর তুমি আছ, আর দু'জন লোক হলেই চলবে।'

'হ্যালোরান আর...জন স্যান্ডেকে নেয়া যায়।'

ঠিক, দু'জনই চালু লোক। সোনা চালানের সম্ভাব্য রুট কী হতে পারে বের করার চেষ্টা করল ফেন্টন। পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে তার, জানে, সোনা পুবেই পাঠানো হবে। কারণ পশ্চিম উপকূলের বাজার খুবই মন্দা; তাছাড়া ওদিকে পাঠালে খবর ফাঁস হবার সম্ভাবনা ষোল আনা। সোনার নতুন খনির কথা শুনলেই ক্যালিফোর্নিয়া থেকে হাজার হাজার লোক হন্যে হয়ে ছুটে আসবে। কিন্তু পুবে পাঠালে সহজেই সব দিক সামাল দেয়া সম্ভব।

মনে মনে বিভিন্ন রুট বিবেচনা করে দুটো বাদে অবশিষ্টগুলো নাকচ করে দিল রেক্স ফেন্টন; অবশ্য এগুলোর একটায় সোনা পাঠানোর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

মাঝরাতের আগেই ফিরল উইংকলার। বড়সড় একটা বোল্ডারে বসে মন দিয়ে ফেন্টনের পরিকল্পনা শুনল সে। 'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল, 'আছি আমি...হ্যালোরান আর স্যান্ডে থাকছে?'

'হ্যাঁ।'

প্রকৃতিগতভাবে সন্দেহপ্রবণ লোক নয় হকিন্স। যে কোনও কাজ, ঝামেলা না করে নির্ভুল শেষ করা ওর বৈশিষ্ট্য, তাতে আর কেউ নাক গলাক, চায় না।

র‍্যাঞ্চিং শুধু ওর পেশা নয়, নেশাও বটে। খামার ব্যবসার নানান সমস্যা নিয়ে সারা জীবন মাথা ঘামিয়ে এসেছে, অন্য কিছু ওর কাছে কখনওই তেমন গুরুত্ব পায় নি। র‍্যাঞ্চের অবস্থা, পানি সরবরাহ, ক্ষতিকর আগাছা, গরু-বাছুরের স্বাস্থ্য—এসব নিয়ে মেতে থেকেছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমোতে যাবার আগ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যেও গরু ছাড়া আর কিছুর চিন্তা ঠাঁই পায় নি ওর মাথায়। রাতে হয়তো স্বপ্ন দেখেছে সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, টলটলে মিঠে পানির ঝর্নার কিংবা ক্যাটল ড্রাইভের। ভেবেছে, কাজ জানে বলে স্বাধীনভাবে ওকে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছে রেক্স ফেন্টন। অথচ এখন কুৎসিত একটা চিন্তা ওকে পেয়ে বসতে চাইছে—বেন হলেনবেকের সঙ্গে ফেন্টনও জড়িত ছিল।

জেস উইংকলার ফিরে আসায় ভাবনায় বাধা পড়েছে হকিন্সের। বুড়ো নেকড়ে-শিকারীকে তার পছন্দ নয়। নেকড়ে-শিকার করতে করতে লোকটাকে যেন নেকড়ের স্বভাবে পেয়ে গেছে—অচেনা ক্যাম্প, বাড়ি কিংবা কোনও লোকের কাছে যাবার আগে বাতাসে সে বিপদের গন্ধ শোঁকে, সব কিছুকে সন্দেহের চোখে দেখে। ফাঁদ পেতে অভ্যস্ত বলে ফাঁদকেই তার ভয়।

ইভ বেনক্রফটকে পছন্দ করলেও ফেন্টন বা হকিন্সকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না উইংকলার; পোড়খাওয়া মানুষ, রাইফেলই তার একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী।

ইভ বেনক্রফটের মৃত্যুর পর বর্তমান সংঘাতে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, উইংকলার তা বুঝতে পারে নি। মাইনিং আউটফিট থেকে সোনা ছিনিয়ে নেয়ার বুদ্ধি লাগসই মনে হচ্ছে তার কাছে।

দু'দিন পরেই হ্যালোরান আর স্যান্ডে, হকিন্সের কথা মতো, প্রস্তুতি নিয়ে এল। খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে শহরের দিকে গেল উইংকলার। অন্যরা আলোচনার করে বোল্ডার স্প্রীংয়ে সমবেত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। র‍্যাফটারের কাছেই জায়গাটা: ঘাস-পানি সবই আছে, কিন্তু লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

বার্ট রেনাল্ডের নিস্তব্ধ ক্লেইমে ফিরে এল মাইকেল ব্লেইন। রেনাল্ডের চিহ্নও নেই কোথাও, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এখানে ছিল বলে মনে হলো না। টানেলে ঢুঁ মারল ব্লেইন, একটুও কাজ এগোয় নি।

অস্বস্তিতে পেয়ে বসল ব্লেইনকে, দ্রুত কেবিনে ফিরে এল ও। নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে ক্যানিয়নে...অস্বাভাবিক নীরবতা।

কেবিনের বাইরে বেঞ্চে বসে যত্নের সঙ্গে উইনচেস্টার আর পিস্তলগুলো পরিষ্কার করে নিল ব্লেইন। রেনাল্ডের কথা ভাবতে গিয়ে দেখল, আসলে তার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না ও।

ক্লেইম ছেড়ে কোথায় যায় বার্ট রেনাল্ড?—নিজেকে প্রশ্ন করল ব্লেইন। কৌতূহল আগেও ছিল, এবারই প্রথম গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছে। র‍্যাফটারের দিকে রওনা দিলেও

একবারও সেখানে যায় নি সে। র‍্যাফটারের কোন্দল বা সোনা চুরির ব্যাপারে তার কোনও আগ্রহ নেই–এছাড়া নিজের সম্পর্কে তেমন কিছু বলে নি সে। তবে একটা জিনিস মনে আছে ব্লেইনের। রেনাল্ডকে প্রথম দিন ব্রুস বক্সলেইটনারের সঙ্গে আলাপরত অবস্থাতেই দেখেছিল ও।

তাতে অবশ্য কিছু প্রমাণ হয় না। রেনাল্ড শিক্ষিত লোক, পুবের লোক বলেই হয়তো বক্সলেইটনারের সঙ্গে আলাপে আগ্রহী হয়েছে সে।

মুখ তুলে সোজা পুরোনো টানেলের মুখের পাথর-স্তূপের দিকে তাকাল ব্লেইন–রেনাল্ডের মতে ওটা ডিসকভারী ক্লেইম।

দুই খনির মাঝামাঝি কোথাও সোনা আছে, বলেছে অগিলভি, কোনওরকম বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই বোমা মেরে সুড়ঙ্গগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে। বোমাগুলো খুঁজে বের করে সরিয়ে ফেলতে হবে, তবে কাজটা ওর জন্যে নয়। সবার আগে চোরাই-সোনার ভাণ্ডারের খোঁজ করতে হবে ওকে।

অস্থিরচিত্তে ফের টানেলে ঢুকল ব্লেইন। ড্রিলিংয়ের জন্যে কয়েকটা জায়গা বাছাই করল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেয়াল পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমবারের মতো লক্ষ্য করল, সাধারণ পাথর ছাড়া কোথাও সোনা কিংবা কোনও দামী আকারের চিহ্ন নেই।

টানেল থেকে বেরিয়ে এসে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে পাহাড়ী ঢাল পরীক্ষা করল ও। এমন কিছু নজরে এল না যা দেখে মনে হতে পারে রেনাল্ড সত্যিকার অর্থে সোনার খোঁজ পেয়েছে।

আদৌ যদি কোনও খনি না থাকে এখানে? রেনাল্ডের এখানকার অবস্থানে যদি লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে হয়ে থাকে? কিছু লুকোতে চাইছে কী? তদন্ত চালাচ্ছে? হতে পারে। নাকি...কিছু পাহারা দেয়ার জন্যে এখানে থাকছে না তো রেনাল্ড?

বেঞ্চে বসে পড়ল ব্লেইন, সিগার বের করে ধরাল। আচ্ছা... তর্কের খাতিরে, ধরা যাক না, বার্ট রেনাল্ডই সোনা পাহারা দিচ্ছে? তাই যদি হয়, সে কি সবার পক্ষে নাকি বিশেষ একজনের পক্ষে কাজ করছে?

উত্তেজনা চেপে, ঠাণ্ডা মাথায় সতর্কতার সঙ্গে ব্যাপারটা ভাবতে শুরু করল ব্লেইন। রেনাল্ড কী কারণে স্বর্ণ-প্রহরীর কাজ করছে জানতে চায় না ও। আসল কথা হচ্ছে, রেনাল্ড সোনা পাহারা দিলে সোনাটা নিশ্চয়ই কাছেপিঠেই আছে: এখানে মাইনিং ক্লেইম সাজানোর পেছনে কারণ না থেকে যায় না।

শহরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেও গা ঢাকা দিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে না সে?

পুরনো ডিসকভারী ক্লেইমের টানেলের সামনে পাথরের স্তূপে ওকে একবার দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছিল ব্লেইন।

ডিসকভারী টানেল! ঝট করে উঠে দাঁড়াল ও, মুখের ভেতরটা শুকিয়ে আসছে। যদি...

পাঁই করে ঘুরে রাইফেল তুলে নিল ব্লেইন। ঘোড়া লাগবে না, কয়েক মিনিটের দূরত্ব, পায়ে হেঁটেই পৌঁছে যাওয়া যাবে।

কিন্তু ঝর্নার কাছে যাবার আগেই শহরের দিক থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ভেসে এল। বিড়বিড় করে গাল বকে আবার ফিরতি পথ ধরল ও।

কেবিনের কাছে পৌছুতেই ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা। আরোহীকে চিনতে পারল ব্লেইন, রেড...র‍্যাফটারে প্রথম দিন এর সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল।

'ঘোড়া কই তোমার?' কর্কশ কণ্ঠে বলল রেড। 'জলদি চলো, বেন হলেনবেক ডেকেছে!'

ঠাণ্ডা চোখে রেডের দিকে তাকাল ব্লেইন, পকেট থেকে আধপোড়া সিগার বের করে দাঁতের ফাঁকে ঝোলাল। বাঁ হাতে দেশলাই জ্বেলে সিগার ধরাতে ধরাতে বলল, 'বেন হলেনবেকের দরকার থাকলে এখানে আসতে বলো।'

হতবাক রেড। 'বলে কী!'

'ঠিকই শুনেছ।'

চোখ সরছে না রেডের। 'জোর করে ধরে নিয়ে যাব নাকি!'

'ঠিক আছে,' জবাব দিল ব্লেইন, 'চেষ্টা করে দেখো!'

চোদ্দ

মুহূর্তের জন্যে দোটানায় পড়ল রেড, তারপর হার মানল। 'জাহান্নামে যাও! তোমার কপাল খারাপ আমি কী করতে পারি! বেনকে বলতে যাচ্ছি।'

বিড়বিড় করতে করতে ঝট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথে ছুটল সে। সংকীর্ণ ট্রেইলের একটা উঁচুমত জায়গায় পৌছে পেছনে তাকাল। অদৃশ্য হয়েছে মাইকেল ব্লেইন। 'আরে, গেল কই—?'

রাশ টানল রেড, দাঁড়িয়ে পড়ল ওর ঘোড়া। এক পলকে কোথায় যেতে পারবে ব্লেইন? ও যখন এল কোত্থেকে ফিরছিল? চেহারা দেখে তো মনে হলো ব্যাটা অবাক হয়ে গেছে, দৌড়ে ফিরে এসেছে।

পাথুরে দেয়ালের আড়ালে চলে এল রেড, কিছুক্ষণ নজর রাখল ক্যানিয়নের দিকে। একটু পরেই পুরোনো ডিসকভারী ক্লেইমের পাথরের স্তূপে একটা ছায়ামূর্তিকে উঠে দাঁড়াতে দেখল সে। মাইকেল ব্লেইন। টানেলে ঢুকে পড়ল সে।

অনেকগুলো মিনিট কেটে গেল। ব্লেইন ফিরছে না দেখে ঘোড়া ঘুরিয়ে শহরের পথ ধরল রেড।

শান্ত রাস্তা ধরে শহরে এসে ঢুকল সে। অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অগিলভি। ক্রিস আর ডরোথিকে নিয়ে রাস্তায় হাঁটছে ডাক্তার রবার্ট ক্রুস।

হলেনবেকের অফিস বন্ধ দেখে নেভাদা হাউসে চলে এল রেড। খাওয়ার টেবিলে ব্যস্ত হলেনবেক।

'আসল না,' বলল রেড, 'দরকার থাকলে তোমাকে যেতে বলেছে।'

বেন হলেনবেক খেপলো না দেখে অবাক হলো রেড।

'ঠিক আছে,' বলল বেন, 'আমিই যাব।'

'কিন্তু ওকে পাবে না,' জবাব দিল রেড, 'ক্যানিয়নে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুরোনো ডিসকভারী ক্লেইমে ঢুকছে দেখে এলাম।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল বেন হলেনবেক, শক্ত করে আঁকড়ে ধরল কাঁটাচামচ। কিন্তু সহজ কণ্ঠেই কথা বলল সে। 'কতক্ষণ আগে?'

'আমার আসতে যতক্ষণ লেগেছে। এক সেকেন্ডও দেরি করি নি আমি।'

'ধন্যবাদ, রেড। কাছেপিঠে থেকো, কেমন?'

রেড বেরিয়ে গেল। আস্তে করে কাঁটাচামচ নামিয়ে রাখল বেন হলেনবেক। খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। মাইকেল ব্লেইনকে ওখানে কাজ করতে যেতে দেয়া বোকামি হয়েছে, অথচ ক্রুস বক্সলেইটনার বলেছিল চিন্তার কিছু নেই, বার্ট রেনাল্ডের সঙ্গে কাজ করলে আর ঝামেলা করতে পারবে না; তাছাড়া, নাকের নীচে লুকোনো জিনিস কখনও চোখে পড়বে না তার-ইত্যাদি। বুদ্ধিটা তখন ভালোই মনে হয়েছিল, অথচ···

ব্লেইনকে নিউহলের জায়গায় আসার প্রস্তাব দেয়ার কথা ভেবেছিল হলেনবেক, কিন্তু এখন দ্বিধা হচ্ছে। ব্লেইন খোঁচাখুঁচি করছে কোন্ স্বার্থে? কী খুঁজছে? বার্ট রেনাল্ডই বা কোথায়?

এই মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। রেডের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। তবে যাবে যখন বলেছে, ব্লেইনের সঙ্গে দেখা করতে যাবে ও। কিছু কিছু কাজ নিজের হাতে করা ভাল।

জোর করে আরও কিছু খাবার মুখে দিয়ে এক কাপ কফি হাতে ভাবতে শুরু করল হলেনবেক।

ওর আগামী কয়েক ঘণ্টার কাজই নির্ধারণ করবে ও সফল হবে না ব্যর্থ হবে; অগাধ সম্পদের মলিক হবে নাকি ডুবে যাবে সীমাহীন দারিদ্রে; বেঁচে থাকবে নাকি মারা যাবে।

জীবনে এই প্রথমবারের মতো অনিশ্চয়তাবোধের মুখোমুখি হয়েছে হলেনবেক। একটু আগেও একরকম নিরুপদ্রব ছিল ওর জীবন, অথচ মাত্র কয়েক মিনিটে রাজ্যের দুর্ভাবনা মাথায় এসে ভর করেছে।

নিউহল মারা যাওয়ায় ওর কাজে বাধা পড়ে গেছে। ঘৃণা করলেও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ফ্রেইট আউটফিটের মালিকের বিশেষ দরকার ছিল। লোন সিভার্স ভুলে ওকে মেরে ফেলায় মুশকিল হলো।

আচ্ছা, ডাক্তার বাড়ির মেয়েটা-কে? কেন এসেছে এখানে!

এতদিন চেপে রাখা আতঙ্ক ক্রোধে রূপ নিতে চাইল। না, উত্তেজিত হওয়া ঠিক হচ্ছে না। আগে মাইকেল ব্লেইনের সঙ্গে কথা বলে জানতে হবে কদ্দূর জানতে পেরেছে সে; ওর প্রস্তাবে রাজি আছে কি না।

ব্লেইন ওকে দেখা করতে বলেছে মনে পড়তেই বিরক্তির ছাপ পড়ল হলেনবেকের চেহারায়। ব্লেইনের কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাবার ভাবনা মনঃপূত হচ্ছে না তার। অথচ এমন কেউ নেই যে সোনাগুলো নিরাপদে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারবে। কেউ না।

বারবার মনে হচ্ছে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, অথচ ইভ বেনক্রফটের

মৃত্যুর ব্যাপারটা ছাড়া নিয়ন্ত্রণের অতীত তেমন কিছুই চোখে পড়ছে না তার।

রেক্স ফেন্টন...ওর খেলা শেষ হয়ে গেছে। খুশি হওয়া উচিত ওর, কিন্তু পারছে না। শত্রুপক্ষের আশার স্থল ফেন্টন, সে যতক্ষণ জ্যান্ত আছে, নিশ্চিন্ত হওয়া অসম্ভব।

স্বাভাবিক পদক্ষেপে হাঁটতে হাঁটতে লিভারি স্ট্যাব্লের দিকে এগোল বেন হলেনবেক। চাইছে: সবাই দেখুক, নিত্যদিনের মতো আজও লাঞ্চ শেষে বেড়াতে যাচ্ছে ও। কেউ যেন বুঝতে না পারে শত্রুনিধন বা সঙ্গী-অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছে।

আস্তাবলে পাওয়া গেল না বুড়ো পিকোকে। কাজের ফরমাশ দিয়ে অভ্যস্ত বেন, নিজ হাতে জিন চাপাতে হবে দেখে বিরক্ত হলো। জিন চাপিয়ে আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করে এনে চেপে বসল। অসল্যার ব্যাটা গেছে কোথায়?

ঠিক এই মুহূর্তে ডাক্তার বাড়ির কিচেনে হাঁটুর ওপর শটগান ফেলে বসে রয়েছে পিকো, একটা পয়েন্ট ফোর ফোর উইনচেস্টারও রয়েছে হাতের কাছে। ক্রিস টেনিসনকে পাহারা দেয়ার কাজ দিয়েছে ওকে রবার্ট ব্রুস।

কয়েকজন লোক পরামর্শ করতে এসেছে ডাক্তারের অফিসে—ব্লু হর্ন স্যালুনের মালিক বিলি টাউনসেন্ড, র‍্যাফটার ব্লেড পত্রিকার মালিক-সম্পাদক জেমস মারটিন ফিল্ড, জেনারেল স্টোরের মালিক টম হেইসসহ সাবধানে বাছাই আরও কয়েকজন লোকও আছে।

বক্তৃতার ঢঙে কথা বলছে রবার্ট ব্রুস।

'অতীতের ঘটনা নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না আমরা। আমাদের ভেবে দেখতে হবে, সামনে কোনও পথ খোলা আছে কিনা। আজকের এই সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কারও মনে প্রশ্ন থাকলে তাদের অবগতির জন্যে বলছি: এই মুহূর্তে র‍্যাফটারের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে আমরা মিলিত হয়েছি।

'সবার পরিচিত র‍্যাঞ্চ মালিক, একজন মহিলাকে শহরের রাস্তায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এখানকার একজন ব্যবসায়ী ট্রিম নিউহল শহরের বাইরে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। কুখ্যাত এক ভাড়াটে খুনী, জানি না কী কারণে তাকে আনা হয়েছিল, কাছের এক পাহাড়ে খুন হয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ড গত কয়েক দিনেই ঘটেছে।'

অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল টম হেইস, বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে তার কপালে।

'আমাদের শহরে একজন স্বনামধন্য শেরিফ আছে,' বলে চলল রবার্ট ব্রুস, 'কিন্তু শহরবাসীর মর্জি বুঝে সেই অনুযায়ী কাজ করতে পছন্দ করে সে। পশ্চিমের রীতিই এমন। তবে আমাদের দেখতে হবে, আমাদের জন্যে সেটা যথেষ্ট কিনা।'

দরজা খোলার শব্দ ভেসে এল বাইরে থেকে। এক মুহূর্ত পরই অফিসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ক্রিস টেনিসন। 'রবার্ট, মিটিংটা বোধ হয় আমাকে নিয়েই—আমিও যোগ দিতে চাই।'

'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম,' বলল রবার্ট। 'ডরোথিকে বলেছিলাম

তোমাকে সব কিছু খুলে বলতে। বসো?'

উঠতে গিয়েও উঠল না হেইস। 'ডাক্তার,' প্রতিবাদ করতে চাইল, 'এসবে জড়াতে চাই না আমি। আহা, কী সুন্দর চলছিল সব কিছু, এর মধ্যে–'

'বসো, টম,' সহজ কণ্ঠে বলল বিলি টাউনসেন্ড। 'চুপ করে বসে ডাক্তারের কথাগুলো আগে শোনো। নতুন কিছু শোনা যাবে বলে মনে হচ্ছে।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল হেইস, বসে রইল। 'মেয়েটা কে?' বলল গম্ভীরস্বরে। 'এখানে কী করতে এসেছে?'

হেইসের দিকে ফিরল ক্রিস টেনিসন। 'কারণ তোমাদের চেয়ে এখানে আমার অধিকার সবচেয়ে বেশি। এখানকার দু'টো খনিই-আমার।'

সবার মিলিত দৃষ্টির সামনে হঠাৎ লাল হয়ে উঠল ক্রিসের চেহারা।

'কথাটা মিথ্যে নয়,' বলল রবার্ট, 'এছাড়াও আরেকটা পরিচয় আছে মিস টেনিসনের। এলি প্যাটারসন ওর চাচা–যার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ঘটনার শুরু।'

হত্যাকাণ্ড শব্দটির বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়েও নিজেকে বিরত রাখল হেইস।

'এই সভায় আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে,' বলল রবার্ট ক্রুস, 'আমরা কি হত্যা আর অপরাধের অন্ধকারে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ডুবে যেতে দেব নাকি অতীতের সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ করে সমস্ত অন্যায়-অবিচারের হাত থেকে আমাদের শহর রক্ষার দাবী তুলব?'

পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে কথা বলল বিলি টাউনসেন্ড। 'তাহলে অনেক লোক ফেঁসে যাবে।'

স্পষ্ট কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করল ক্রিস টেনিসন। 'একটা কথা না বলে পারছি না: কেউ না কেউ এমনিতেই ফাঁসতে যাচ্ছে। আমার অ্যাটর্নি গভর্নরের কাছে পাঠানোর জন্যে একটা চিঠির খসড়া তৈরি করেছে–গভর্নর ভদ্রলোক আবার স্টিভ ফরেস্টের জামাই–ওই চিঠিতে র‍্যাফটার ক্রসিংয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে একজন স্পেশাল-অফিসার নিয়োগের আবেদন জানানো হয়েছে। তাছাড়া, পূর্ণাঙ্গ তদন্তেরও অনুরোধ করেছি আমি।'

থেমে ঘাড় ফিরিয়ে এক এক করে সবার দিকে তাকাল ক্রিস। 'সোনা চুরির সঙ্গে জড়িত লোকদের পরিচয় বের করার জন্যে তদন্ত চালাতে অনুরোধ করেছি।' গুঞ্জনে ভরে উঠল কামরা। থামল না ক্রিস। 'যা হোক, আসল অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে সোনা উদ্ধার করতে পারলে আমি দেখব, আর কেউ যাতে বিপদে না পড়ে।'

'যুক্তিসঙ্গত কথা,' বলল বিলি টাউনসেন্ড।

'কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?' জিজ্ঞেস করল হেইস।

'আমরা সবাই যদি সমর্থন দেই, আমার বিশ্বাস, ইয়ান অগিলভিই পারবে।'

'অন্তত চেষ্টা করবে,' একমত হলো টাউনসেন্ড।

'একা,' বলল হেইস, 'বেন হলেনবেকের একগাদা লোকের বিরুদ্ধে লড়বে! টেক্সাস থেকে আমদানি করা রাজ্যের খুনে-ডাকাত–মাইনিংয়ের "ম"ও জানে না কেউ!'

'আমিও থাকব অগিলভির সঙ্গে,' বলল রবার্ট ক্রুস।

টাউনসেন্ড ছাড়া সবাই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ক্রুসের দিকে।

টাউনসেন্ড বলল, 'স্যালুন চালিয়ে মোটামুটি সুখে থাকলেও আমি জানি, এভাবে কোন শহরই বেশিদিন চলতে পারে না। ডাক্তার, তোমার সঙ্গে আমিও থাকব অগিলভির পাশে।'

'চমৎকার,' বলল ডাক্তার। 'জানতাম একথাই বলবে।'

'আমিও আছি,' বলল ফিল্ড। 'যুদ্ধের পর আর গুলি না চালালেও একটা দারুণ শটগান এখনও আমার কাছে আছে।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল টম হেইস। 'নির্বোধের দল!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমি নেই!'

পেছনের সারি থেকে আরও দু'জন উঠে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

ইতস্তত করছে হেইস, আরও কিছু যেন বলতে চায়।

'জানতাম, তোমাকে দিয়ে হবে না, টম,' শান্ত কণ্ঠে বলল টাউনসেন্ড, 'তবু একটা সুযোগ দিয়ে দেখলাম।'

'হাহ্! বেন হলেনবেকের কানে একবার খবরটা যাক, তারপর দেখো, পালানোর সুযোগ পাও কিনা! মেরে পুঁতে দেবে!'

মিটিমিটি হাসছে বিলি টাউনসেন্ড। 'খবরটা তুমিই দিতে যাচ্ছ না তো?'

ক্রোধে লাল হয়ে গেল হেইসের চেহারা। 'কক্ষনও না! পরে আবার আমাকে দোষ দিয়ো না!' বেরিয়ে গেল টম হেইস।

এক মুহূর্ত নীরবতা।

উঠে দাঁড়াল পিট হিল্যাবি। 'আমিও তোমার দলে, ডাক্তার।'

অবশেষে বাকি রইল মোট ন'জন। এক এক করে এদের সবার ওপর নজর বোলাল ডাক্তার রবার্ট ক্রুস। 'এখন থেকে আমাদের সবাইকে সশস্ত্র চলাফেরা করতে হবে: মুহূর্তের জন্যেও একা থাকব না কেউ। বিলির কাছ থেকে খবর পেলে ওর বাড়িতে আবার মিলিত হবে সবাই। তার আগে আমি অগিলভির সঙ্গে আলাপ সেরে রাখব।'

সবাই বিদায় নিলে ক্রিসের দিকে ফিরল রবার্ট ক্রুস। 'কাজে নামা গেছে যখন, আশা করি সফল হব, কী বলো?'

'মাত্র ন'জন লোক নিয়ে?' ভয় মেশানো কণ্ঠে বলল ক্রিস। 'কিছু করার আগে মাইকেলকে জানালে ভাল হত নাকি?'

'হ্যাঁ, ওর সাহায্য পাওয়া গেলে সুবিধে হয়,' সায় দিল রবার্ট। একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমি যাব ওকে আনতে।'

'না,' প্রতিবাদ করল ক্রিস। 'তুমি শহরেই থাকবে। নইলে কিছু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে জানাজানি হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং আমিই যাই।'

শেষ পর্যন্ত রাজি হলো রবার্ট, হাতে সময় নেই, র‍্যাফটারে প্রচুর কাজ পড়ে আছে।

বেন হলেনবেক বেরিয়ে যাবার মাত্র কয়েক মিনিট পরই ড্যাপলগ্রে মেয়ার নিয়ে বার্ট রেনাল্ডের ক্লেইমের উদ্দেশে রওনা হলো ক্রিস টেনিসন। এখানে আসার আগে মাইনিং এলাকার ম্যাপ প্রায় মুখস্থ করেছিল ও, রেনাল্ডের ক্লেইম কোথায়, জানে। পথ আঁকাবাঁকা হলেও শহর থেকে খুব একটা দূরে নয়।

অবশেষে সংকীর্ণ একটা ক্যানিয়নে পৌঁছুল ক্রিস। খনি দু'টো কোন পাহাড়ে আছে চিনতে কষ্ট হলো না; দেখামাত্র পুরোনো ডিসকভারী টানেল শনাক্ত করল—ম্যাপে এটারও উল্লেখ ছিল।

ক্লেইমে পৌঁছে প্রথমেই বেন হলেনবেকের ঘোড়াটা দেখতে পেল ক্রিস। হলেনবেককে দেখা যাচ্ছে না, রেনাল্ড বা মাইকেলেরও দেখা নেই।

ক্যানিয়ন বরাবর সামনে তাকাল ক্রিস টেনিসন। ডিসকভারী ক্লেইমের পাথরের স্তূপটা দেখা যাচ্ছে। সহসা ক্রিসের জানা হয়ে গেল, কোথায় পাওয়া যাবে ওদের।

স্যাডলব্যাগ থেকে পিস্তল বের করল ও।

পনের

টানেলের অনেকটা ভেতরে এসে থামল ব্লেইন। সঙ্গে নিয়ে আসা মোমবাতি জ্বালিয়ে ক্যাপ-হোল্ডারে বসাল। মাটির নীচে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলেও সামনে এগোতে দ্বিধা হচ্ছে। কে জানে কোন বিপদ ওত পেতে আছে!

গুণে গুণে পঞ্চাশ কদম এগিয়ে আবার থামল ব্লেইন, কান পাতল, কোথাও কোনও শব্দ নেই। ঘাড় কাত করে টানেলের ছাদে আলো ফেলল ও—নিরেট পাথর। টানেলে যদি আদৌ কাজ চলত, পাথর ধস ঠেকানোর জন্যে ঠেস দেয়ার ব্যবস্থা থাকত।

আরও কয়েক পা এগোল ব্লেইন, একটা বাঁক ঘুরতেই সুড়ঙ্গমুখের আলোর আভাস অদৃশ্য হলো। এই সময় একটা ম্যানওয়েয়ের মই চোখে পড়ল। এখানেই সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেছে, মাথার ওপর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে মইটা।

শব্দের খোঁজে কান খাড়া করল ব্লেইন।

টানেলের শেষ মাথায় টুপ্ টুপ্ পানি ঝরছে। নিস্তব্ধতাকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলছে। এগিয়ে গিয়ে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল ব্লেইন।

সহসা মনে হলো, দূরে কোথাও যেন একটা সিঙ্গেল-জ্যাক চলছে; কিন্তু পরমুহূর্তে হারিয়ে গেল আওয়াজটা, সন্দেহ হলো, আদৌ শুনেছে কিনা। মইয়ের ধাপে থেমে ওপরে চোখ ফেরাল ও। মনে পড়ল, ক্রিস টেনিসনের পাঠানো গোয়েন্দা এভাবে ওঠার সময় ওপর থেকে ফেলে দেয়া ড্রিলের আঘাতে মারা গিয়েছিল। অজান্তে শিউরে উঠল ব্লেইন।

হঠাৎ বাঁয়ে একটা টানেলের মুখ চোখে পড়ল, মইটা আরও ওপরের দিকে উঠে গেছে, কিন্তু আর না এগিয়ে ম্যানওয়ের মুখে প্ল্যাটফর্মে চলে এল ব্লেইন। আবার কান পাতল, সব নীরব। প্ল্যাটফর্মের মেঝে পরীক্ষা করার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসল। পুরু ধুলোর আস্তরণে কোনও পায়ের ছাপ দেখা গেল না। বোঝা যাচ্ছে, এদিকে সচরাচর কেউ আসে না। অথচ মোমবাতির কম্পমান শিখা বাতাসে মৃদু আলোড়নের আভাস দিচ্ছে। এই টানেলের সামনে আরেকটা মুখ আছে, ওর ফেলে আসা টানেল বা অন্য কোনও টানেলের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এটাকে।

উত্তেজনার সঙ্গে কিছুটা ভয় ভয় অনুভূতি হচ্ছে রেইনের। খোলা মাঠে পিস্তল হাতে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর মতো পরিস্থিতি এটা নয়। অন্ধকার, নিস্তব্ধ পরিবেশে মানুষ এখানে অসহায়। খনির সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই তারা ভাবতেও পারবে না খনির সুড়ঙ্গে অন্ধকারের রূপ কেমন! এই অন্ধকার চোখে সয়ে আসার প্রশ্নই ওঠে না। আলো ছাড়া এখানে এলে অন্ধের সঙ্গে পার্থক্য থাকে না কারও।

এইখানে আর কাউকে দেখলে বুঝতে হবে এই খনির অন্ধি-সন্ধি নখদর্পণে তার। কোথায় কীভাবে যেতে হবে তাকে শিখিয়ে দিতে হবে না।

কিন্তু ওকে হয়তো কোনও কানাগলি কিংবা ওয়েইস্ট-ফিলে (Waste-fill) পড়ে পথ হারাতে হবে—উদ্ধার পাওয়ার কোনও আশা থাকবে না।

মই বেয়ে আবার উঠতে শুরু করল রেইন: কিন্তু মাত্র কয়েক ধাপ ওঠার পরই আবার থামতে হলো আতঙ্কে দরদর করে ঘামছে ও।

আতঙ্কের সঙ্গে পূর্ব-পরিচিত রেইন, জীবনে কখনও ভয় পায় নি—একথা একেমাত্র নির্বোধ ছাড়া কেউ বলবে না আগের লোকটার মতো ওকেও মরতে হতে পারে এখানে। ওকে মেরে সেটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দিতে বেগ পেতে হবে না।

মোটামুটি আরও ফুট-পঞ্চাশেক ওঠার পর কথা বলার শব্দ কানে এল রেইনের, ওপরে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নীচে নেমে আসছে কেউ।

এখন আবার নেমে যাওয়া অসম্ভব, সময় নেই। মাথার কাছে বাঁয়ে আরেকটা টানেলের অন্ধকার মুখ দেখা যাচ্ছে। দ্রুত মই বেয়ে উঠে অন্ধকার টানেলের মুখে নেমে পড়ল রেইন। হঠাৎ বুঝতে পারল, প্রায় বিশ ফুটের মতো প্রশস্ত একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ও। সামনে পাহাড়ের ভেতর হারিয়ে গেছে অন্ধকার সুড়ঙ্গ।

মইয়ের ধাপে পদশব্দ আরও জোরাল হয়ে উঠেছে, এখন দ্বিধার অবকাশ নেই। ক্যাপ খুলে মোমবাতি নিভিয়ে ফেলল রেইন, তারপর অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগোতে শুরু করল। প্রথমে টানেলের মুখ ফসকে গেলেও একটু খুঁজতেই আবার পাওয়া গেল। চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল রেইন। আরও অনেক কাছে এসে পড়েছে আলোর বিন্দুটা।

টানেলের দেয়াল হাতড়ে সামনে এগিয়ে চলল রেইন, প্রার্থনা করছে, লুকোনোর মতো একটা জায়গা যেন পাওয়া যায়—একটা ক্রস-কাট হলেও চলবে। মই বেয়ে ওরা নীচে নেমে যেতে পারে, কিন্তু থামলে কপালে দুর্ভোগ আছে!

স্টেশনেই থামল ওরা।

নিজেকে দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রেইন, গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, অস্পষ্ট। এক মুহূর্ত পরই শক্ত পোক্ত গড়নের এক লোককে দেখতে পেল, পাইপে আগুন জ্বালল। পেছনে আরেকজনকে দেখা গেল। পিক-হ্যান্ডল ছাড়া ওদের কাছে আর কোনও অস্ত্র নেই বলে মনে হচ্ছে; খনিতে মারপিট করার জন্যে অবশ্য আর কিছু লাগে না।

ওদের কথাবার্তার টুকরো অংশ কানে আসছে। ধূমপান করার জন্যেই এখানে থেমেছে ওরা…কিন্তু এরপর কোনদিকে যাবে? এদিকে এগিয়ে আসবে নাতো?'

'…ভয় লাগছে। ব্যাপার-স্যাপার মোটেই ভাল ঠেকছে না, অ্যাল। আজকালের

মধ্যে নেভাদা হাউস বা ব্লু-হর্নে গেছ তুমি?'

দ্বিতীয়জনের জবাব বুঝতে পারল না ব্লেইন। আবার প্রথম জনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আমি গেছি, খাঁ খাঁ করছে। লক্ষণ খারাপ। ভিজিল্যান্টদের গন্ধ পাচ্ছি আমি। এই অবস্থা আগেও দেখেছি। আরে বাবা, গণ্ডগোল কর, ডাকাতি কর, এমন কী খুন কর, কিচ্ছু বলবে না কেউ—কিন্তু মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলেছ কি শেষ হয়ে গেলে। দুনিয়ার মানুষ ক্ষেপে উঠবে।'

অস্পষ্ট জবাব।

'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে। বস নিজেও চিন্তিত। এর মধ্যে তার চেহারা দেখেছ? দেখলে বুঝতে।'

একটু পরেই ম্যানওয়েতে ফিরে গেল লোকদু'টো, নামতে শুরু করল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ব্লেইন, আবার ক্যাপল্যাম্প জ্বালল।

টানেল ধরে এগিয়ে চলল ও, বেশ কয়েকটা ক্রস-কাট ফেলে এল পেছনে: দীর্ঘদিনের অব্যবহারে পুরু হয়ে ধুলো জমে ওঠা চারটে 'ওয়র-শ্যুট'ও চোখে পড়ল একবার। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ও। কেন যেন মনে হচ্ছে সামনে বিপদ। কিন্তু এমন জায়গায় বিপদে জড়াতে চায় না ও। এখানে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না, কারণ প্রচণ্ড শব্দে ধস নামবে পাথরের, জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে।

টহল দেয়ার জন্যেই এদিকে এসেছিল লোকদু'টো; তার মানে যে কোনও মুহূর্তে আবার ওদের আগমন ঘটতে পারে।

এই খনির নক্শা দেখে নি ব্লেইন, খনিটা কত বড় বুঝতে পারছে না। টিপ্ টিপ্ শব্দে পানি ঝরার আওয়াজ স্পষ্ট কানে আসছে এখন, পানি জমে এখানে-ওখানে ছোট খাট ডোবার সৃষ্টি হয়েছে।

হঠাৎ আরও একটা ক্রস-কাটের কাছে পৌঁছে গেল ব্লেইন। এক দিকে কয়েক ফুট ভেতরে একটা ভারি কাঠের দরজার চোখে পড়ল —বন্ধ।

হয়তো পাউডার রুম, কিন্তু পাউডার রুম কি কখনও এত মজবুত করে বানায়? হাতল ধরে টান দিল ব্লেইন, এক চুলও নড়ল না দরজাটা। চাড় দেয়ার মতো কোনও ফাঁক নেই দরজার গায়ে। অন্তত তিনফুট পুরু হবে। ডিনামাইট ছাড়া খোলা যাবে না। তবে কুড়োল দিয়ে ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করলে হয়তো কাজ হতে পারে—কিন্তু কে জানে দরজার ওপাশে পাহারাদার আছে কিনা!

এখানেই হয়তো চোরাই-সোনা লুকিয়ে রাখা হয়েছে!

ক্রসকাটের উল্টোদিকে আবর্জনার স্তূপ। পাহাড়ের আরও ভেতর দিকে চলে গেছে মূল-টানেল।

চেহারায় চিন্তায় ছাপ পড়েছে ব্লেইনের। দরজার কাছের দেয়াল পরখ করল ও, নিরেট। এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়তে মন চাইছে না। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ভাবল। কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করল।

হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ছেঁকে ধরল ওকে—মন বলছে কেউ নজর রাখছে ওর ওপর। দরজার গায়ে লুকোনো কোনও ফুটো নেই তো? কাঁধ ঝাঁকিয়ে চারপাশে আলো ছড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল ব্লেইন।

মূল-টানেলে ফিরে এসে সামনে এগোবে কিনা ভাবল। সহসা, একটা ঝিলিক

চোখে পড়তেই শিউরে উঠল সর্ব শরীর।

ক্রস-কাটের ও-ধারে আবর্জনার স্তূপের মাথায় রাইফেলের মায্‌ল-প্রয়োজনে ওকে মেরে ফেলার জন্যে ঘাপটি মেরে আছে কেউ।

এক জায়গায় টানেলের দেয়াল চিক্‌চিক্ করছে দেখে এগিয়ে গেল ব্লেইন, ভান করল যেন পাথর পরীক্ষা করছে। পকেট থেকে 'প্রসপেক্টরস-পিক' বের করে সেটার সাহায্যে দেয়াল থেকে পাথর খসিয়ে ক্যাপ-ল্যাম্পের আলোয় খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। কী করা যায় ভাবছে।

ফিরে গেলেই এখন সবচেয়ে ভালো হয়। তাহলে হয়তো ওর অনাহূত আগমন ভুলে যাওয়া হবে। কিন্তু অদৃশ্য আততায়ী ওকে ফিরতে দেবে তো? গুলি করবে না?

ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, হঠাৎ পেছন থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। কেউ এগিয়ে আসছে এদিকে, অনেক কাছে এসে পড়েছে। পলকে ঘুরে মূল-টানেল ধরে সামনে এগোল ব্লেইন। বড় জোর পঞ্চাশ কদম এগিয়েছে, আবার চারটে 'ওয়র-শুট' আর একটা ম্যানওয়েরের কাছে পৌঁছে গেল ও।

মইয়ের ধাপে পুরু হয়ে জমা ধুলো এক পলক দেখেই নিঃশব্দে তরতর করে উঠতে শুরু করল। তিরিশ ফুট উঁচুতে একটা চাতাল পেল, ভাঙা পাথর স্তূপ হয়ে আছে। চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢিবি পেরিয়ে একটা গর্ত মতো জায়গায় লুকিয়ে পড়ল ব্লেইন। কান খাড়া করে অপেক্ষা করতে লাগল।

জায়গাটা একটা শ্যুটের ঠিক মুখে বলে নীচের সামান্যতম শব্দও শুনতে পাবে ও। অস্পষ্ট পদশব্দ শুনতে পেল ব্লেইন। তারপর নৈঃশব্দ্য। ক্যাপ-ল্যাম্প খুলে রেখে শ্যুটের কিনারা দিয়ে উঁকি দিল ও, আগত লোকটার নড়াচড়া চোখে পড়ছে, কোনও কথার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না।

অস্ত্রধারী লোকটা কোথায়? নতুন লোকটা কি তার পরিচিত? আচমকা কে যেন হাঁপিয়ে উঠল, কাপড়ের খসখস শব্দ! একজোড়া পা চোখে পড়ল, দৌড়ে এসে দু'টো শ্যুটের মাঝে-আত্মগোপন করল কেউ। শ্যুটের সঙ্গে কাপড় ঘষা খাওয়ার শব্দ হলো। আবার হালকা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল ব্লেইন।

অসম্ভব ব্যাপার অথচ তাই হচ্ছে! পরিত্যক্ত একটা খনির টানেলে বিশাল এক দরজার কয়েকফিটের মধ্যে লুকিয়ে আছে তিন তিনজন লোক!

আরও কাছে এসে পড়েছে পায়ের আওয়াজ, একটু বিরতি, আবার চলতে শুরু করল আগন্তুক। নিরেট কাঠের দরজার কাছে পৌঁছে আবার থামল সে।

আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিচ্ছে ব্লেইন, তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। হঠাৎ নতুন লোকটা দৌড়ে শ্যুটের কাছে চলে এল।

এই সময় নড়ে উঠল নীচের মানুষটা, চট করে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল।

'বাহ্! তুমি এখানে!' বেন হলেনবেকের গলা। 'মেয়েদের খনিতে আসা ঠিক না। কী খুঁজছ জানতে পারি?'

'ওহ্, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! বেন হলেনবেক না?' এবার ক্রিস টেনিসনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ব্লেইন। 'খনি দেখার খুব শখ আমার, কিন্তু রবার্টের হাতে সময় কই যে আমাকে নিয়ে ঘুরবে? আমাকে খনির কথা বলবে, মিস্টার হলেনবেক? এই এটার কথাই বলো, কী এটা?'

ঘাড় কাত করে ওপর দিকে তাকাল ক্রিস; ব্লেইন মাথা সরিয়ে নেয়ার আগেই চোখাচোখি হয়ে গেল।

'ওয়র-শ্যুট,' জবাব দিল হলেনবেক, 'ওপরের দেয়াল থেকে পাথর খসিয়ে এই সুড়ঙ্গ পথে এখানে ঠেলা গাড়িতে তুলে বের করে নেয়া হত।'

পাথরের ঘষা খেল হলেনবেকের জুতো। 'ম্যা'ম,' বলল বেন, 'এখানে কেন এসেছ? কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার? না না, কোনও ব্যাপার না। টানেল দেখে হঠাৎ ভাবলাম একবার ঢুঁ মারি। এটা কি সোনার খনি? নাকি রূপার? কখনও খনিতে ঢুকি নি তো! মনে হচ্ছে দারুণ কিছু!'

'কিন্তু ঠিক এই জায়গায় এলে কেন, বুঝলাম না।'

'এখানে? মানে ক্যানিয়নে? মিস্টার ব্লেইনকে খুঁজছিলাম। ডাক্তার রবার্ট ওকে খুঁজছে...আমরাও...ওকে সাপারের দাওয়াত দিতে এসেছিলাম। ব্লেইন খুব সুদর্শন, তাই না, মিস্টার হলেনবেক?'

'কী জানি,' বিভ্রান্ত হলেনবেক। হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে পড়ল ব্লেইনের। চেষ্টা করছে মেয়েটা, কিন্তু কাজ হবে তো? নির্বোধ মেয়েলোকের অভিনয় করে হলেনবেকের হাত থেকে বাঁচতে পারবে?

'তুমিও খুব সুন্দর, মিস্টার হলেনবেক। তুমিও এসো না? নাশতা করবে আমাদের সঙ্গে? মিস্টার ব্লেইনকে যে কোথায় পাই! যাকগে, দাওয়াত রইল, তুমি এলে খুউব খুশি হব।'

মুখ খুলতে চাইল হলেনবেক, কিন্তু তাকে কোনও সুযোগই দিল না ক্রিস। 'এই তো সেদিন ডরোথি-মানে মিসেস রবার্ট বলছিল, তোমার মতো সবদিক দিয়ে সফল একজন লোকের পেছনে মেয়েদের নাকি ঘুরে বেড়ানো উচিত। কোনওদিক দিয়েই তোমার তুলনা হয় না।'

'মোমবাতি কোথায় পেয়েছ, ম্যা'ম?' জবাব দিল হলেনবেক। 'মনে হচ্ছে এখানে আসার জন্যে তৈরি হয়েই বেরিয়েছিলে।'

'এটা?-কেবিনে, বার্ট রেনাল্ডের কেবিনে। ও নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না, তোমার কি মনে হয়, করবে, মিস্টার হলেনবেক? এখান থেকে বেরিয়েই আবার জায়গা মতো রেখে দেব।' একটু থামল ক্রিস।

'নাম ধরে ডাকলে আপত্তি নেই তো, মিস্টার হলেনবেক? আমাকে শহরে পৌঁছে দেবে? এতক্ষণে বোধ হয় সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অন্ধকারে ভয় করবে, একটু এগিয়ে দিতে অসুবিধে হবে তোমার?'

'না না, অসুবিধে কীসের?' বলল হলেনবেক।

গুঁড়ি মেরে বসে আছে ব্লেইন, অসাড় হয়ে গেছে পাজোড়া। টানেলে ওদের পায়ের আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল ও, টুপিটা তুলে নিয়ে ম্যানওয়ের দিকে এগোল। নীচে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, নীরব নিথর। হালকা পায়ে মই বেয়ে নেমে এসে পা টিপে টিপে টানেল ধরে এগোতে শুরু করল।

দূরে দু'টো আলোক বিন্দু দেখা যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে দিল

ওগুলোকে, তারপর আবার এগোল ব্লেইন। হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে ওর। ঘাড় ফিরিয়ে যেখানে রাইফেল মাযল দেখেছিল সেদিকে তাকাল, নেই।

স্তূপ বেয়ে উঠে উল্টোদিকে তাকাল ব্লেইন। পাথরের মাঝখানে একটা জায়গা পরিষ্কার করে বিছানা পাতা হয়েছে। এঁটো খাবার ছড়িয়ে আছে চারদিকে। অনেক সময়, হয়তো কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ, এখানে থেকেছে কেউ একজন।

কোথায় গেছে লোকটা? বেন হলেনবেক যখন ক্রিসের সঙ্গে কথা বলছিল সেই সুযোগে কেটে পড়েছে? তা-ই হবে। দরজা খুললে নিশ্চয়ই শব্দ হত।

টানেলের মুখে এসে আলো নিভিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কানখাড়া করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ব্লেইন, কোনওরকম শব্দ নেই।

বাইরে পা রাখল ও. রুদ্ধশ্বাসে আস্তে আস্তে চলে এল ঘোড়ার কাছে। বুক ভরে বাতাস টেনে নিল। বেঁচে থাকা কি আনন্দের…!

হঠাৎ ক্রিস টেনিসনের কথা মনে পড়ল। বেন হলেনবেক ধূর্ত লোক…কতক্ষণ ধোঁকা দেয়া যাবে ওকে? আদৌ কি ধোঁকা খেয়েছে সে?

ষোল

উইনচেস্টার চেক করে স্ক্যাবার্ডে ঢোকাল মাইকেল ব্লেইন। এগোল ক্যানিয়ন ধরে। ভাবছে। আবর্জনার ঢিবির পেছনে বসে থাকা লোকটা বার্ট রেনাল্ড বলে মনে হচ্ছে বেন হলেনবেকের সঙ্গে তার কথা হয় নি…লোকটার উপস্থিতি কি ওর জানা ছিল না?

এবার আসল সমস্যার দিকে চোখ ফেরাল ব্লেইন। ওই দরজার ওপাশে লুকোনো সোনা কীভাবে উদ্ধার করা যায়? সবার আগে, যেভাবে হোক, বার্ট রেনাল্ডকে সরাতে হবে। লোকটা সোনার পাহারাদার হলে বলতে হবে যতটা মনে হয় তত সরল সে নয়–গভীর জলের মাছ!

রেনাল্ডকে সরাতে পারলে, বোমা মেরে নয়তো কুড়োলের আঘাতে খুলে ফেলা যাবে দরজা…তারপর? সত্যি যদি ওখানে সোনা থাকে, হাতে করে তো তুলে আনা যাবে না। সোনা ভারি পদার্থ, পাঁচ লক্ষ ডলার মূল্যের সোনা, সহজ কথা নয়!

ওর চারদিকে এখন গাঢ় অন্ধকার। তারারা নকশা এঁকেছে আকাশে। তৃণভূমির দিক থেকে ছুটে আসছে সেজের গন্ধমাখা মৃদু হাওয়া। সামনে কোথাও আছে বেন হলেনবেক আর ক্রিস টেনিসন।

ও র‍্যাফটারে আসার পর একে একে প্রাণ হারাল ইভ বেনক্রফট, ট্রিম নিউহল আর লোন সিভার্স; কিন্তু সমস্যার সমাধান এখনও বহুদূর। বহাল তবিয়তে রয়েছে বেন হলেনবেক, সশস্ত্র লোকেরা গিজগিজ করছে তার চারপাশে।

এবং এলি প্যাটারসনের হত্যাকারী কে, এখনও অজানা রয়ে গেছে।

ব্লেইন শহরে পৌঁছুল যখন, ঘরে ঘরে বাতি জ্বলে উঠেছে। আস্তাবলে ঘোড়া রেখে রেস্তরাঁয় এল ও। ক্লান্তি আর খিদেয় কাহিল অবস্থা। খাওয়া সেরেই নেভাদা

হাউসে ফিরে যাবে, লম্বা একটা ঘুম দিতে হবে।

রেস্তরাঁর বারান্দায় উঠে দরজার দিকে এগোচ্ছে, আচমকা সশব্দে খুলে গেল পাল্লা দু'টো, বার্ট রেনাল্ড বের হয়ে এল। ব্লেইনকে দেখে কঠোর হয়ে উঠল চেহারা।

'এই যে, ব্লেইন!' রুক্ষ স্বরে বলল সে, পকেটে হাত ঢোকাল। রুপোর কয়েকটা মুদ্রা এগিয়ে দিল ব্লেইনকে। 'তোমার মজুরি। ক্লেইম ছেড়ে ভাগছি আমি।'

ব্লেইনকে কথা বলার ফুরসত না দিয়ে চট করে সরে গেল বার্ট রেনাল্ড।

হতভম্ব ব্লেইন দরজা খুলে রেস্তরাঁয় ঢুকল। চেহারা দেখে টম হেইসকে চিনতে পারল। কোণের একটা চেয়ার দখল করে বসে আছে ব্রুস বক্সলেইটনার।

ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চট করে অন্য দিকে তাকাল সে।

খাবারের ফরমাশ দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে কফিতে চুমুক দিতে লাগল ব্লেইন।

হঠাৎ দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল বেন হলেনবেক। বক্সলেইটনারের দিকে এক নজর তাকিয়ে সোজা টম হেইসের দিকে এগিয়ে গেল সে।

'ডাক্তার রবার্টের সঙ্গে তোমার এত খাতির হলো কবে থেকে, টম?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হলেনবেক। 'শুনলাম ওর বাড়িতে গেছিলে—অসুখ করে নি তো?'

'দুর্বল,' বলল হেইস, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে, 'শরীরটা দুর্বল লাগছে ক'দিন থেকে।'

'খারাপ কথা। আমিও তাই ভেবেছি। তাছাড়া আর কী হবে? অসুস্থ লোকদের দেখাশোনা করাই তো ডাক্তারের কাজ।' হেইসের কাঁধ চাপড়ে দিল হলেনবেক। 'চিন্তা করো না, টম, হাজার হাজার মানুষ যেখানে মরছে, সামান্য পেট ব্যথায় কী-বা আসে যায়, বলো?'

এবার মাইকেল ব্লেইনের দিকে তাকাল বেন হলেনবেক, এগিয়ে এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে। 'বসলে আপত্তি আছে?' আন্তরিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

ঝট করে উঠে বেরিয়ে গেল হেইস, বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল হলেনবেক।

চেয়ারে বসে দু'টো সিগার বের করে একটা ব্লেইনকে দিয়ে নিজে ধরাল একটা।

'মাইকেল,' বলল সে, 'তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম। এককালে আমরা কাছের মানুষ ছিলাম, তাই না? ট্রিম নিউহলের জায়গায় আমার এখন একজন লোক দরকার।' গলা নামাল বেন। 'পিস্তল চালাতে জানে এমন একজন সাহসী লোক।'

'বলে যাও,' বলল ব্লেইন, চোখ খোলা রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

'মানুষের জীবনে টাকার খুব দরকার, মানো? এক সাথে প্রচুর টাকা পেতে নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে? এক্সপ্রেস কোম্পানিটা তোমার হাতে এলে কেমন হয়?'

নিচু গলায় কথা বলছে হলেনবেক, কারও কানে যাবার সম্ভাবনা নেই। সহজ কণ্ঠে প্রস্তাব দিয়ে আবার বলল, 'ঝামেলাটা চুকে গেলেই অনেক টাকা আসবে আমাদের হাতে। ট্রিম আমাদের দলে ছিল। কিন্তু এখন সে যখন নেই, ওর জায়গায় তুমি এলে ক্ষতি কী?'

'ট্রিমের মতো মরার শখ আমার নেই, বেন।'

হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিল হলেনবেক। 'নিজেকে বাঁচানোর কায়দা তুমি জানো। সে যা হোক, তোমাকে আমার দরকার। ট্রিমেরও প্রয়োজন ছিল, বেচারা নিজের ভুলে মারা গেছে।'

হলেনবেকের চোখে চোখ রাখল ব্রেইন। 'ঠিক। কার মারা যাবার কথা ছিল তাও জানি আমি।'

শব্দ করে হাসল হলেনবেক। 'স্বাভাবিক। কিন্তু মাইকেল, একটা বিরাট দাঁও মারার চেষ্টা করছি আমরা। একজনের পক্ষে সবদিকে নজর দেয়া কি সম্ভব, বলো? ট্রিম নিউহল নেই, অবস্থা অন্যরকম দাঁড়িয়েছে এখন, তোমাকে তাই দরকার। কাজ শেষ হলে ফ্রেইটলাইনের সঙ্গে অন্তত পাঁচ লাখ ডলার পড়ত ট্রিমের ভাগে—পাঁচ লাখ ডলার, মাইক! সারা জীবনে এত টাকা রোজগার করতে পারবে?'

পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল ব্রেইন। 'তা আমাকে কী করতে হবে?'

সিগার ধরা হাত নেড়ে জবাব দিল হলেনবেক। 'বলছি। শত হোক, তুমি সাতঘাটের পানি খাওয়া মানুষ, তোমার কাছে লুকোব না। কিছু জিনিস শিপমেন্টের জন্যে একজন লোক চাই—যাই ঘটুক আমার জিনিস জায়গামত পৌঁছে দেয়ার মতো একজন লোক।'

'তোমার ধারণা, আমিই সেই লোক?'

'পারলে একমাত্র তুমিই পারবে।'

'সোনা ছিনতাইয়ের আশঙ্কা করছ?'

বিশাল একজোড়া হাত টেবিলের ওপর রেখে সামনে ঝুঁকল বেন হলেনবেক। 'ঠিক ধরেছ। রেক্স ফেন্টনের খবর জানো?'

অবসাদে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে, তবু হলেনবেকের প্রস্তাব উল্টেপাল্টে দেখার চেষ্টা করল ব্রেইন। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, ওর হাতে সব সোনা তুলে দিতে চাইছে হলেনবেক! খুঁজতে হবে না, ওর হাতেই দেয়া হবে—যদিও বেনের নিজস্ব লোকজন পাহারা দেবে ওকে।

পাঁচ লাখ ডলার...পাঁচ লাখের দশ পার্সেন্টের চেয়ে অনেক বেশি। কিছু টাকা নগদ পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, বাকি টাকা পরে। ধনী লোক হয়ে যাবে ও, যা ইচ্ছে করতে পারবে, বাধা দেয়ার কেউ থাকবে না। বেন হলেনবেক ওকে হত্যা করার প্ল্যান করে রেখেছে, জানা কথা, কিন্তু উল্টোটিও তো হতে পারে! আগেই যদি হলেনবেককে মেরে ফেলে ও? সব সোনার মালিক হয়ে যাবে!

হলেনবেকের দিকে তাকাল ব্রেইন। 'প্রস্তাবটা ভালই মনে হচ্ছে। ভাবতে হবে।'

টেবিল ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ব্রেইন, থামল। 'একসঙ্গে এত টাকা পাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবে কে?'

ব্রেইন বেরিয়ে গেল, কুৎসিত দৃষ্টিতে দরজার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল হলেনবেক। 'মিথ্যুক!' বলল সে, 'চোখে চোখে মিছে কথা বলে গেল ব্যাটা! আমার সঙ্গে চালিয়াতি! ঠিক আছে দেখা যাবে...আগে সোনাটা পৌঁছে দিক।'

বিড়বিড় করে কথাগুলো বলল ও, বক্সলেইটনার বা ওয়েট্রেসের কানে গেল

না। কয়েক মিনিট একা বসে সমস্যার নানা দিক বিচার করল বেন, বিকল্প কোনও উপায় দেখল না। ফেন্টন এখনও জ্যান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগে হোক পরে হোক মরতে ওকে হবেই। হার মানতে জানে না লোকটা, লোক চিনতে ভুল করলেও কী ঘটতে যাচ্ছে অনুমান করতে ওস্তাদ। তার সঙ্গে আবার হকিন্স আছে।

ফেন্টনকে ফাঁকি দেয়ার মতো একজন লোকই আছে র‍্যাফটারে–মাইকেল ব্লেইন। কাজটা শেষ হোক, তারপর নিজের হাতে হত্যা করবে ও ব্লেইনকে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরে নিজের ওপরই খুশি হয়ে উঠল হলেনবেক। আজ যেন প্রথম বুঝতে পারছে, ব্লেইনকে সে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। মাইকেল ব্লেইন ছাড়া আর সবাই ওকে নেতা মেনে নিয়েছিল। ট্রিম নিউহল তো বলতে গেলে বংশবদ ভৃত্য ছিল; কিন্তু মাইকেল ব্লেইন ওকে তোয়াক্কা করে নি কখনও।

টেবিলের ওপর একটা দীর্ঘ ছায়া পড়ল। ঘাড় কাত করে ব্রুস বক্সলেইটনারের কঠোর অথচ সুদর্শন চেহারার দিকে তাকাল হলেনবেক।

'হ্যালো, ব্রুস, বসো।'

বসল না বক্সলেইটনার। 'বিরাট ঝুঁকি নিয়ে ফেলছ, বেন,' সহজ কণ্ঠে বলল সে। 'এলি প্যাটারসনের মৃত্যু-রহস্য উদ্ধার করতেই এখানে এসেছে ব্লেইন।'

কাঁধ ঝাঁকাল হলেনবেক, চেহারা দেখে ওর মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। 'তাতে কী? ব্লেইনকে আমাদের এখন দরকার, ব্যবহার করছি–পরে একটা ব্যবস্থা করলেই ল্যাঠা চুকে যাবে।'

'ব্যবস্থাটা করবে কে?'

হাসল বেন। 'আমি। আমার দাবীই সবার আগে, তোমাকে কিস্যু করতে হবে না।'

'একটা চিঠি পেয়েছি আজ…গভর্নর লিখেছে,' বলল বক্সলেইটনার।

'গভর্নর তোমার বন্ধু?'

'না, তা নয়। নির্বাচনে ওকে সমর্থন দিয়েছিলাম–ওই পর্যন্তই।'

'তাহলে চিন্তা কীসের? লিখে দাও, র‍্যাফটারে কোনও গোলমাল নেই।'

'তাতে লাভ হবে না, অনেকের চেয়ে বেশি খবর রাখে সে–নির্বাচনে সমর্থন করেছি বলে আমাদের নিস্কৃতি দেবে না, মনে রেখো।'

সাবধান হতে হবে, ভাবল হলেনবেক। সময় নষ্ট হচ্ছে বলে খেপে আছে ব্রুস বক্সলেইটনার–ভয় পেল নাকি ব্যাটা? টিকতে পারছে না? মুশকিল হলো, বক্সলেইটনারের প্রয়োজন যে এখনও ফুরোয় নি!

'বসো তো,' আবার বলল বেন, 'গলা নামিয়ে কথা বলো।' সামনে ঝুঁকে এল সে। 'শোনো, মালটা ব্লেইনের মারফত সরানোর চেষ্টা করছি আমি–জায়গামত পৌঁছুলেই…পাওনা চুকিয়ে দেব।'

'শুনবে সে তোমার কথা?'

চিকন হাসি ফুটে উঠল হলেনবেকের ঠোঁটে। 'টাকার কথা শোনে না এমন মানুষ আছে নাকি? দেখো গে, সোনাগুলো নিয়ে কীভাবে সটকে পড়া যাবে সেটাই এতক্ষণে ভাবতে শুরু করেছে সে। এলি প্যাটারসনের কথা ভুলে যাও, ও নিয়ে ভাবতে হবে না, ব্যাটা মরেছে অনেক দিন হলো; তাছাড়া, পাঁচ লাখ ডলার

ছেলেখেলা কথা নয়–এমন সুযোগ ছাড়তে চাইবে না ব্লেইন।'

'মানুষ হত্যা আমার পছন্দ নয়।'

'কথাটা আগেও বলছ। ভেব না, এখানে নয়, অনেক দূরে মারা যাবে মাইকেল ব্লেইন।'

ঠিক একই সময়ে কাপড় পাল্টে হোটেল কামরায় বিছানায় লুটিয়ে পড়ল ব্লেইন। চাদর টেনে গায়ে চাপানোর সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল ঘুমে।

ডাক্তার বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে চেয়ে আছে ক্রিস টেনিসন। খনির 'ওয়র-শ্যুটে' মুহূর্তের জন্যে দেখা চেহারা ভাসছে চোখের সামনে। বেন হলেনবেককে খনি থেকে বের করার জন্যে যা মুখে এসেছে গর গর করে তাই বলেছে, সহজ কণ্ঠে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করেছে; কিন্তু মনে মনে ভয় হচ্ছিল, ব্লেইনের কোনও বিপদ হয় যদি! বেনকে কি ভোলাতে পেরেছে ও? বোধ হয় না।

একটা ব্যাপারে ক্রিস নিঃসন্দেহ: বেন হলেনবেকের মতো নিষ্ঠুর লোক আর হয় না। ওকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল সে, প্রয়োজনে নিজের হাতে খুন করতেও হয়তো দ্বিধা করবে না!

ইভ বেনক্রফটের মৃত্যু র‍্যাফটার ক্রসিংয়ের অনেককেই দুঃখ দিয়েছে। তাদের একজন টম হেইস–আজ রাতে ঘুম আসছে না তার। হলেনবেকের কথা শুনে ভিত কেঁপে গেছে। রেস্তরাঁয় দেয়া হলেনবেকের প্রচ্ছন্ন হুমকির কথা মনে পড়ছে।

সারা জীবন প্রভাবশালী লোকদের ছায়ায় ছায়ায় থেকেছে টম হেইস। কিন্তু ক্ষমতা মানুষের ঘৃণার পাত্রে রূপান্তরিত করে বলে ক্ষমতার জন্যে কখনও লোভ করে নি। তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি কিংবা ঝামেলা হতে পারে, এমন যে কোনও কাজ থেকে সাবধানে দূরে সরে থেকেছে। অথচ আজ, ডাক্তার রবার্টের বাড়িতে গিয়ে মহা বিপদ হয়ে গেল। রীতিমত ভয় হচ্ছে।

হঠাৎ বিছানা থেকে নেমে কাপড় পরতে শুরু করল টম হেইস।

সতের

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল ক্রিসের, মুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠল ও। উঠে বসা দূরে থাক, একচুল নড়ার সাহস হলো না। বিস্ফারিত চোখে কানখাড়া করে নিঃসাড় পড়ে রইল।

ঘরের ভেতর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চাঁদ বিদায় নিয়েছে বহু আগে। বাতাস বইছে না, তবু একটা নড়াচড়া অনুভব করছে ক্রিস, অস্বস্তি লাগছে। কাঠের পাটাতন ককিয়ে ওঠার শব্দ হলো। রবার্টের কি ডাক পড়েছে?

উঁহুঁ, তাহলে চা তৈরি করার জন্যে ঘুম থেকে উঠে আগুন জ্বালত ডরোথি।

একটা কিছু হয়েছে, খারাপ কিছু।

নিঃসাড় পড়ে থেকে ভালো করে শোনার চেষ্টা করল ক্রিস টেনিসন, একটা অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'ডাক্তার, গোলমাল করো না। এলাকার একমাত্র ডাক্তারকে হত্যা করতে আমার খারাপ লাগবে! চুপ থাকো, কারও কোনও ক্ষতি হবে না।'

পরিচিত কণ্ঠস্বর, রেড, বেন হলেনবেকের লোক।

হলেনবেক ওর বিরুদ্ধে নেয়া সম্ভাব্য পদক্ষেপের কথা জেনে গেছে, আগে ভাগে ঠেকানোর ব্যবস্থা নিয়েছে সে।

পিকো কোথায়, ভাবল ক্রিস। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল: রবার্ট শহরের বাইরে দু'জন র‍্যাঞ্চারের কাছে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে ওকে। বেন হলেনবেককে উৎখাতের ব্যাপারে ওরা সাহায্য করবে বলে আশা করছে রবার্ট। ওয়াল্ট কেলীর র‍্যাঞ্চ হয়ে জো হলিডের ওখানে যাবে পিকো।

কাদের ক্ষতি করার হুমকি দিচ্ছে রেড? বিলি টাউনসেন্ড আর ফিল্ড, ওদের বন্দী করা না হলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সতর্ক করে দেয়া দরকার।

চট করে উঠে নিঃশব্দে আধখোলা জানালার কাছে চলে এল ক্রিস। আরেকটু ফাঁক করল জানালার কবাট।

এদিকে কেউ পাহারায় নেই তো? থাকতে পারে। নিঃশব্দে জানালা গলে বেরিয়ে এল ক্রিস, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। ওরা ঘরে ঢোকার আগে কতক্ষণ সময় পাওয়া যাবে?

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কে যেন, ঘুরে লাইল্যাক ঝোপ ঘেঁষে এগোল ক্রিস, আস্তাবলের আড়ালে চলে এল। ঘোড়া বের করা সম্ভব নয়, কিন্তু ও যা করতে চাইছে, ঘোড়া না হলেও চলবে।

আস্তাবলের পেছন দিকে একটা ছোট গেট আছে। সেটা দিয়ে বেরিয়ে এল ক্রিস। মাইকেল ব্লেইন যে-পথে এসেছিল, সেই পথ দিয়ে দৌড়ে একটা গলিতে পৌঁছুল—বড় রাস্তার দিকে গেছে গলিটা।

অন্ধকারে ডুবে আছে পুরো শহর, ব্লু-হর্ন রেস্তরাঁর পেছনে টাউনসেন্ডের ঘরে শুধু বাতি জ্বলছে। রেস্তরাঁর বারান্দায় দু'জন লোক বসে আছে।

রবার্টের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকলে, ক্রিস যে খনি দু'টোর মালিক সেটাও নিশ্চয় হলেনবেক বুঝে গেছে? সুতরাং লুকিয়ে পড়তে হবে ওকে, কেউ কল্পনা করতে পারবে না, এমন কোথাও। নেভাদা হাউসে মাইকেল ব্লেইনের রুমের কথাই মনে পড়ল সবার আগে।

এখন ব্লেইনের ঘরে থাকার কথা নয়, ঘন ঘন শহরে আসে বলে রুমটা ও ছেড়ে দেয় নি। আগের বারের মতো এবারও পেছনের সিঁড়ি দিয়ে হোটেলের দোতালায় উঠে এল ক্রিস।

শূন্য করিডর। দ্রুত পায়ে এগোল ও। মনে মনে প্রার্থনা করছে, ব্লেইনের রুমে যেন তালা দেয়া না থাকে! প্রার্থনায় কাজ হলো, দরজা খোলা পেয়ে চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও, সঙ্গে সঙ্গে পাঁজরের ওপর পিস্তলের খোঁচা খেয়ে বরফের মতো জমে গেল।

'মাইক?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ক্রিস।

'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল ব্রেইন। 'কী ব্যাপার?'

সংক্ষেপে রবার্টের বাড়িতে মিটিংয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে খুলে বলল ক্রিস টেনিসন।

'ওদের এখন কিচ্ছু করার উপায় নেই। মিস্টার অগিলভির সঙ্গে হয়তো দেখা করারই সুযোগ পায় নি রবার্ট। তোমাকে সব কিছু জানানোর উদ্দেশ্যেই ক্রেইমে গিয়েছিলাম, তোমায় না পেয়ে টানেলে ঢোকার লোভ সামলাতে পারলাম না! হঠাৎ বেন হলেনবেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তারপর তোমাকে দেখার পর তাকে বের করে আনা ছাড়া অন্য কিছুর কথা আর ভাবতে পারি নি।'

'আর কাউকে দেখেছ? খনির ভেতরে বা বাইরে?'

'না…কাউকে না।'

ক্রিসের কথা শুনছে না ব্রেইন, হলেনবেকের কথা ভাবছে, কী করতে যাচ্ছে সে? শত্রুপক্ষকে কব্জা করার পর হত্যা করবে সবাইকে? কিন্তু এতগুলো মানুষের অন্তর্ধান ব্যাখ্যা করবে কীভাবে? নাকি মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত আটকে রেখে পরে ছেড়ে দেবে?

মরিয়া হয়ে উঠেছে হলেনবেক। আগেও একাধিকবার মানুষ হত্যা করেছে সে, কখনও ধরা পড়তে হয় নি। ফলে এ ধরনের লোকদের বেলায় যা হয়, তারও ধারণা জন্মেছে, যতই খুন-খারাবী করুক না কেন কেউ ওকে স্পর্শ করতে পারবে না। সুতরাং সব বাধা অবলীলায় ডিঙিয়ে যেতে চাইবে সে।

তবে হলেনবেক আগাগোড়াই ধীরস্থির হিসেবী মানুষ; বেপরোয়া কিছু করা তার ধাতে ছিল না। এখন কি তেমন কিছু করবে? সে কি বদলে গেছে?

'তোমাকে গা ঢাকা দিতে হবে, ক্রিস,' বলল ব্রেইন। 'চোখের আড়ালে থাকতে হবে তোমাকে, এই ঘরের চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর মাথায় আসছে না। আমার ব্যাগে সামান্য কিছু খাবার আছে—খেয়ো। কোনওমতেই বের হবে না। তোমাকে এখানে খোঁজার কথা কল্পনাতেও আসবে না কারও।'

'আর তুমি?'

'সোনা নিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে, ক্রিস। হলেনবেক একটা প্রস্তাব দিয়েছে—কাজটা করলে নিউহলের বখরা আমাকে দেবার কথা বলেছে সে।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে ব্রেইনের দিকে তাকাল ক্রিস। 'নিশ্চয়ই অনেক টাকা—তাই না?'

ক্রিসের কাঁধে হাত রাখল ব্রেইন। 'হ্যাঁ,' সায় দিল, 'অনেক টাকা। কিন্তু কাজ শেষ হবার আগে কিংবা কাজ শেষ হওয়া মাত্র যেভাবে হোক আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারলে, একেবারে ধনীলোক হয়ে যাব আমি, ঠিক, কিন্তু আমি যা চাই, পাব না কোনওদিন।'

'কী চাও?'

'তোমাকে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।

'মাইকেল,' নীরবতা ভাঙল ক্রিস, 'কীভাবে সামলাবে তুমি?'

'ওদের সঙ্গে যাব, যেভাবে হোক নিজেকে রক্ষা করে সোনাগুলো উদ্ধার করে ফিরে আসব। এর ওপরই নির্ভর করছে সব কিছু।'

'আমার ভয় লাগছে, মাইকেল।'

'কিচ্ছু ভেব না, আমি আবার ফিরে আসব। সোনা হাতছাড়া হলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে হলেনবেক। খনি কিনতে পারবে না, মজুরি দিতে পারবে না। ওদের এতদিনের গড়া স্বপ্নসৌধ ধসে পড়বে।'

'ওরা বাধা দেবে।'

'জানি।'

'সাবধান, মাইকেল, তুমি একা।'

ক্রিসের দিকে তাকিয়ে হাসল ব্লেইন। 'আমি তো সারা জীবনই একা।'

'মাইকেল।' আবেদন ঝরল ক্রিসের কণ্ঠে। 'তারচেয়ে চলো আমরা পালিয়ে যাই, ক্যাপিটলে গিয়ে গভর্নরকে সব কিছু খুলে বললে সে-ই একটা কিছু ব্যবস্থা নেবে।'

'তার আগেই সোনা নিয়ে সরে পড়বে ওরা, ক্রিস। সব সূত্র মুছে ফেলবে। হলেনবেকের কাছ থেকে খনি ফিরে পেলেও, নিশ্চিত থাকতে পারো, সবগুলো টানেল বোমা ফাটিয়ে বন্ধ করে যাবে সে, খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে তুমি ফতুর হয়ে যাবে।'

একটু ইতস্তত করে আবার বলল, 'তাছাড়া, আমি এখানে এলি প্যাটারসনের মৃত্যুর মূল কারণ জানতে এসেছি, ক্রিস; সেটা না জেনে পালাতে পারব না–ওর অপবাদ ঘুচিয়ে দায়ী ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত জায়গা–জেলে পাঠাব।'

'হত্যা করবে না?'

'বাধ্য না হলে, না। আইনের হাতে তুলে দিতে চাই তাকে।'

দরজার কাছে গিয়ে আবার থামল ব্লেইন। 'হাতের কাছে পিস্তল তৈরি রেখো। কেউ নক করলে দরজা খুলবে না।'

বেরিয়ে গেল ব্লেইন। তারপর মনে পড়ল ক্রিসের, সঙ্গে পিস্তল আনতে ভুলে গেছে সে।

দরজার হাতলের নীচে একটা চেয়ারের ঠেস দিয়ে বিছানায় এসে বসল ক্রিস। খুলে ফেলল জুতোজোড়া।

একটুও শব্দ করা যাবে না, মাইকেল ব্লেইনের অনুপস্থিতিতে ওর রুমে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা যেন কেউ বুঝতে না পারে।

ডরোথির কথা ভেবে লাভ নেই। নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছে বেচারি, কিন্তু ডাক্তার বাড়িতে ফিরে গেলে ঝামেলাই বাড়ানো হবে কেবল। তারচেয়ে ব্লেইনের ওপর বিশ্বাস রেখে অপেক্ষা করাই ভাল। ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়ল ক্রিস।

দরজার হাতল আস্তে আস্তে ঘুরছে, টের পেল না; দরজার ওপর মৃদু চাপ পড়েছে, বুঝল না তা-ও। হাতলের নীচে ঠেস দেয়া চেয়ার অনড় রইল। হাল ছেড়ে দিল বাইরের লোকটা। ক্রিস সজাগ থাকলে তার ফিরে যাবার শব্দ হয়তো শুনতে পেত, কিন্তু ইতিমধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে ও।

আঠার

নিকষ কালো আঁধারে যেন ঘাপটি মেরে আছে র‍্যাফটার ক্রসিং। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে চারদিকে।

ঝাড়া তিনঘণ্টা ঘুমিয়ে হারানো শক্তি ফিরে পেয়েছে ব্লেইন। বেন হলেনবেকের অফিসের আলোকিত জানালার কাছে এসে দাঁড়াল ও।

দরজা খুলতেই মাথা তুলে তাকাল বেন হলেনবেক। ব্লেইনকে দেখে সতর্ক ভাব ফুটে উঠল চেহারায়।

টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে সামনে ঝুঁকল ব্লেইন। 'ভোর হওয়ার আগেই যদি রেডি করে দিতে পারো, তোমার সোনা নিয়ে যাব আমি।'

ঠোঁটের ফাঁকে সিগার ঘুরিয়ে কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করল হলেনবেক। ব্লেইন এত তাড়াতাড়ি রাজি হলো কী কারণে? সাঙ্গপাঙ্গসহ ডাক্তার রবার্টকে পাকড়াও করার কথা জেনে গেছে? কিন্তু কীভাবে? হোটেলে ঢোকার পর এই তো প্রথম বেরিয়ে এল।

'শোনো, বেন,' বলল ব্লেইন, 'ফেন্টন কাছেপিঠে থাকলে, শহরে নিশ্চয়ই চর পাঠিয়েছে সে। কিন্তু ওরা এখনও আমাকে কোনওরকম সন্দেহ করে নি। সুতরাং তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারলে তার কানে খবর যাবার অনেক আগে আমরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারতাম।'

'ঠিক,' সায় দিল হলেনবেক, হেলান দিয়ে বসে ব্লেইনের দিকে তাকাল। 'নির্দিষ্ট কাউকে সঙ্গে নিতে চাও?'

'না। কারা যাবে সেটা তুমি ঠিক করবে, আমি শুধু কাজটা করে দেব। নিউহল মারা যাবার পর এখানে আমার আর কোনও বন্ধু নেই। কাজ শেষ হওয়ামাত্র মজুরি নিয়ে কেটে পড়ব।'

'ঠিক আছে, মাইকেল। ঘণ্টাখানেক পর কটনউড ক্যানিয়নে চলে এসো। সোনা রেডি থাকবে।'

'তিরিশ-চল্লিশটার মতো প্যাক-মিউল লাগবে তোমার–বাজারদর হিসেবে সোনার ওজন অন্তত টনখানেক হওয়ার কথা।'

'ওয়াগনের বদলে খচ্চর বেছে নেয়ার কারণ?'

'ওরা ওয়াগনেরই খোঁজ করবে–তাছাড়া, ওয়াগন যেতে পারবে না এমন জায়গা দিয়েও খচ্চর নিয়ে যেতে পারব আমি।' গলা নামাল ব্লেইন। 'রিজ টপকে যাব আমি, বেন।'

'কী! ওদিকে ট্রেইল কোথায়?'

'বেন, এখানকার আনাচে-কানাচে তোমার চেয়ে আমার পা বেশি পড়েছে। এমন একটা ট্রেইল চিনি, যেটা রেক্স ফেন্টনও চেনে না।'

'ঠিক আছে।'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল বেন হলেনবেক। 'কিন্তু কোনওরকম চালাকির চেষ্টা করো না, মাইকেল। তোমার সাহায্য নিচ্ছি ঠিক, কিন্তু তোমাকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না আমি। ঝামেলা না করলে তোমার পাওনা মিটিয়ে দেব, কিন্তু উল্টাপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করলে স্বয়ং আজরাইলও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না, মনে রেখো।'

'বাজে কথা রাখো, বেন। একসঙ্গে এতটাকা কোথায় পাব আমি?'

দরজার কাছে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ব্লেইন, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। 'ভালো কথা, বেন, বার্ট রেনাল্ড আসলে কে?'

'রেনাল্ড? পুবের এক গর্দভ, নিজেকে বিরাট কিছু ভাবে সে।' হঠাৎ প্রশ্নটার কারণ বুঝতে পারল বেন। 'কেন জিজ্ঞেস করছ, বলো তো?'

'এমনি। ওর ক্লেইমে খনিজ পদার্থের কোনও চিহ্ন চোখে পড়ে নি। কখনও ছিল বলেও মনে হয় না।'

ব্লেইন বিদায় নেবার পরও অনেকক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল হলেনবেক, সিগারের গোড়া চিবুল।

বেশ কিছু দিন নজর রাখার পর সন্দেহজনক কিছু চোখে না পড়ায় ওকে নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দিয়েছিল হলেনবেক। মাঝে মাঝে অবশ্য শুনেছে, বক্সলেইটনারের সঙ্গে রেনাল্ডকে ড্রিঙ্ক করতে দেখা গেছে, কিন্তু খুব একটা আমল দেয় নি। অনেক দিন পুবে ছিল বক্সলেইটনার, রেনাল্ডও পুবের লোক–তারা কথাবার্তা বলবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু যদি অন্য কিছু হয়? লোকটাকে যদি বক্সলেইটনার আনিয়ে থাকে? হয়তো সোনা পাহারা দিতেই আনিয়েছে তাকে। পরে প্রয়োজনে অন্য কাজও করবে।

বক্সলেইটনারকে এতদিন আমল না দেয়ায় লোকটা কতখানি ধূর্ত জানতে পারে নি বেন। বক্সলেইটনারকে ব্যবহার করছে, এই আনন্দে এতই মশগুল ছিল, ধারণাতেও আসে নি উল্টো ওকেই সে ব্যবহার করে থাকতে পারে। তাই যদি হয়ে থাকে?

খনি দু'টো পরিচালনার দায়িত্ব বেনের···কিন্তু হঠাৎ কোনও কারণে যদি ওকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়, গভর্নর তদন্ত চালালে সে ফেঁসে যাবে, বক্সলেইটনারকে স্পর্শ করতে পারবে না কেউ।

কোনওরকম গোলমাল হলে বক্সলেইটনার ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ঠিক, কিন্তু সে যদি গোপনে অন্য কোনও ব্যবস্থা করে রেখে থাকে? সোনা পাহারা দেয়ার জন্যে বার্ট রেনাল্ডকে অকেজো ক্লেইমে বসায় নি তো?

ট্রিম নিউহলকে সরিয়ে ক্রুস বক্সলেইটনারকে ব্যবহার করে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথা ভাবল বেন হলেনবেক। কীভাবে টাকা আসছে জানতে চায় না কেউ, নিজেকে বুঝিয়েছে এতদিন, টাকা আছে কিনা সেটাই আসল কথা। কিন্তু এখন কেন যেন অস্বস্তি লাগছে।

চেয়ার ছেড়ে ঘরময় পায়চারি শুরু করল বেন হলেনবেক, আপনমনে বিড়বিড় করছে। কলারের বোতাম খুলে ফেলল, দম আটকে আসছে। প্রতিষ্ঠার কথা ভেবে হয়তো বোকামি করেছে ও। কতদিন সবদিক সামলে রাখা যাবে? তার চেয়ে পাঁচ

'লাখ ডলার নিয়ে কেটে পড়া ভালো না? বেশি লোভ করে কী লাভ?

চোখজোড়া ছোট ছোট করে কোল-অয়েল ল্যাম্পের শিখার দিকে তাকাল হলেনবেক। হ্যাঁ, বুদ্ধিটা মন্দ নয়!

পাহাড় পেরিয়ে ট্যাপান জাংশনে যাবে গোল্ড-ট্রেন। ওখানে একটা নির্দিষ্ট বগিতে তোলা হবে সব সোনা, সবাই জানবে চামড়ার চালান যাচ্ছে—কিছু চামড়া অবশ্য থাকবে।

একমাত্র মাইকেল ব্লেইনই পারবে পাহাড় পেরিয়ে সোনা গন্তব্যে পৌঁছে দিতে। পাহাড়ের উল্টোদিকের ব্যবস্থা করে রেখেছে বেন—সোজা পুবে যাবে ট্রেনটা, তারপর পুরো বা আংশিক সোনা অনায়াসে ইচ্ছে মতো দামে বিক্রি করে দিতে পারবে।

আগেও পুবে বেড়াতে গেছে হলেনবেক, সুতরাং একটামাত্র ব্যাগ হাতে রেলরোডের উদ্দেশে রওনা হলে কারও মনে প্রশ্ন জাগবে না।

সবাই দেখবে, খালিহাতে যাচ্ছে সে; পালাচ্ছে, এমন ধারণা মাথায় আসবে না কারও; পরিকল্পনাটা মনে ধরল হলেনবেকের। গোল্ড-ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গেই জাংশনে পৌঁছুতে পারবে ও। টেলিগ্রাফ অপারেটর আর এক-আধজন কাউহ্যান্ড ছাড়া আর কেউ থাকবে না স্টেশনে।

সাবধানে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখল হলেনবেক। এখানকার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, ইভ বেনক্রফটের দুঃখজনক মৃত্যু—ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে একটা পদত্যাগপত্র লিখে রেখে গেলেই চলবে। তাহলে ওকে নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না কেউ। পরে খনির টানেলগুলো ডিনামাইট ফাটিয়ে বন্ধ করে দেয়া হবে; দায়িত্ব ছেড়ে পালিয়েছে, এছাড়া তেমন কোনও অভিযোগ উঠবে না ওর বিরুদ্ধে।

যতই ভাবছে, পরিকল্পনাটা ততই ভাল লাগছে হলেনবেকের। পাঁচ লাখ ডলার একা ভোগ করবে সে, কাউকে ভাগ দিতে হবে না। তার আগে অবশ্য ছোটখাট কয়েকটা কাজ শেষ করতে হবে।

লোক ডেকে ওদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল বেন, তারপর ডেস্কে ফিরে এসে কাগজপত্র গোছাতে শুরু করল, মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে বার্ট রেনাল্ডের চিন্তা; রেনাল্ডকে সোনা পাহারা দিতেই পাঠানো হয়েছিল—এ ব্যাপারে এখন নিশ্চিন্ত সে, এখনও ওখানেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে লোকটা।

ক্রুস বক্সলেইটনারের কথা ভাবল বেন। কী করা যায় লোকটার? রেনাল্ডকে কোনওভাবে সরিয়ে দিলেও দু'চারদিনের মধ্যেই সোনা সরানোর খবর জেনে যাবে বক্সলেইটনার, তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেবে।

কিন্তু কী করার থাকবে তার? আইনের আশ্রয় নিতে গেলে নিজেই ফেঁসে যাবে। আর খুন? ও কাজ বক্সলেইটনারের জন্যে নয়—আর বেন হলেনবেককে স্পর্শও করতে পারবে না সে। তার মানে ওকে নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। সে যদি কিছু করতে চায় করুক; পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

পিস্তল পরখ করে বেল্টে গুঁজল বেন হলেনবেক, তারপর গায়ে কোট চাপাল। আবার মেঘ জমতে শুরু করেছে আকাশে, বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে···বৃষ্টি হলেই ভালো। বৃষ্টির রাতে লোকজন রাস্তায় বেরোবে না, মিউল-ট্রেন পাহাড় ডিঙিয়ে জাংশনের দিকে যাচ্ছে, দেখবে না কেউ।

নির্জন রাস্তায় বেরিয়ে এল হলেনবেক। মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে বাতাসের হামলা ঠেকাতে কোটের কলার তুলে দিয়ে এগোল লিভারি-স্ট্যাব্‌লের উদ্দেশে। রাস্তা পেরিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের খনির দিকে তাকাল একবার–সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। 'জাহান্নামে যাক!' আপনমনে বলে উঠল।

সহসা বেনের মনে হলো, পিঠের ওপর থেকে যেন পাষাণ ভার নেমে গেছে।

রাস্তার দু'পাশে দালানের ছায়ায় কোনও নড়াচড়া নেই, কারও উপস্থিতি চোখে পড়ছে না ওর।

কিন্তু ওকে দেখেছে একজন।

চতুর নেকড়ে-শিকারী জেস উইংকলার লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল বেন হলেনবেককে, হঠাৎ সে বুঝতে পারল, পালাচ্ছে বেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল উইংকলার, খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করল হলেনবেককে। রেনাল্ডের ক্যানিয়নে পৌঁছে ভেতরে ঢুকে পড়ল বেন।

'হায়, হায়,' বিড়বিড় করে বলল উইংকলার। 'রেক্সের কথাই ঠিক! ব্যাটা সোনা সরিয়ে নিচ্ছে!'

গ্রাসউডে ঢাকা একটা টিবির আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে নজর রাখতে লাগল উইংকলার। খুব জোর ঘণ্টাখানেক সময় পেরিয়েছে, একটা খচ্চর বেরিয়ে আসছে দেখল সে। একে একে মোট চল্লিশটা খচ্চর বেরিয়ে এল। কয়েকটা খচ্চরের পিঠে প্রহরীদের জিনিসপত্র তোলা হয়েছে।

মেইন-ট্রেইল এড়িয়ে ঘেসো জমির ওপর দিয়ে রওনা হয়ে গেল মিউল-ট্রেন। মোট ন'জন লোককে দেখতে পেল উইংকলার, হলেনবেক নয়, মাইকেল ব্লেইনের দেখা পেল সে ন'জনের সঙ্গে।

'বেন নিজেই যাবে ভেবেছিলাম,' বিড়বিড় করে বলল উইংকলার।

আরও কয়েক মিনিট ওদের ওপর চোখ রাখল উইংকলার, অবশেষে ঘুরপথে ফেন্টনের ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হলো। ভোরের আলো সবেমাত্র ফুটতে শুরু করেছে, লাল বর্ণ ধারণ করেছে পুবাকাশ।

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল ব্লেইন। মিউল-ট্রেনের সামনের ঘোড়সওয়ারকে ইশারায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা বিশাল সব বোল্ডারের মাঝে একটা ফাঁকে ঢুকে পড়তে বলল। ইতস্তত করল লোকটা, কিছু যেন বলতে চাইলে।

'যাও,' বলল ব্লেইন, 'ভয় নেই।'

টেনে আরেকটু নামিয়ে আনল ব্লেইন সোমব্রেরোর কিনারা, বিড়বিড় করে কিছু বলল। কাপড়চোপড়ে ধুলো জমেছে, কিচকিচ করছে সারা শরীর। কোনওরকম প্ল্যান করে এগোচ্ছে না ও–তবে অস্পষ্ট একটা ধারণা যেন আকৃতি নিতে শুরু করেছে ওর মাথার ভেতর।

পাহারাদারদের দু'জনকে টানেলে দেখলেও ওদের কাউকে চেনে না ও, কিন্তু জাত চিনতে ভুল হয় নি। এরা সবাই ভাড়াটে গানম্যান। আজ হয়তো এখানে কাজ করছে, কালই অন্য কোথাও চলে যাবে; লড়াই করতে গিয়ে মরে পড়ে থাকবে অজানা জায়গায়।

সাহস আর শক্তির বিচারে ভালোমানুষও আছে ওদের মধ্যে, এরা অল্প কষ্টে টাকা কামাতে চায়, অথচ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় টাকার জন্যে জীবন বিলিয়ে দিতে হচ্ছে। সাধারণ কাউহ্যান্ডদের চেয়ে এদের আয়ের পরিমাণ তিনগুণ; কিন্তু আয়ু মাত্র এক তৃতীয়াংশ।

এদের স্বভাব-চরিত্র ব্লেইন জানে, কারণ এক অর্থে ও নিজেও এদের সমগোত্রীয়। তফাৎ একটাই, ও যেখানে আইনের পক্ষে, ওরা আইনের বিপক্ষে—এবং সেটাই আসল পার্থক্য।

আইনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে ব্লেইনের। জানে, আইন ছাড়া সভ্যতা চলতে পারে না। যারা আইনের বিপক্ষে যুক্তি তোলে, বিপদে পড়লে তারাই সবার আগে আইনের সাহায্য নিতে ছোটে।

একে একে প্রত্যেকটা খচ্চর ঢুকে পড়ল ফোকরে। প্রহরীদের চেহারা জরিপ করল ব্লেইন, এক-আধজনকে চিনতে পারবে ভেবেছিল, কিন্তু পরিচিত চেহারা চোখে পড়ল না। পশ্চিমে লোকসংখ্যা খুব কম, বহু জায়গায় ঘুরেছে ও—চেনা লোক চোখে পড়া উচিত ছিল। পরিচিত লোক পেলে দলে টানার চেষ্টা করা যেত, আস্থা রাখার মতো কাউকে সত্যি দরকার।

একজন নয়, দরকার কয়েকজন। ওদের চেহারায় সাহায্যের আশ্বাস খুঁজল ব্লেইন, নিরাশ হতে হলো।

দলে রেডের অনুপস্থিতি ভাবিয়ে তুলছে ওকে, থাকা উচিত ছিল লোকটার।

সবগুলো খচ্চর পেরিয়ে গেল, থিতিয়ে এল ধুলোর মেঘ। হঠাৎ কেন যেন ব্লেইনের মনে হলো, হয়তো এখানেই, পাহাড়ের কোলে মরতে হবে ওকে।

নিশ্চিন্তে আপন ইচ্ছেয় ঘোড়াটাকে এগোতে দিল ব্লেইন। ট্রেইলটা চেনে ও, সোজা এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। মাঝরাস্তার আগেই একটা মোড় আছে, ওখানে বাঁক নেবে ও। দেখিয়ে না দিলে কারও পক্ষে ওই রাস্তা খুঁজে বের করা অসম্ভব।

আকাশ ক্রমশ কালো হয়ে উঠছে, মেঘের আড়ালে সূর্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শিগগিরই বৃষ্টি আসবে।

সামনে কোথাও ফেন্টনের সদলবলে হামলার আশঙ্কা করছে ব্লেইন।

বেন হলেনবেক এরকম হামলার আশঙ্কা করেছে, ফেন্টনকে যদ্দূর চেনে ব্লেইন, এমন কিছু ঘটবার সম্ভাবনাই বেশি। কারা থাকতে পারে তার সঙ্গে? হকিন্স থাকবেই, আর কে কে, ক'জন? কোথায় চালাবে আক্রমণ।

এই ট্রেইলের কথা ফেন্টন কিংবা হকিন্সেরও জানার কথা নয়।

র‍্যাফটারের সঙ্গে কখনও ভালো সম্পর্ক ছিল না ওদের, তাছাড়া ফেন্টনের র‍্যাঞ্চ এখান থেকে অনেক দূরে ছিল।

খাড়া, দুরারোহ, আঁকাবাঁকা ট্রেইল, ইন্ডিয়ান কিংবা পাহাড়ী ভেড়ার চলাচলের ফলে হয়তো সৃষ্টি হয়েছে। পাইন আর জুনিপারে ঢেকে আছে পাহাড়ী ঢাল; দু'পাশে অসংখ্য ক্যানিয়ন আকাশছোঁয়া ক্লিফের দিকে এগিয়ে গেছে; এখানে-সেখানে ছোটখাট টিলা, ওগুলো টপকে পালানোর লোভ জাগায়—কিন্তু সবগুলোই কোনও না কোনও ক্লিফ কিংবা পাথুরে ধসের কাছে নিয়ে যাবে তোমাকে, পথ হারাবে।

দু'পাশে কয়েক মাইলের মধ্যে এটাই পাহাড় টপকানোর একমাত্র রাস্তা।

হঠাৎ শুরু হলো বৃষ্টি, প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায়, তারপর ঝেঁপে। ঘোড়া থামিয়ে স্লিকার বের করে গায়ে চাপাল ব্লেইন। অন্যরাও ওকে অনুসরণ করল।

মাঝে মাঝে সামনের অশ্বারোহী দম ফেলতে থামছে, দূরত্ব কমছে পেছনের যাত্রীদের সঙ্গে। বাঁকটা খুঁজছে ব্লেইন। এদিকে যাওয়া-আসা কম ছিল···ভয় হচ্ছে, চোখ এড়িয়ে যেতে পারে রাস্তাটা। ও-পথে এগোতে পারলে অনেকটা দূরত্ব কমত। তা না হলে সবার আগে পৌছুতে পারবে না ও, অথচ সেটাই জরুরি।

হঠাৎ একটা পাথুরে ঢাল চোখে পড়ল ব্লেইনের, যেন আকাশের দিকে উঠে গেছে–তুখোড় পাহাড়ী ঘোড়ার পক্ষেও এ-পথে ওঠা কঠিন। বড়জোর ষাট ফুটের মতো হবে উচ্চতায়, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন শেষ নেই। এটা একটা ট্রেইলের শুরু বিশ্বাস হবে না।

বিনা আপত্তিতে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ব্লেইনের ঘোড়া। ঢালের মাথায় পৌছে আবার নামতে লাগল, এদিকটা অপেক্ষাকৃত কম ঢালু। এখানে, বহুবছরের চলাচলে সৃষ্ট সংকীর্ণ একটা ট্রেইল আছে, অভিজ্ঞ চোখ ছাড়া খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এটাই সেই কাঙ্ক্ষিত বাঁক, পথ বেছে নিল কালো ঘোড়া।

ঘাসে ছাওয়া ঢাল, পাইন সুশোভিত পাহাড়-চূড়া, গভীর ক্যানিয়ন আর অসংখ্য পাথরের স্তূপ চারধারে। বুনো-আদিম পরিবেশ, মনে হয় এর আগে কখনও মানুষের পা পড়ে নি। বৃষ্টি আর ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই কোথাও।

আট মাইল দূরে, একটা গহ্বর মত জায়গায় ক্যাম্পে বসে আছে রেক্স ফেন্টন। প্রায় হপ্তা ঘুরে এল শেভ করে নি, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে গাল চুলকাচ্ছে, খসখসে হয়ে গেছে চামড়া। হিমেল, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ। বিস্বাদ লাগছে কাপের কফি।

নিশ্চিন্তে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হ্যালোরানের দিকে তাকাল ফেন্টন, ইচ্ছে হলো, লাথি মেরে তুলে দেয় ওকে। দশ-বার গজ দূরে একটা উপড়ানো ওকের আড়ালে ঘুমোচ্ছে জন স্যান্ডে, গাছের ঘন পাতা বৃষ্টিকে ঠেকিয়ে দিচ্ছে। কাছেই বসে আছে হকিন্স, আগুনটা জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ নীরবতা ভাঙল ফেন্টন। 'গেল কোথায় ব্যাটারা! জেসের কথা ঠিক হলে এতক্ষণে ওদের পৌছে যাবার কথা।'

মাথা তুলে তাকাল হকিন্স। 'বুড়ো ওলফার যখন বলেছে, আসবেই।'

এই সময় পাথুরে পথ ভেঙে এগিয়ে এল জেস উইংকলার।

'আমাদের ধোঁকা দিয়েছে ওরা,' হাসতে হাসতে বলল সে, ধূসর গোঁফের ফাঁকে ভাঙা হলদেটে দু'পাটি দাঁত বেরিয়ে আছে। 'বুঝলে নাকি!'

ফেন্টন মুখ খোলার আগেই হকিন্স বলল, 'কীভাবে? আর পথ কোথায়?'

'আছে।' আসন পেতে বসল উইংকলার। 'ব্লেইন ছোঁড়ার কথা ভুলেই গেছিলাম।'

'ছোঁড়া বলছ কাকে,' বলল জন স্যান্ডে। 'ওকে দেখেছি আমি, আমাদের যে কারও চেয়ে অনেক শক্ত-সমর্থ।'

'আমার কাছে এখনও ছোকরাই মনে হয়,' বলল উইংকলার। 'ছোঁড়া যে এত চালু মনে ছিল না; এসব পাহাড়-পর্বত এক সময় চষে বেরিয়েছে সে। সোনা নিয়ে লস্ট কেবিনের দিকে গেছে ব্লেইন।'

'লস্ট কেবিন?'

'লস্ট কেবিন ট্রেইল···প্রাচীন একটা ইন্ডিয়ান ট্রেইল। শাদারা এখানে আসার বহু আগে কারা যেন কেবিনটা বানিয়েছিল ওখানে। তারপর ওভাবেই ফেলে গেছে। ষোল-সতের বছরের মধ্যে ওদিকে আর যাওয়া হয় নি আমার।'

'কী করা যায় এখন?' উঠে বসল হ্যালোরান।

একটা ভাঙা ডালের সাহায্যে বালিতে দাগ কাটল উইংকলার। 'ট্রেইলটা অনেকটা এরকম।' রেললাইন বোঝাবার জন্যে আরও একটা রেখা আঁকল, একটা ক্রসের সাহায্যে ট্যাপান জাংশনের অবস্থান দেখাল। 'এখানে যাচ্ছে ওরা। এখনই যদি আমরা বেরিয়ে পড়ি, ওদের আগেই, এখানে, অসংখ্য বোল্ডারের মাঝে লুকিয়ে থাকতে পারব।' বালিতে আরেকটা ক্রস আঁকল সে। 'কপাল ভাল থাকলে ওদের চেয়ে ঘণ্টাখানেক আগেই জায়গামত হাজির হওয়া যাবে।'

ওরা বেরিয়ে যাবার পর, নিবু নিবু হয়ে এল অগ্নিশিখা, হঠাৎ বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে হিসহিস শব্দ হচ্ছে। এই সময়, মাত্র তিরিশ গজ দূর দিয়ে এগিয়ে গেল একজন ঘোড়সওয়ার। বেন হলেনবেক, পরনে হলদে স্লিকার, হ্যাটের ব্রীমে কপাল ঢাকা পড়ে গেছে।

অনেক দিন পর আজ আবার স্বস্তি বোধ করছে বেন। আবার ঘোড়ায় চাপতে পেরেছে, সব রকম ঝামেলা পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে অনেক দূরে। ট্যাপান জাংশনে ঝামেলা হবে, সন্দেহ নেই, তবে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছে সে। অবশ্য আগেও ঝামেলা চুকে যেতে পারে।

মাইকেল ব্লেইনের ওপর হামলা চালাবেই রেক্স ফেন্টন, অনিবার্য সংঘর্ষে প্রাণহানি ঘটবে দুপক্ষে, মরে গিয়ে ওর সমস্যা অনেকটা সহজ করে দিয়ে যাবে ওরা।

চমৎকার একটা ঘোড়া হাঁকিয়ে এগোচ্ছে সে, মন্থর গতির প্যাকমিউল নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না। উডের র‍্যাঞ্চে ঘোড়া পাল্টে দ্রুত জাংশনে পৌঁছে যেতে পারবে। স্যাডলের পেছনে বাঁধা বান্ডিলটা নিয়ে অপেক্ষা করবে, অপেক্ষা শেষে সব সোনার মালিকানা আসবে ওর হাতে।

বেন হলেনবেক নিবু নিবু ক্যাম্প-ফায়ার পেছনে ফেলে যাবার প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আরও দুজন অশ্বারোহীর আগমন ঘটল। ইতিমধ্যে একদম নিভে গেছে আগুনটা—অল্প কিছু কয়লা পড়ে আছে কেবল।

ভীত নয়, রেগে আছে ক্রিস টেনিসন। অন্যদিকে উল্লসিত রেড, তার উল্লাস অবশ্য ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করেছে—মেয়েটাকে অপহরণ করা ঠিক হয়েছে কিনা বুঝতে পারছে না।

নেভাদা হাউসে কাজটা করতে কোনও সমস্যা হয় নি। ক্রিস টেনিসন

ঝামেলার মূল, খনি মালিকদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে—আঁচ করেছিল সে; ফলে যথারীতি ঝোঁকের বসে কাজটা করে ফেলেছে।

মাইকেল ব্রেইনের অনুপস্থিতিতে ক্রিস টেনিসন ছাড়া তার রুমের আর কেউ থাকতে পারে না, অনুমান করেছিল রেড। দরজার কাছে মৃদু সৌরভ তার অনুমান সত্যি বলে প্রমাণ করল। রুমের দরজা ভেতর থেকে আটকানো দেখে রেড ভাবল, ভোরবেলা নিশ্চয়ই নাশতা খেতে চাইবে মেয়েটা, তখনই ব্যবস্থা করা যাবে। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই দরজায় টোকা দিল রেড। 'মিস্টার ব্রেইন, নাশতা।'

কারও রুমে নাশতা পৌঁছে দিতে কখনও দেখে নি সে। কিন্তু ক্রিস টেনিসন বাইরের মানুষ, নেভাদা হাউসের রীতিনীতি তার জানার কথা নয়। ইচ্ছা করে সশব্দে কাপ তশতরি দরজার সামনে রেখে শব্দ করে সরে এসে আবার পা টিপে টিপে সামনে এগোল রেড।

ক্ষুধার্ত ক্রিস দরজা খুলতেই জোর করে ঢুকে পড়ল।

এখন মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ট্যাপান জাংশনের উদ্দেশে চলেছে সে।

তখন মনে হয়েছিল, বেন হলেনবেক খুব খুশি হবে, কিন্তু এখন ভয় লাগছে ফোঁপরদালালি পছন্দ করে না হলেনবেক। যাকগে, এ মুহূর্তে এগিয়ে যাওয়া ছাড় কিছু করার নেই।

উনিশ

নিবিড় পাইন বন থেকে বেরিয়েই বিস্তীর্ণ সবুজ ঢালের মুখোমুখি হলো মাইকেল ব্রেইন। কমপক্ষে হাজার একর জায়গা জুড়ে বিছিয়ে আছে সবুজ ঘাসের গালিচা—পাহাড়-চূড়া থেকে নেমে বাঁয়ে অন্ধকার ক্যানিয়নের দিকে চলে গেছে।

ডান দিকে, অনেকটা দূরে আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে গিরিশৃঙ্গ; জাহাজের ধোঁয়ার মতো ওগুলোর ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে টুকরো টুকরো মেঘ। ধূসর পর্দার মতো বৃষ্টি ঝরছে, চমকে চমকে উঠছে ঘাসের ডগা। মাটিতে নেমে আসতে চাইছে যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ।

পাহাড়ের আড়াল থাকায় এখানে হাওয়া লাগছে না, তবু শীতে কাঁপছে ব্রেইন: ভয় হচ্ছে প্রয়োজনের মুহূর্তে হাতগুলো হয়তো কথা শুনবে না—অথচ নির্ভুল নিশানা ভেদ করার দরকার দেখা দিতে পারে যে কোনও সময়।

বিশাল ঢাল পেরুতে প্রচুর সময় লাগল। লস্ট কেবিনের ঠিক আগে একটা ক্যানিয়নে শেষ হয়েছে ঢালের। ঘোড়া থামিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ধূসর কেবিনের দিকে তাকিয়ে রইল ব্রেইন। বহু বছর আগে কারা খুঁজে পেয়েছিল এই বুনো নির্জন জায়গা?

র‍্যাফটার ক্রসিংয়ের চেয়ে অন্তত এক মাইল উচ্চতায় রয়েছে এখন ব্রেইন: মিউল-ট্রেনের ট্রেইল ওর এক হাজার ফুট নীচে। দুর্যোগের কারণে ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটলেও ওগুলোর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই।

র‍্যাফুটারের কেউ লস্ট কেবিনের খোঁজ জানে না বলেই ব্রেইনের ধারণা। ইচ্ছে করে কাউকে বলে নি ও-গোপন রেখেছে এটার কথা। কেউ কেউ লস্ট কেবিনের কথা শুনেছে কিন্তু বিশ্বাস করে নি। অথচ ওই তো ক্যানিয়নের ও-ধারে প্রাচীন গাছপালার নীচে দাঁড়িয়ে আছে কেবিনটা।

অবশেষে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ব্রেইন, পুরোনো একটা ট্রেইল খুঁজছে। এই সময় হঠাৎ চোখ পড়ল লোকগুলোর ওপর, প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না ও।

ঝট করে রাশ টেনে ধরল ব্রেইন। প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা 'ড্র' থেকে বেরিয়ে এল পাঁচজন ঘোড়সওয়ার। বিশাল সব বোল্ডার আর গাছপালার আড়ালে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল ওরা।

ট্রেইল থেকে বড়জোর একশো গজ দূরে রয়েছে লোকগুলো। একটা গ্লেশিয়াল রিজের ওপাশ থেকে বাঁক নিয়ে এখানে প্রায় আধমাইলের ফাঁকা এলাকার ওপর দিয়ে এগিয়েছে ট্রেইলটা। বাঁকের মুখেই অ্যামবুশ পাতা হয়েছে।

ওদের পেছন দিক দেখতে পাচ্ছে ব্রেইন-কিন্তু কতক্ষণ? কেউ ঘাড় ফেরালেই পরিষ্কার দেখে ফেলবে ওকে। ঢাল ছেড়ে গাছের আড়াল নিতে হবে ওকে-তাড়াতাড়ি!

জেস উইংকলার...কোনও ভুল নেই। বুড়ো নেকড়ে-শিকারীর কথা ভুলে যাওয়া ঠিক হয় নি, বছরকে বছর এসব এলাকা চষে বেড়িয়েছে সে। উইংকলার ছাড়া আর কারও মিউল-ট্রেনের ট্রেইলের কথা জানার কথা নয়! অশ্বারোহীরা এখানে যে ট্রেইল ধরে এসেছে ওটার অস্তিত্বের কথা ব্রেইনও জানত না।

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে দ্রুত গাছপালার আড়ালে চলে এল ব্রেইন, তারপর ঝড়ের বেগে ঘোড়া হাঁকাল, হাতে সময় নেই। সব কিছু ঠিকঠাক মতো চললে শিগগিরই ফেন্টনের হামলার মুখে পড়তে যাচ্ছে মিউল-ট্রেন।

ওই পাঁচজনের বিপক্ষে মিউল-ট্রেনের সঙ্গে থাকবে ন'জন। কিন্তু ওরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে, সতর্ক করতে না পারলে প্রথম ধাক্কাতেই খরচ হয়ে যাবে কয়েকজন।

রাইফেল, সিক্স-শুটার দু'টোই দক্ষ হাতে চালাতে জানে ফেন্টন। উইংকলার-ওর গুলি ফসকাবার নয়, সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করতে পারলে শিকার ঘায়েল হবেই; হকিন্সও ভালো; অন্য দু'জনও নিশ্চয়ই কম যাবে না।

প্রায় কোয়ার্টার মাইল ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটানোর পর কয়েক মুহূর্তের জন্যে গতি কমাল ব্রেইন, তারপর ফের ছুটল।

ফেন্টনের কয়েক শো গজ দূরে থাকতেই গাছপালার আড়াল থেকে ওদের পেছনে বেরিয়ে এল ব্রেইন। কে কোথায় আছে খুঁজে বের করল, পঞ্চম শত্রুকে চিহ্নিত করতেই একটা খচ্চর চেহারা দেখাল।

দীর্ঘদেহী, একহারা গড়নের এক টেক্সান রয়েছে সবার সামনে; ছ'টা খচ্চরের পেছনে দ্বিতীয় লোকটাকে দেখা গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে আসবে সবাই-কিচ্ছু করার থাকবে না। ব্রেইন জানে, সবাইকে হাতের কাছে পাওয়ার আগে ফেন্টন গুলি শুরু করবে না।

শিরশির একটা অনুভূতি হচ্ছে ব্রেইনের তলপেটে–ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে যেন। তোমার মরণ ঘনিয়েছে বোধ হয়–আপন মনে বলল ও। টুপির কিনারা টেনে কপালের ওপর নামিয়ে আনল। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল তারপর।

দ্রুত, নিঃশব্দে এগোচ্ছিল ঘোড়াটা, পেটে স্পারের ছোঁয়া লাগতেই গতি বেড়ে উঠল। মিউল-ট্রেনের দিকে পূর্ণ মনোযোগ হামলাকারীদের।

হঠাৎ ব্রেইনের ওপর চোখ পড়তেই ঝট করে ঘোড়া থামাল টেক্সান। পরক্ষণে সিক্স-শুটার বাগিয়ে ধরে জোরসে স্পারের গুঁতো লাগাল ব্রেইন ঘোড়ার পেটে। চমকে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা, ছুটল হাওয়ার বেগে। চেঁচিয়ে উঠে পাঁই করে ঘুরেই গুলি করার চেষ্টা করল ফেন্টনের এক গানম্যান, সাথে সাথে ট্রিগার টিপল ব্রেইন।

মাত্র পঞ্চাশ গজ দূর থেকেও ফসকে গেল গুলিটা। তবে ভড়কে যাওয়ায় গানম্যানও ব্যর্থ হলো।

শুরু হলো প্রচণ্ড গোলাগুলি। এগিয়ে আসতে শুরু করল দীর্ঘদেহী টেক্সান। ছুটছে ব্রেইন। রাইফেল উঁচিয়ে ধরে ট্রিগার টিপতে যাচ্ছিল একজন, আগেই পৌঁছে গেল ব্রেইন, রাইফেলধারীর মাথা লক্ষ্য করে গুলি করল; মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল লোকটা।

স্যাৎ করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ব্রেইন। পৌঁছে গেছে টেক্সান, হঠাৎ লুটিয়ে পড়ল তার ঘোড়া। গুলি করতে করতে মাটি স্পর্শ করল সে। ঢাল বেয়ে উঠে এল আরও দু'জন। একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল উইংকলারের ওপর, শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

আবার ঘোড়া ঘোরাল ব্রেইন। আরও এগিয়ে আসছে মিউল-ট্রেন ছেড়ে। আচমকা হোঁচট খেলো ব্রেইনের পরিশ্রান্ত ঘোড়াটা, একসঙ্গে লুটিয়ে পড়ল ওরা। ডিগবাজি খেয়ে উঠে দাঁড়াল ব্রেইন, পিস্তল হাতছাড়া করে নি। ওর দিকে দৌড়ে এল ফেন্টন।

'নিকুচি করি!' চিৎকার করে উঠল সে। 'আগেই তোমাকে মেরে ফেলা উচিত ছিল–'

গর্জে উঠল ব্রেইনের পিস্তল, ঝাঁকি খেলো ফেন্টনের শরীর, দড়াম করে আছড়ে পড়ল ভেজা ঘাসে।

গড়িয়ে আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে। সময় নষ্ট করল না ব্রেইন, ওর হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। তারপরই চরকির মতো ঘুরল সম্ভাব্য আক্রমণকারীর খোঁজে।

পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে গুলির শব্দ, চাপা পড়ে গেছে বজ্রের গর্জন।

আস্তে আস্তে নিস্তব্ধতা নেমে এল। ঝম ঝম বৃষ্টি ঝরছে। গোঙাচ্ছে কে যেন–ব্যস, আর কোনও শব্দ নেই।

ফেন্টনের পিস্তল তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজল ব্রেইন, এগোল সামনে।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে জন স্যান্ডে, বেঁচে নেই। স্যান্ডের পাশেই পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে একজন, ঘাড় ফিরিয়ে ব্রেইনের দিকে তাকাল সে। 'দারুণ দেখালে, ব্রেইন,' প্রায় নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল।

হকিন্স। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার ডান হাত, হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে

পারছে না। রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে বাঁ হাতে ক্ষতস্থান চেপে ধরে রেখেছে, চোখে শূন্য দৃষ্টি।

মারা গেছে হ্যালোরানও, ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। টেক্সানসহ মিউল-ট্রেনের মোট তিনজন প্রাণ হারিয়েছে। জেস উইংকলারকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

নীচের সমতলে খচ্চরগুলো একসঙ্গে জড়ো করে উদ্যত রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে চারজন রাইডার। জানোয়ারগুলোকে ছড়িয়ে পড়তে না দিয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে ওরা।

সাবধানে ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশে নজর বোলাল ব্লেইন। ওর একজন লোককে দেখা যাচ্ছে না···উইংকলারের ওপর যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

চিৎকার করে মিউল-ট্রেনের চার রাইডারকে ডাকল ব্লেইন। সতর্ক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে শুরু করল ওদের দুজন। 'তুমি,' সামনের লোকটাকে বলল ব্লেইন, 'ওর হাত ব্যান্ডেজ করে দাও। আর তুমি'–অপরজনের উদ্দেশে বলল ও–'ঘোড়া সামলাও।'

নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ব্লেইন। ঘোড়াটা ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। স্যাডলে চেপে উইংকলারের খোঁজে এগোল।

একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল উইংকলারকে। মিউল-ট্রেনের লোকটার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে, পিঠের ওপর চকচক করছে কী যেন। ঘোড়া থামিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করতেই বুঝল ওটা একটা ছুরি–'আরকান-স টুথ-পিক'।

'হেই!' চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'এটাকে সরাও! এহ্-হে, গন্ধে মারা গেলাম!'

লাফিয়ে মাটিতে নামল ব্লেইন, বাকস্কিন জ্যাকেট মুঠি করে ধরে উঁচু করে ধরল উইংকলারকে; নেকড়ে-শিকারীর নীচে চাপা পড়া লোকটা বেরিয়ে এল–ষোল সতের বছর বয়স হবে–বাচ্চাছেলেই বলা চলে।

'ব্যাটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার ওপর–ছুরি গেঁথে দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না।'

'জায়গা মতই গেঁথেছ,' বলল ব্লেইন। নিহত উলফারের দিকে তাকাল ও, বিন্দুমাত্র খারাপ লাগছে না। 'তোমার লাগে নি তো?'

'সামান্য আঁচড় লেগেছে কেবল।'

'ওদের পকেট হাতড়ে দেখো, ঠিকানা পাওয়া যায় কিনা–আত্মীয় স্বজনের কাছে খবর পাঠাতে হবে।'

'তুমি না এলে এতক্ষণে আমাদের পকেট হাতড়াত ওরা,' বলে হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটা। 'আমি বিলি দ্য কিড।'

হাসল ব্লেইন। 'এই নিয়ে চারজনকে দেখলাম–বনি তো নও, কী নাম?'

'ক্লেবোর্নও নই, আমার নাম ড্যানিয়েল।'

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে ফেন্টনের কাছে ফিরে এল ব্লেইন। 'তোমার কথা ওদের জানাব, রেক্স, প্রয়োজন মনে করলে ওরা আসবে তোমাকে কবর দিতে।'

ফেন্টনের দিকে তাকিয়ে পুরোনো দিনের কথা ভাবল ব্লেইন। লোকটাকে প্রথম দেখেছিল যখন, সম্ভাবনাময় একটা র‍্যাঞ্চের মালিক ছিল, কিন্তু ওতে সন্তুষ্ট থাকে নি

সে। স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে একটা মেয়েকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে; তার কারণেই মারা গেল আরও কয়েকজন–শেষ পর্যন্ত নিজেও প্রাণ হারাল।

'এগোতে শুরু করো,' মিউল-ট্রেনের দুই রাইডারকে বলল ব্লেইন। 'এখনও দশমাইল পথ বাকি!'

হকিন্সকে নিরস্ত্র করে হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। 'কবর দেবে না ওদের?' ব্লেইনকে জিজ্ঞেস করল সে।

'কোদাল কোথায়?' পাল্টা প্রশ্ন ব্লেইনের। একটু থেমে আবার বলল, 'চাইলে তুমি থেকে যাও, কবর দিতে পারবে।'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল হকিন্স। 'তুমি এত নিষ্ঠুর!'

'ইভ বেনক্রফট মারা যাবার পর নিষ্ঠুর হতে হয়েছে,' বলল ব্লেইন। 'মেয়েটাকে আমি পছন্দ না করলেও ওর মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছি। ফেন্টনকে বিশ্বাস করে মৃত্যুর দিকে ছুটে গিয়েছিল মেয়েটা, অথচ সে তাকে সাহায্য করার জন্যে একটা আঙুলও নাড়ে নি।'

তৈরি মিউল-ট্রেন। পুরোভাগে বিলি ড্যানিয়েল।

'আমাকে কী করবে?' আবার জিজ্ঞেস করল হকিন্স।

'কিচ্ছু না। নেতা চিনতে ভুল করা ছাড়া তোমার কোনও দোষ দেখি না। আমাদের সঙ্গে আসতে পারো, সমতলে পৌছনোর পর র‍্যাফটারের উদ্দেশে হাঁটা দিয়ো।'

'র‍্যাফটার?' হকিন্সের কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'এই হাত নিয়ে? বেঁচে থাকব?'

'ট্যাপান জাংশনে কী আশা করা যায় বলো তো, হকিন্স,' শান্ত কণ্ঠে বলল ব্লেইন। 'কী মনে হয় তোমার?'

আরও কয়েক কদম এগিয়ে নিজেই প্রশ্নের জবাব দিল ব্লেইন। 'বেন হলেনবেক অপেক্ষা করছে ওখানে।'

বিশ

ট্যাপান জাংশনে দু'মাইল দূরেই ট্রেইল শেষ হয়ে গেল। সামনে বিশাল এক বেসিনে সেট্‌ল্‌মেন্টের দুটো বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম দিক থেকে এসে পুবে হারিয়ে গেছে রেললাইন।

ট্যাপান জাংশনে শুটসহ লোডিং পেনস, পানির ট্যাংক আর একই ভবনে স্যালুন, পোস্ট অফিস, জেনারেল স্টোর সবই রয়েছে। রেল স্টেশনের উল্টোদিকে টেলিগ্রাফ অফিস, পাশেই ওয়েটিং রুম–দু'টো জানালা আছে এ কামরায়, আসবাবপত্র বলতে একটা বেঞ্চ, দু'একটা চেয়ার আর একটা পেটমোটা চুলো।

কোনও ঘোড়া চোখে পড়ছে না–পড়ার কথা নয়, পেনসে থাকাই স্বাভাবিক। সাইডিঙে কয়েকটা ক্যাট্‌লকার আর একটা বক্স কার দাঁড়িয়ে আছে।

দীর্ঘ যাত্রায় ক্লান্ত ব্লেইন। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে সামনে স্টেশনের দিকে তাকিয়ে

আছে। সূর্যাস্তের এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় ইতিমধ্যে চারপাশে আঁধার নেমে এসেছে।

ওর পাশে ক্লান্ত অবসন্ন হকিন্স, প্রচুর রক্ত হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওরা দু'জনেই জানে, এ অবস্থায় র‍্যাফটার ক্রসিংয়ে পৌঁছা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। শুধুমাত্র প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি আর স্নায়ুর জোরেই এত দূর আসতে পেরেছে। সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর উপযুক্ত চিকিৎসা ছাড়া মারা যাবার আশঙ্কা রয়েছে তার; অথচ সামনে সর্বশক্তিতে হামলা করার জন্যে ওত পেতে আছে শত্রুপক্ষ।

'এখন আমারও লড়াই এটা, মাইক,' বলল হকিন্স, 'তোমার সঙ্গে থাকছি আমি।'

'তুমি একা যদি ওখানে যাও, বেন হলেনবেক কী করবে, বলো তো?'

ভাবল হকিন্স, ভাবতে কষ্ট হচ্ছে, ঝিমঝিম করছে মাথার ভেতর। 'কী জানি! হয়তো কী হয়েছে জানতে চাইব, তারপর মেরেও ফেলতে পারে আবার ছেড়েও দিতে পারে।'

'তুমি যাও, যা-ই জিজ্ঞেস করুক, জবাব দেবে। অনেক কিছু শুনতে চাইবে সে, ভয় নেই, তোমাকে মারবে না সে। অকারণে হত্যা করে না হলেনবেক, তোমাকে মেরে লাভ নেই বুঝতে অসুবিধে হবে না ওর। ট্যাগ ম্যুরে আছে স্টেশনে, ডাক্তারি বিদ্যে মোটামুটি জানে, ও তোমার চিকিৎসা করতে পারবে। সোজা এগিয়ে যাও।'

দ্বিধান্বিত হকিন্স, ঘাড় ফিরিয়ে একবার মিউল-ট্রেনের দিকে তাকাল সে। 'ওদের নিয়ে কী করবে? বেনের ভাড়া করা গানম্যান সবাই!'

হকিন্সের ওপর চোখ রেখে সিগার বের করার জন্যে পকেটে হাত ঢোকাল ব্রেইন। টাটকা সিগার ধরিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে ধোঁয়া ছাড়ল। 'হকিন্স,' বলল ও, 'আমার তো মনে হয়, সমভূমি পেরিয়ে আসার সময়ই আমাকে মেরে ফেলার কথা ছিল ওদের। অবশ্য বেন নিজের হাতে আমাকে মারতে চেয়ে থাকলে অন্য কথা।

'এইমাত্র বললাম, অকারণে হলেনবেক কাউকে হত্যা করে না, কিন্তু ফেন্টন আর আমার বেলায় ব্যাপারটা ভিন্ন–স্রেফ আনন্দের জন্যে আমাদের হত্যা করবে সে।'

'এক সময় তোমরা বন্ধু ছিলে।'

'বন্ধুত্ব ছিল হলেনবেক আর নিউহলের। আমরা একজন আরেকজনকে পছন্দ করতাম না। তবে নিউহল আমার বন্ধু ছিল।'

'মাইক, ওই যে, দেখো!' এগিয়ে এসেছে বিলি ড্যানিয়েল। 'এ পাশের রাইডারটা–মেয়ে!'

সেদিন খনিতে যার হাতে পিক-হ্যান্ডেল ছিল, অ্যাল, এগিয়ে এল। 'বুটিদারের পিঠে ওটা রেড–তার সাথে মেয়ে আসবে কোত্থেকে?'

'হায় খোদা!' বলল বিলি, 'এ যে ক্রিস টেনিসন! স্যাডলে বসার কায়দা দেখেই বোঝা যাচ্ছে!'

ব্রেইনের দিকে তাকাল হকিন্স। 'এবার?' বলল সে। 'তুফান তুলে ছুটবে নিশ্চয়ই?'

'তোমাকে যা বললাম, হকিন্স, এগিয়ে যাও,' বলল ব্রেইন। 'যা জানতে চায়, সব বলবে। আমার জন্যে ভেব না।'

এখনও দ্বিধায় ভুগছে হকিন্স। 'মাইকেল, অতশত বুঝি না, হয় তোমার সঙ্গে নাও, নয়তো বলো, তোমাকে কাভার করি। তোমার একজন সঙ্গী দরকার।'

হকিন্সের কাঁধে হাত রাখল ব্রেইন। 'যাও, হক,' আবার বলল।

ঘোড়ার পেটে গোড়ালি ছোঁয়াল হকিন্স। এগোতে শুরু করল ওটা।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল বিলি ড্যানিয়েল, 'কীসের কথা বলছিল সে?'

ঘোড়া ঘোরাল ব্রেইন, মুখোমুখি হলো বিলিদের। পিঠে সোনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খচ্চরের দল। চোখে জিজ্ঞাসা আর বিদ্রূপ মিশিয়ে একে একে সবাইকে দেখল ব্রেইন। 'ওর ধারণা, বেন হলেনবেক নাকি তোমাদের পেছন থেকে গুলি করে আমাকে মেরে ফেলতে বলে দিয়েছে। সত্যি নাকি? কেউ লাগতে চাও? তাহলে সময় নষ্ট করো না।'

এখনও স্ক্যাবার্ডে ওর উইনচেস্টার, স্লিকারের বোতাম খোলা, হাতজোড়া সবার চোখের সামনে।

সামনে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ছয় জন দুর্ধর্ষ গানম্যান, পেশাদার। রুক্ষ দেশের কঠিন মাটিতে বিপদসংকুল পথে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কঠিন হয়ে গেছে এরা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ব্রেইন; একজন একজন করে, আপন মনে বলল ও, সামনে চোখ রেখে ট্যাপান জাংশনে যেতে চাই আমি।

দু'হাত স্যাডল-হর্নের ওপর রাখল বিলি ড্যানিয়েল। 'আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছ তুমি। প্রয়োজনের সময় ঢাল বেয়ে নেমে এসেছিলে, অথচ না এলেও তোমার কোনও ক্ষতি হত না; আমাদের অন্তত কয়েকজনের প্রাণ রক্ষা করেছ।'

'ঠিক,' সায় দিল অ্যাল, 'আমরা বেন হলেনবেকের লোক হলেও ব্যাপারটা এখন অন্যরকম দাঁড়িয়েছে।'

'সাহায্য লাগলে বলো,' বলল বিলি ড্যানিয়েল।

'না…স্টেশনে পৌঁছুনোর পর বেনের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও, আর কিছু করতে হবে না। প্যাক-ট্রেন নিয়ে একসঙ্গেই স্টেশনে যাব আমরা, তারপর যা করার আমি একা করব—তোমরা নাক গলাবে না, বুঝেছ?'

'পরিষ্কার,' মন্তব্য করল অ্যাল।

'অসংখ্য ধন্যবাদ। চলো, এগোনো যাক। মনে রেখো, আমি একা সামলাব বেন হলেনবেককে। আর হ্যাঁ, লাগলে মেয়েটাকে সাহায্য করো।' মিউল-ট্রেনের দিকে ইঙ্গিত করল ব্রেইন। 'ও-ই এই সোনাগুলোর আসল মালিক। ঠিক আছে: এবার চলো।'

খুব আস্তে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ব্রেইন, দুলকি চালে এগোল।

আঁধার ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে।

নিচু ছাদের দীর্ঘ একটা কামরা। একপাশে কাউন্টার, 'বার' হিসেবেও এটাকে ব্যবহার করা হয়; দেয়ালের সঙ্গে দাঁড় করানো শেলফে টিনের খাবার, বর্ষাতি, প্যান্ট, জুতো ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা। চামড়া, কফি আর তামাকের গন্ধ ভুরভুর

করছে চারদিকে। কাউন্টারের পেছনে বসে ফিসফিস করে কথা বলছে ট্যাগ ম্যুরে আর টেলিগ্রাফার।

বিয়রে চুমুক দিচ্ছে রেড, কাউন্টারে আঁকিবুকি কাটছে, ক্রিস টেনিসনকে অপহরণ করে এতদূর আনতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে।

দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল ক্রিস টেনিসন, বেনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল ও। 'এখান থেকে সোনা নিয়ে পালাতে চাইলে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে তোমাকে, মিস্টার হলেনবেক। টেলিগ্রাফের তার তো কাটতে হবেই, গানফাইটেও নামতে হতে পারে। তোমার এই স্যাঙ্গাৎ,' রেডের দিকে ইঙ্গিত করল ও, 'খেয়াল করে নি, কিন্তু আমি দেখেছি, আমরা আস্তাবল পার হয়ে আসার সময়, রবার্ট, বিলি টাউনসেন্ড, ইয়ান অগিলভি সহ আরও অনেকেই ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাচ্ছিল।'

'বকবক করো না তো!' রুক্ষ কণ্ঠে বলল হলেনবেক।

'বেন, আমার কথা শোনো–' কিছু বলতে চাইল ট্যাগ।

'তুমিও চুপ থাকো! রেড, শটগানটা ধরো দেখি, গোলমাল করার চেষ্টা করলেই গুলি করবে।'

'সোনা নিয়ে পালানোর কথা সত্যি বিশ্বাস করো?' শুধাল ক্রিস। 'এত সহজ, মিস্টার হলেনবেক?'

রাগ পড়ে আসছে হলেনবেকের। ক্রিস টেনিসনকে নিয়ে এসে চরম বোকামি করেছে রেড, আপাতত রেডকে ওর দরকার; কিন্তু মেয়েটা উটকো ঝামেলা ছাড়া কিছু না।

বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ; তার মানে বাইরে এতক্ষণ যে শব্দ হচ্ছিল, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। কামরার বাইরে একটা ঘোড়া এসে দাঁড়িয়েছে।

বেন দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই কাদায় কিছু পতনের শব্দ হলো, তারপর এলোমেলো পদশব্দ। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল হকিন্স।

বিধ্বস্ত চেহারা, ক্ষতস্থানে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে, রক্ত শুকিয়ে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে পরনের শার্ট।

'ট্যাগ,' বলল সে, 'আমার অবস্থা কাহিল!'

শটগানের পরোয়া না করে হকিন্সের কাছে দৌড়ে এল ট্যাগ ম্যুরে, সাবধানে একটা চেয়ারে নিয়ে বসাল ওকে। কারও বলার অপেক্ষা না করে চুলোয় চাপানো কেতলি থেকে একটা বাটিতে গরম পানি ঢালল ক্রিস টেনিসন। কাঁচি চালিয়ে হকিন্সের শার্টের হাতা কাটতে শুরু করেছে ট্যাগ ম্যুরে।

'হয়েছে কী?' জানতে চাইল হলেনবেক।

জবাব না পেয়ে এগিয়ে এল সামনে, গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে এগিয়ে দিল হকিন্সের দিকে।

দুই ঢোকে সবটুকু হুইস্কি শেষ করে ফেলল হকিন্স, মুখ তুলে হলেনবেকের দিকে তাকাল। 'মিউল-ট্রেনের দেখা না পেয়ে উইংকলার বুঝে ফেলে ওটা কোন্ পথে আসছে। জায়গামত অ্যামবুশ পেতে বসি আমরা। কিন্তু হতচ্ছাড়া ব্রেইন পেছন থেকে হামলা চালায় আমাদের ওপর, কীভাবে যে ওদিকে গেল, খোদা মালুম।

'কিছু বোঝার আগেই আচমকা উদয় হয় সে, গুলি করে মিউল-ট্রেনের

ড্রাইভারদের সতর্ক করে দেয়, এগিয়ে আসে তারা। রেক্স ফেন্টনকে হত্যা করে ব্লেইন; উইংকলার, স্যান্ডে আর হ্যালোরানেরও একই দশা হয়েছে।'

'আমার ক'জন মরেছে?'

'তিনজন, দু-একজন সামান্য আহত হয়েছে।'

'ব্লেইন?'

'আসছে। ও-ই আমাকে আগেভাগে পাঠিয়ে দিল, ট্যাগ যাতে আমার চিকিৎসা করতে পারে।'

বিতৃষ্ণ নয়নে হকিন্সের রক্তাক্ত হাতের দিকে তাকাল বেন হলেনবেক। ভায়োলেন্স-পূর্ণ জীবন যাপন করলেও ভায়োলেন্সের পরিণতি দেখে অভ্যস্ত নয় সে। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে হকিন্সের হাতটা। সম্ভবত ওপর দিকে তোলা অবস্থায় গুলি লেগেছে, কারণ কনুই গুঁড়িয়ে, বাইসেপ ছিন্নভিন্ন করে কাঁধের পেশীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বুলেট।

'ডাক্তার রবার্টকে ডাকা দরকার, হকিন্স,' বলল ম্যুরে। 'তোমার অবস্থা সত্যিই খারাপ। কনুই বোধ হয় আর ঠিক করা যাবে না।'

'যদ্দূর পারো, করো,' ভবিষ্যতের কথা ভাবল হকিন্স, বাকি জীবন একহাতে কাটাতে হবে ওকে। আগেও এসব দেখেছে, এক হাতেই চমৎকার কাজ করত তারা। অন্যরা পারলে সেও পারবে।

'যা-ই ঘটুক,' বলল বেন হলেনবেক, 'তোমরা নাক গলিয়ো না। আইনসঙ্গত গোল্ড-শিপমেন্ট রক্ষা করতে গিয়ে কাউকে গুলি করতে চাই না আমি।'

'ও'–হকিন্সের দিকে ইঙ্গিত করল বেন–'একজন আউট-ল, খনির মাল ছিনতাই করার চেষ্টা করেছে, নিজের মুখেই স্বীকার করেছে, তোমরা শুনেছ। আমি ওই খনির সুপারইনডেনটেন্ট, কথাটা সবাইকে মনে রাখতে বলব।'

'বরখাস্ত করা হলো তোমাকে,' বলল ক্রিস, 'এ ধরনের শিপমেন্ট করার কোনও অধিকার নেই তোমার।'

হাসল হলেনবেক। 'আচ্ছা,' সহজ কণ্ঠে বলল সে। 'আমি যদ্দূর জানি, তুমি ডাক্তার রবার্টের মেহমান; তোমার আর কোনও পরিচয় আমার জানা নেই। তোমার কোনও ক্ষমতার কথাও আমি মানি না। রেড ভেবেছে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইব আমি, তাই নিয়ে এসেছে–ভুল করেছে সে।

'আমি,' জোর গলায় বলল হলেনবেক, 'সোনাটা আইনসঙ্গতভাবেই পাঠাচ্ছি। সে ক্ষমতা আমার আছে। কেউ বাধা দিতে চাইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।'

অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাল ক্রিস। কাঁধ ঝাকাল টেলিগ্রাফার। হকিন্সকে নিয়ে ব্যস্ত ট্যাগ ম্যুরে। সন্তোষের হাসি হাসল রেড। হলেনবেক মিথ্যে বলে নি। আইনের সাহায্য নিয়েও হলেনবেককে বাধা দিতে পারবে না ও...শুধু ওর মুখের কথায় কাজ হবে না, মালিকানা প্রমাণ করতে হবে–কিন্তু সময় নেই...আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ট্রেন এসে পড়বে...সোনা নিয়ে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে হলেনবেক।

বেন হলেনবেকও উদ্বিগ্ন, বুঝতে পারছে ক্রিস। অস্থিরতায় পেয়ে বসেছে লোকটাকে, ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে বারবার। ট্রেন এল বলে, অথচ মিউল-ট্রেনের পাত্তা নেই।

এখন ব্লেইনের ওপরই নির্ভর করছে সব কিছু। ক্রিসের পক্ষেই কাজ করছিল

ব্লেইন, কিন্তু হলেনবেক যে ওকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়েছে! ব্লেইনের সঙ্গে আদৌ কি বিশেষ কোনও সম্পর্ক আছে ওর?—নাকি সবই কল্পনা?

প্রথম থেকেই ব্লেইনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে ও, চেহারার জন্যে নয়, ওর আত্মপ্রত্যয়ের জন্যে। বিশ্বাসের পক্ষে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে ব্লেইন, ওর ওপর নিশ্চিন্তে বিশ্বাস রাখা যায়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়: ওর ধারণা ঠিক তো?'

কাউন্টারের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে রেড, ঠোঁটে সিগারেট নাচছে; শটগান ধরে রেখেছে শক্ত হাতে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল হলেনবেক, অন্ধকারে কিছু দেখার উপায় নেই। বেনের দিকে তাকিয়ে ব্লেইনের অমঙ্গল আশঙ্কায় শিউরে উঠল ক্রিস। অপরাজেয়, প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী বলে মনে হচ্ছে লোকটাকে।

কিন্তু এই মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে সে; ওর এক শত্রু পাহাড়ের ওপর দিয়ে সোনা নিয়ে আসবে—এই আশায় বসে আছে। ব্লেইনের সঙ্গে হকিন্সদের সংঘর্ষ বেধে যায়, সত্যি পাহাড় পেরিয়ে এসেছে সে। কিন্তু এখন কোথায়? একঘেয়ে টিকটিক শব্দ করে চলেছে ঘড়িটা: হকিন্সের চিকিৎসা করছে ট্যাগ ম্যুরে। কেউ কোনও কথা বলছে না।

আচমকা ঘুরে বেনের মুখোমুখি হলো ম্যুরে। 'ডাক্তার রবার্টকে ডাকতে হবে, বেন, নইলে এ বেচারা একটা হাত হারাবে।'

'জাহান্নামে যাক!' হিংস্র কণ্ঠে বলল হলেনবেক। পরমুহূর্তে সামলে নিল, তাকাল হকিন্সের দিকে। অসুবিধে কী, ডাক্তার রবার্ট পৌঁছুনোর অনেক আগেই চুকে যাবে সব ঝামেলা। 'ডাকাও তাহলে।' বলে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

মুহূর্তের নীরবতা। সবার মনে প্রশ্ন: কে যাবে?

রেডের দিকে তাকাল ক্রিস, ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। 'তুমি যাবে মনে হচ্ছে, ঠিক বলেছি না?'

এক লাফে জানালার কাছ থেকে সরে এল বেন হলেনবেক। 'কক্ষনো না! ও এখানেই থাকবে!' ট্যাগের দিকে তাকাল সে। 'তুমিই যাও না কেন, ট্যাগ? নইলে ওরা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, কাউকে পাঠিয়ে দেব। ব্লেইনের সঙ্গে ছ'জন লোক আছে আমার।'

'ওরা এখনও তোমার আছে কীভাবে জানছ?' বলল হকিন্স।

'মানে?'

মাথা তুলে হলেনবেকের দিকে তাকাল হকিন্স। 'মানে খুব সোজা। ওরা ব্লেইনের সঙ্গেই পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছে; ওদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছে ব্লেইন, ওদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। তুমি নও…ওদের পাশে দাঁড়িয়েছে ব্লেইন। তারপরও ওরা তোমার পক্ষে থাকবে এতটা আশা করা বোধ করি ঠিক না।'

'আমি টাকা দিয়ে কাজে লাগাই নি ওদের!' ধমকের সুরে বলল হলেনবেক।

'ভুল করছ, টাকা দিলেই দুনিয়া কেনা যায় না। ভাড়াটে গানম্যান হলেও মানুষের সাহসের দাম দিতে ভুল করে না ওরা। এই মুহূর্তে ওদের কাছে তোমার কোনও অস্তিত্ব নেই। পাশাপাশি ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছে কে? মাইকেল ব্লেইন—একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজছে, ঠাণ্ডায় কাঁপছে। কী জানো বেন, আহত না হলে

আমি এখন ওর পাশেই থাকতাম।'

জানালার কাছে গিয়ে আবার দাঁড়াল হলেনবেক, একটু পরেই জানালা থেকে সরে কাউন্টারে রাখা ওর বান্ডিলের কাছে এল সে।

বান্ডিল খুলে একজোড়া ডাবল-ব্যারেল শটগান বের করল, গুলি ভরল অবিচল হাতে; তারপর বান্ডিলের পাশে রাখা উইনচেস্টার তুলে নিয়ে চেক করল।

কারও মুখে কথা নেই, ওকে দেখছে সবাই। কাউকে পরোয়া করছে না বেন, ঘরে আর কারও অস্তিত্বই নেই যেন। ভবিষ্যতের ভাবনায় ডুবে আছে সে, প্রতিটি আচরণই বলে দিচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে সে।

সময় গড়িয়ে চলল।

সহসা লক্ষ্য করল ক্রিস, দরদর করে ঘামছে হলেনবেক। ক্ষীণ একটা শব্দ ভেসে এল বাইরে থেকে, চমকে উঠল হলেনবেক।

হঠাৎ দ্রুত পায়ে ছুটে গেল কয়েকটা ঘোড়া। কে যেন হাসছে বাইরে, হাসির শব্দে শিউরে উঠছে ঘরের প্রতিটি প্রাণী।

অটুট নিস্তব্ধতায় কেটে গেল পরবর্তী ক'টি মুহূর্ত, তারপর একটা দরজা বন্ধ করার শব্দ ভেসে এল। চমকে তাকাল টেলিগ্রাফার। 'আমার ঘর,' বাঁকা চোখে হলেনবেকের দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'ওরা কেউ যন্ত্রটা চালাতে পারে কিনা কে জানে। ব্রেইনও নিশ্চয়ই কাছে পিঠেই আছে!'

'গর্দভের মতো কথা বলো না!' ধমকে উঠল বেন হলেনবেক। 'ছোট বেলা থেকেই ওকে খুব ভালো করে চিনি আমি।'

'বরং বলো, চিনতে,' বলল হকিন্স। 'তোমার চেনা ব্রেইন আর নেই, অনেক ঘাটের পানি খেয়ে এসেছে।'

হলেনবেক ভাবছে: এখন ঠিক কোথায় আছে সব সোনা? গাড়িতে তোলা হয়েছে?

চট করে একবার সবার ওপর চোখ বোলাল হলেনবেক। 'রেড, আমি বেরোচ্ছি, দেখো, এরা যেন গোলমাল করতে না পারে।'

'ডাক্তার রবার্টকে ডাকতে লোক পাঠাচ্ছি আমি, হকিন্স। আমি চাই না, অযথা কেউ কষ্ট পাক। এককালে একই ব্ল্যাঙ্কেটের নীচে রাত কাটিয়েছিলাম আমরা, ভুলি নি।'

আবার সবার ওপর চোখ বোলাল বেন। 'চালানের ব্যবস্থা করার সময় বেআইনি কিছুই করি নি আমি। আমাকে ঠেকানোর চেষ্টা না করলে কৃতার্থ হব। কেউ বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে ধরে নেব কোম্পানীর সোনা লুট করতে চাইছে সে।'

দরজা খুলে বাইরে পা রাখল বেন হলেনবেক।

একুশ

মেঘ সরে গেছে, মিটিমিটি তারা জ্বলছে আকাশে। রেল-স্টেশন আর স্যালুনের ছাদ থেকে এখনও টপ্ টপ্ পানি ঝরছে।

হিচ-রেইলে দাঁড়িয়েছিল আধ-ডজন ঘোড়া, এইমাত্র আরেকটা ঘোড়া এসে দাঁড়াল, আরোহীবিহীন–বিকেলের সংঘর্ষের পর থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওটা।

স্যালুনের জানালা গলে আলো এসে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে রেললাইনের গায়ে পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে, মিশে যেতে চাইছে টেলিগ্রাফ অফিসের জানালা থেকে বেরিয়ে আসা আলোর সঙ্গে। টেলিগ্রাফ অফিসে অপারেটরের কফিপটে কফি বানাচ্ছে গানম্যানদের একজন, একটু আগেই একদফা কফি খাওয়া হয়ে গেছে।

লোডিং-পেনের কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্লেইন, হঠাৎ দেখল বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে বেন হলেনবেক। ডানহাত দেহের সঙ্গে চেপে রেখেছে, অর্থাৎ অস্ত্র লুকোনোর চেষ্টা করছে। ব্লেইনের চেহারায় চিন্তার ছাপ, সতর্ক দৃষ্টি রাখল ও বেনের দিকে।

সাবধানে ইতিউতি তাকাচ্ছে বেন হলেনবেক। বিপদের আশঙ্কা করছে প্রতি মুহূর্তে, কিন্তু বিপদটা কোনদিক থেকে আসতে পারে বুঝছে না। হঠাৎ প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে রেললাইন পেরিয়ে টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে দৌড়ে গেল সে।

দরজা খোলার শব্দ হলো, বেনের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পেল ব্লেইন।

'ব্লেইন কোথায়?'

অস্পষ্ট জবাব।

আবার কথা বলল হলেনবেক। 'অনেক টাকা দিয়ে পুষছি তোমাদের–যাও, পাকড়াও ব্যাটাকে!'

'তুমিই যাও, দেখি পারো কিনা; ব্লেইন তো একা–কাছেপিঠেই আছে।' বিলি ড্যানিয়েল।

'আচ্ছা, এই ব্যাপার? তোমাদের সবাইকে বরখাস্ত করলাম–বেরিয়ে যাও!'

'এখানে বেশ আরামেই আছি,' অ্যালের কণ্ঠ শোনা গেল। 'ভেতরে বসে খেলা দেখা যাবে।'

জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বেন হলেনবেক। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকিয়ে বলল, 'শোনো, হকিন্সের জন্যে ডাক্তার রবার্টকে ডাকা দরকার, নইলে একটা হাত হারাবে বেচারা। তোমরা কেউ যাবে?'

মুহূর্তের নীরবতা।

স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল একজন। 'আমি যাব। সাধ্যে কুলোলে কাউকে পঙ্গু হতে দেব না।'

রেললাইনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল বেন হলেনবেক। ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করল।

কোথায় থাকতে পারে ব্লেইন? লোডিং-পেনে? নাকি কোনও বগিতে? শেষেরটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিয়ে রেললাইন ধরে হাঁটতে শুরু করল বেন হলেনবেক।

হলেনবেকের মনের কথা পরিষ্কার ধরতে পারছে ব্লেইন। জানে, লোকটা কী ভাবছে, কারণ এই ক্ষেত্রে ও নিজেও একই কথা ভাবত।

দূর থেকে প্রতিধ্বনির মতো একটা শব্দ ভেসে এল–ট্রেনের হুইসল। এখনও

অনেক দূরে আছে ওটা।

দাঁতের ফাঁকে নিভে যাওয়া সিগারেট ঘোরাতে ঘোরাতে ক্রমশ এগিয়ে আস বেনের বিশাল অবয়বের দিকে তাকিয়ে রইল ব্লেইন। *অন্ধকার বৃষ্টিভেজা রাতে আমাদের মোকাবিলা হবে ভাবতে পেরেছ, বেন?* আপনমনে বলল ও।

অতীতে এখানে লোডিং পেনস আর শুট ছাড়া কিছুই ছিল না। র‍্যাফটারের গরু-বাছুর এখানে ট্রেনে তুলে দিয়েছে ওরা...কতদিন? কতবার?

আচমকা লাইন থেকে উধাও হয়ে গেল হলেনবেক। ধৈর্য ধরল ব্লেইন।

এবার? লাইন থেকে সরে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসেছে হলেনবেক, নাকি গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে আসছে? আলোর নাগালের বাইরে চলে গেছে সে, লাইনের পাশে নালায় নেমে পড়েছে হয়তো।

হঠাৎ কানের পেছনে ইস্পাতের শীতল স্পর্শ পেল ব্লেইন, ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। 'বেনের হাতে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারতাম, কিন্তু এভাবেই ঝামেলা কম।'

ক্রুস বক্সলেইটনার!

পেনের নীচের বারে একটা পা রেখে দাঁড়িয়েছিল ব্লেইন, কথাটা শেষ হওয়ামাত্র পেছনে সর্বশক্তিতে লাথি হাঁকাল, ঝাঁপ দিল উল্টোদিকে।

ভারসাম্য হারাল বক্সলেইটনার, ব্লেইনের কানের পাশ দিয়ে বিশ্রী শব্দ তুলে ছুটে গেল বুলেট। একসঙ্গে মাটিতে পড়ল ওরা, পরক্ষণে নিজেকে মুক্ত করে গড়ান দিয়ে লোডিং শ্যুটের নীচে লুকাল ব্লেইন।

বেন হলেনবেক, ওকে গুলি করা হয়েছে ভেবে পাল্টা গুলি করল, তারপরই একটা ক্যাট্‌লকারের ছাদে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, বেনের কাছেই রেললাইনে বাড়ি খেয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াল বুলেট।

'হচ্ছে কী?' স্টেশনের ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল।

লোডিং শ্যুটের সঙ্গে মিশে আছে ব্লেইন, খুঁটির আংশিক আড়াল পাচ্ছে। ক্রুস বক্সলেইটনারও আছে এখন...এবং রাইফেলধারী লোকটা বার্ট রেনাল্ড না হয়েই যায় না।

গুলি না করে বক্সলেইটনার কথা বলল কেন? বেন হলেনবেকের চেহারা না দেখা পর্যন্ত রেনাল্ডের অপেক্ষা করা উচিত ছিল। একটু ধৈর্য ধরলেই সফল হত ওরা।

এক ফোঁটা জল ব্লেইনের কানের পেছনে পড়ে গড়িয়ে শার্টের ভেতর ঢুকে পড়ল। অসাড় হয়ে আসতে চাইছে পাজোড়া; তবু ধৈর্য হারাল না ও, পিস্তল হাতে অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ স্টক-পেনের পেছনে চেঁচিয়ে উঠল বেন হলেনবেক। 'মাইক! আমাদের লড়াইতে নাক গলিয়েছে ওরা, এসো নিকেশ করি!'

সঙ্গে সঙ্গে একটা পিস্তল গর্জে উঠল, বড়জোর দশ-বার গজ দূরে, কাঠের কুচি লাগল ব্লেইনের চোখে মুখে। আগুনের উৎস লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপেই ডিগবাজি খেয়ে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ব্লেইন, লক্ষ্য ভেদ করল গুলিটা, চাপা আর্তনাদ ভেসে এল।

আবার পিস্তলের গর্জন, কিন্তু এবার ওকে নিশানা করা হয় নি, বাতাসে শিস

কেটে অন্ধকারে হারিয়ে গেল বুলেট।

একটা ছায়াকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল ব্লেইন, তারপরই দৌড় দিল।

আবার পিস্তল উঁচিয়ে ধরল ও, সঙ্গে সঙ্গে জোড়া-পিস্তলের গর্জনে কেঁপে উঠল চারদিক। আহত বক্সলেইটনারের পিস্তল থেকে বেরিয়েছে প্রথম গুলি, পাল্টা জবাব দিচ্ছে বেন হলেনবেক।

কয়লার স্তূপে গড়িয়ে পড়ল রেনাল্ডের রাইফেল, সাথে সাথে ক্যাট্‌লকারের ভেতরে হাত গলিয়ে বার্ট রেনাল্ডের আনুমানিক অবস্থান লক্ষ্য করে পর পর তিনবার ট্রিগার টিপল ব্লেইন।

আর্তনাদ করে উঠল রেনাল্ড। আগেই একটা বগির ছাদে উঠে পড়েছিল বেন হলেনবেক, শব্দ লক্ষ্য করে গুলি করল সে। বগির ছাদ থেকে দড়াম করে ব্লেইনের পায়ের কাছে পড়ল রেনাল্ডের লাশ।

'বেন!' চিৎকার করে ডাকল ব্লেইন।

'চুপ!'

'দুজনই খতম। ট্রেনে চেপে এবার চলে যাও তুমি।'

'তাহলে তোমার খুব সুবিধা হয়, না?' হঠাৎ বদলে গেল হলেনবেকের কণ্ঠস্বর। 'সেটি হচ্ছে না, তোমাকে খতম না করে থামছি না আমি।'

'বেন–একটা কথা–এলিকে কে মেরেছিল?'

'আমি–আমি মেরেছি, গর্দভ কোথাকার! বক্সলেইটনারের ধারণা ছিল সে মেরেছে, ওরা ঝগড়া করছিল, বক্সলেইটনার সামলাতে না পেরে গুলি করল এলিকে, মিস হলো, এই সুযোগে জানালা দিয়ে গুলি করলাম আমি–এক গুলিতেই দফারফা।'

একে একে পা থেকে জুতোজোড়া খুলে ফেলল ব্লেইন। উলের মোজা পরে আছে ও। কথাগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে দেখে বুঝতে পারল, অনেকটা কাছে এসে পড়েছে বেন–হামাগুড়ি দিয়ে আসছে সে। পিস্তল দিয়েই এতক্ষণ গুলি করেছিল বেন, কিন্তু তার কাছে শটগান বা রাইফেলও থাকতে পারে···কাছ থেকে শটগানের গোলা খেলে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে হবে।

হঠাৎ কথা বলল বেন হলেনবেক। 'চাইলে পালাতে পারো, মাইকেল, তোমাকে মারতে চাই না।'

আর কত দূরে আছে বেন? বিশ কদম? নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে, ব্লেইন জবাব দিলেই গুলি করবে।

চট করে ঘুরে লাইনের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে দৌড়তে শুরু করল ব্লেইন। ট্রেন হুইস্‌ল দিচ্ছে, অনেক কাছে এসে গেছে। পথের মাঝখানে পড়ে-থাকা কয়লার স্তূপ একলাফে ডিঙিয়ে স্টক-পেনের এক কোণে আশ্রয় নিল ব্লেইন।

ট্রেনের হেডলাইটের আলোয় ভেসে যাচ্ছে সমভূমি, স্টেশনের দিকে ট্রেনটা এখনও মোড় নেয় নি, মোড় ঘুরলেই এদিকটা ফর্সা হয়ে যাবে।

আবার হুইস্‌ল দিল ট্রেন। মোড় নিতে শুরু করল লোকোমোটিভ। আলো পড়তেই দেখা গেল, রেললাইনের ঠিক মাঝখানে শটগান হাতে অপেক্ষা করছে বেন হলেনবেক।

প্রায় একসঙ্গে পরস্পরকে দেখতে পেল ওরা। ওকে যেখানে পাবে ভেবেছিল সেখানে না দেখে কিঞ্চিৎ হতাশ হলো বেন হলেনবেক, শটগান তুলে ধরল সে—একটুও সময় নষ্ট না করে গুলি করল ব্রেইন। প্যান্টে হ্যাঁচকা টান পড়ল ওর। সামনে এগিয়ে আবার গুলি করল ও। আছড়ে পড়ল বেন হলেনবেক। ঝড়ের মতো ছুটে আসছে ট্রেন। মরিয়া হয়ে ছুটল ব্রেইন, হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল হলেনবেককে—পরমুহূর্তে স্যাঁৎ করে সামনে দিয়ে সগর্জনে এগিয়ে গেল ট্রেনের এঞ্জিন।

হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়াল বেন, একটা কোল্ট আঁকড়ে ধরে আছে। 'ধন্যবাদ, মাইকেল!' বলেই গুলি করল সে।

গায়ে বুলেটের ধাক্কা অনুভব করল ব্রেইন, হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। স্টক-পেনের পেছনে পিস্তল লোড করেছিল ও, এখনও গোটা দুয়েক গুলি হয়তো আছে—

নিখুঁত লক্ষ্যভেদের উদ্দেশ্যে কব্জির ওপর হাত রেখে ট্রিগার টেপার প্রস্তুতি নিচ্ছে হলেনবেক। নিমেষে বেল্ট থেকে ফেন্টনের পিস্তল বের করে উপর্যুপরি তিনবার গুলি করল ব্রেইন।

মাত্র একবার ট্রিগার টেপার সুযোগ পেল হলেনবেক, ব্যর্থ হলো লক্ষ্যভেদে। বুলেটটা ইস্পাতের রেইলে বাড়ি খেয়ে 'বিঙঙ্‌...' শব্দ তুলে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

দুহাতে রেললাইন আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলে রাখল ব্রেইন। বুঝতে পারছে, যাত্রীরা ট্রেন থেকে নামতে শুরু করেছে, ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে আসছে কেউ কেউ। কিন্তু ওর মাথায় শুধু একটা ভাবনা: বেন হলেনবেককে শেষ করতে হবে।

ঘাড় ফিরিয়ে হলেনবেকের দিকে তাকাল ব্রেইন। রক্তাক্ত চেহারা বেনের, রক্তে ভিজে কালো হয়েছে গায়ের শার্ট।

'তুমিই জিতলে,' ঢোক গিলে ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে বলল সে। 'ভাগ্যগুণে পার পেয়ে গেলে,' বলতে বলতেই আচমকা পিস্তল উঁচিয়ে ধরল বেন, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল ব্রেইন।

তারপর নীরবতা। এঞ্জিনের হিসহিস শব্দ শোনা যাচ্ছে। খানিক পরেই উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আর পদশব্দ ভেসে এল।

কেউ একজন ঝুঁকে পড়ল ব্রেইনের ওপর। ডাক্তার রবার্ট। 'হকিন্স,' বলল ব্রেইন, 'ওর অবস্থা খুব খারাপ—'

শূন্য পিস্তল হাতে বেন হলেনবেকের দিকে তাকিয়ে আছে ব্রেইন। নড়ছে না হলেনবেক—আর কোনওদিন নড়বে না।

'বেন বলল, আমি নাকি কপাল গুণে বেঁচে গেছি,' বলল ব্রেইন, 'বাঁচলেই হয়!'

'বাঁচবে,' গম্ভীর কণ্ঠে ওকে আশ্বস্ত করল রবার্ট ক্রুস। 'তোমার মতো লোক এত সহজে মরে না।'

***